শ্রীবামলীলা

(বামাক্ষ্যাপাবাবার জীবনী ও সাধ্যসাধনতত্ত্বকথা)

(আদিলহরী)

শাস্ত্রী—শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্, এ , বি, এল্,

সঙ্কলিতা

সন ১৩৪১ সাল

মূল্য—১৷৷০ টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ,
সম্পাদক, শ্রীরামসেবকসম্প্রদায়।
৪৮।২ বেনেটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীগুরু প্রেস
৭৯, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীজলদারমণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীবামলীলা

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীমাতৃপ্রশস্তিঃ।

মাতশ্ শশ্বৎসুতহিতরতে স্নেহকারুণ্যমূর্ত্তে
শ্রেয়োবর্ষৈস্স্নপয়সি সুতং স্বর্গতাপি প্রসন্না।
দেবি ত্বং মে প্রকটিতবতী বামদেবং বিদেহা
দিব্যা রম্যা তব করুণয়া গীয়তে বামলীলা॥

নশ্বরধরণী ছাড়ি গিয়াছ মা দিব্যধাম।
সুতহিততরে তবু সচকিতা অবিরাম॥
স্নেহের মূরতি তুমি করুণার প্রস্রবণ।
বরষিছ সুতশিরে শ্রেয়োধারা অনুক্ষণ॥
বিদেহা যখন তুমি শোকে আমি মুহ্যমান।
ফুটালে এহৃদে দেবি! বামদেব মহীয়াম্॥
বিমল বিরজ শান্ত বামলীলা সুধাধার।
আমাসম জন গাহে করুণা সে মা তোমার॥

শ্রীশ্রীবামলীলা।

উপোদ্ঘাত।

জয়তি জয়তি তারা বিশ্বরূপাতিরূপা
জয়তি জয়তি তারাসিদ্ধনাথো বসিষ্ঠঃ।
জয়তি জয়তি তারাসম্প্রদায়ো বরেণ্যো
জয়তি জয়তি তারাপ্রেমমত্তশ্চ বামঃ॥

সেই বিশ্বরূপা অথচ রূপাতীতা তারা মার জয়। সেই তারা-সিদ্ধগণের অগ্রণী সিদ্ধনাথ বসিষ্ঠের জয়। সেই বরণীয় তারা-সম্প্রদায়ের জয়। সেই তারাপ্রেমোন্মত্ত শ্রীবামের জয়।

তারাপ্রেমোন্মত্ত নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাচরণ চট্টো-পাধ্যায় বামাক্ষ্যাপানামে দেশে বিদেশে বিশ্রুত। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় তারাপীঠের নিকটবর্ত্তী আটলাগ্রামে ভক্ত সর্ব্বানন্দের ও পুণ্যশীলা রাজকুমারীদেবীর পুত্ররূপে বাং সন ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শিবচতুর্দ্দশীতে তিনি শিবলীলাপ্রদর্শনে কলিজীববৃন্দের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হন। জন্মাবধি তারাচরণই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মনঃপ্রাণ তারাময়। বাল্য হইতেই অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ তাঁহাতে প্রকাশিত হয়। নিত্যই তারাপীঠে ছুটিয়া আসিতেন। তারা-নামে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেন। কৈশোরে গৃহত্যাগের

দিনেই কৌলচূড়ামণি ব্রজবাসী কৈলাসপতি তাঁহাকে বেধ-দীক্ষা দেন। বাম তদবধি তারাপীঠে বসেন। তখন গৃহাদি বাঁধেন নাই। সংসারের কোন কাজ, এমন কি তারা-মার বাহ্যপূজার আয়োজনাদিও করিতে পারেন নাই। তাঁর শয়নে তারা, স্বপনে তারা, আহারে তারা, বিহারে তারা। তিনি কামজয়ী সমদর্শন দ্বন্দ্বাতীত নিত্যসিদ্ধ আত্মারাম। কিছুদিন

পরিচয়

গুরুসঙ্গ করিয়া ইঙ্গিতে স্বপরিচয় দিলে শ্রীগুরু তাঁহাকে বসিষ্ঠের সিদ্ধাসন ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হন। শ্রীবামের শক্তি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। মাতৃ-শ্রাদ্ধে বৃষ্টিস্তম্ভনে সিদ্ধিবার্ত্তা ছড়াইয়া পড়ে। লীলাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃপাসিন্ধু, বসিষ্ঠদেব, তারাপীঠের ভৈরব এমন কি শ্রীবামদেব বলিয়া পরিগণিত হন। আজীবন তারাপীঠের শ্মশানে অতিবাহিত করেন। চল্লিশবর্ষ যাবৎ নিত্য দলে দলে যাত্রী তাঁহার দর্শনলোভে নানা দেশ হইতে যাইতেন। বসিষ্ঠারাধিতা "শিলাময়ী" তারার নিকট কামনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা মায়া-মনুজ বীর তারাভক্ত ভৈরবেরও নিকট বর চাহিতেন। তারা ও বামকে অভিন্ন ভাবিতেন। বাম বাঞ্ছাকল্পতরু। কেহ সেই তরুর নিকট গিয়া বিফলমনোরথে ফিরেন নাই। কামকামী সংসারীর প্রতি কখন কখন কঠোর ভাব দেখাইলেও ভক্তের কামনা অপূর্ণ রাখিতেন না। তাঁর আশীর্ব্বাদে কতশত রোগীর অসাধ্য রোগ সারিয়াছে, বোবার বুলি ফুটিয়াছে, অপুত্রকের জীর্ণারণ্যবৎ গৃহ পুত্রমুখপূর্ণচন্দ্রোদয়ে নন্দনকাননবৎ আনন্দময় হইয়াছে। তত্ত্ব

জিজ্ঞাসুভক্তগণ তাঁর শান্তিময়ক্রোড়ে অনায়াসে স্থান পাইয়াছেন। প্রভু ধৃতমুগ্ধভাব, নিজশক্তিতে কিছু করিলেন এ অভিমান কখনও করেন নাই। তারা মা তাঁর সর্ব্বস্ব। তারামা আর্ত্তের আর্ত্তি, অর্থার্থীর অর্থ, জিজ্ঞাসুর জ্ঞান দিলেন এই কথাই বলিতেন। তার বাণী কখনও বিতথা হয় নাই। তাঁর ভক্তি-গদগদভাবে কত শত পাষাণহৃদয় গলিয়াছে। কত জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছে। এইরূপে করুণাময় করুণাসিঞ্চনে কত তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া কতিপয় ভাগ্যধরকে জন্মমরণজয়িতাবাতত্ত্বের আভাসদানে কৃতার্থ করতঃ ভোগপরজগতে ত্যাগশীলতা দেখাইয়া পুণ্যস্রোতে ভুবন ভাসাইয়া শ্রীবাম সন ১৩১৮ সনের ২ শ্রাবণ কর্কটস্থভাস্করে রেবতীনক্ষত্রে কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে তারাকবচোক্ত শুভসংযোগে মহানিশায দেহ রাখিয়া কামাদিনিমীলনে অপ্রকট হন।

তাঁহার কি সরল ভীমকান্ত দিব্যভাব॥ পণ্ডিত মূর্খ ধনী নির্ধন বালক বৃদ্ধ যুবা নরনারী যে সেইরূপ একবার দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। সন ১৩১১ সালে মাতৃশোকানলে মাতৃকৃপাবর্ষণফলে আমি, চণ্ডীপাঠের জন্য দৈবাদেশ পাইলাম। অচিরে মাতৃমূর্ত্তিদর্শন ঘটিল। তৎপরেই আমাকে নিজ নাম শুনাইয়া ও অলৌকিকভাবে নিজমূর্ত্তি দেখাইয়া দয়ালবাম আকর্ষণ করেন। আমি পাগলপারা হইয়া চিত্তচোরার পানে ছুটি। ব্রজাঙ্গনার ন্যায় আমার হৃদয় প্রেমেভরা ছিল না। উৎকটঅদ্ভুত আশা ছিল যে ভস্মীভূত মাতৃদেহ বামের আশীর্ব্বাদে পুনরায়

সজীব হইবে। প্রভু এ দাসকে নশ্বরমাতৃকায়ার পরিবর্ত্তে সনাতনী মাতার ছায়া দেন। কাচ কিনিতে গিয়া কাঞ্চন লাভ হইল।

প্রেরণা

শ্রীমুখের সুধামাখা তারানামও এ পাষাণ প্রাণে অঙ্কিত হইয়া গেল। তিনবৎসর পরে পিতৃবিরহে আবার চোখের জলের মাঝে এ ডাকিয়া তাপিতকে তিনি শান্তিবারি বর্ষণ করেন। পুণ্যদর্শনে পুণ্যপদস্পর্শে সূক্ষ্মমিলনে এ পাপময়জন্ম ঘুচাইয়া নবজীবনদানে দয়াল গুরু এ পতিতকে কৃতার্থ করেন। সেই লীলা বর্ণনের অভিলাষ জন্মে।

তান্ত্রিক শিরোমণি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, বাগ্মিবর শশধর তর্ক-চূড়ামণি প্রভৃতি সুধীগণ বামের নির্ম্মানমোহ সমদুঃখসুখ তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়াদি ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া শিক্ষিতসমাজে তাঁহার গুণগান করেন। অন্যান্য ভক্তগণও তাঁর কতক অলৌকিক মহিমা প্রচার করেন। তারানামক পুস্তিকায় শিক্ষক মহিমাচরণ তারাপীঠ কাহিনীসহ তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। বীরভূমজেলার ইতিহাসেও তারাপীঠপ্রসঙ্গে তারাপীঠভৈরব বামের কথা লিখিত হয়। তদবলম্বনে যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কল্পনাবলে সাধক বাম বা বামাক্ষ্যাপার জীবনী রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত অসম্পূর্ণ আখ্যানে ভক্তের তৃপ্তিসম্ভাবনা নাই। প্রভুর মধুর লীলা ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশের প্রেরণা এ হৃদয়ে আসে। ঐ গুরুভার দিয়া শ্রীগুরু এ দাসকে বুদ্ধদেব শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীচৈতন্যাদি

উদ্দেশ্য

দেশীয় এবং প্রভুযিশু হজরৎ মহম্মদাদি বিদেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠে

প্রবৃত্তি দেন। তাঁহার ন্যায় পরম কৌলের জীবনীতে সাধ্যসাধন-তত্ত্বসন্নিবেশ সঙ্গত এই বোধ দিয়া জ্ঞানদাতা বাম এ দাসকে তদবধি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র দর্শন বেদবেদান্তাদি পুনরাবৃত্তি করাইতেছেন। শাস্ত্রালোচনার প্রতিবিম্ব শ্রীবামলীলা-বিবরণে প্রতিফলিত। সুতরাং শ্রীবামলীলা নাটকের ন্যায় সর্ব্বত্র সুখপাঠ্য না হইলেও তত্ত্বাংশ বাদে প্রেমকারুণ্যময় বামের প্রেমকরুণালীলার কথা অমৃতময়ী হইবে। তৎপাঠে সর্ব্ব-সাধারণের আনন্দ নিশ্চিত। প্রায়ই মহাপুরুষগণের কাহিনী প্রকাশাবস্থার পূর্ব্বে কিম্বদন্তীতে রক্ষিত; পরে তাহা ভক্তগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। সত্যবটে জনশ্রুতি অমূলা নহে। কিন্তু শতমুখে তাহা শতধারায় বিস্তীর্ণ হওয়ায় প্রায়ই বহুবিধা হইয়া থাকে। বামের আদিমধ্যলীলার জনশ্রুতি তাঁহার সমসাময়িক স্বজন ভক্ত শিষ্য ও সেবকবৃন্দের নিকট সযত্নে সংগৃহীত। উহার প্রামাণিকতা নানারূপে পরীক্ষা করিয়া যাহার সত্যতাসম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহাই

বিকাশ

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এ অধমের সহিত লীলার প্রামাণিকতা নিঃসন্দিগ্ধ। এই সব বিবরণে অলৌকিকতা বিদ্যমান বলিয়া অবিশ্বাস্য নহে। মহাপুরুষগণ লোকোত্তর এবং তাঁহাদের লীলা অলৌকিকী। দেহরক্ষার পর এ দাসের দ্বারা প্রভু যে সব ভক্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়-কর। তাহা এক্ষণে দেওয়া হইল না।

শ্রীবামের লীলা ভক্তের চক্ষে ত্রিলহরী পতিতপাবনী সুরধুনী।

দেবনদীর যেরূপ স্বর্গ হইতে অবতরণ, গোমুখীতে উন্মেষ, কেদারখণ্ডে বিকাশ, হরিদ্বারে প্রকাশ, ব্রহ্মাবর্ত্তে প্লাবন, বঙ্গে সন্তানধারা এবং শেষে পতিতসগরকুলের ত্রাণ ও মহাসাগরে সম্মিলন; শ্রীবামলীলারও সেইরূপ অবতরণ, বাল্যে ভক্ত্যুন্মেষ, কৈশোরে জ্ঞানাদিবিকাশ, যৌবনে সিদ্ধিপ্রকাশ, প্রৌঢ়ে প্রেম-কারুণ্যপ্লাবন, বার্দ্ধক্যে সন্তানধারা ও পতিতত্রাণ, শেষে অনন্তে অন্তর্ধান। অবতরণ হইতে বশিষ্ঠাসনাধিকার পর্য্যন্ত আদিলীলা আভাসোন্মেষবিকাশতরঙ্গ-ত্রয়ে আদিলহরীভাবে প্রথমে আবির্ভূতা হইল। মধ্যলীলায় বামের বিভূতি, করুণা ও প্রেম প্রকাশপ্লাবনসন্তানতরঙ্গত্রয়ে মধ্য লহরী নামে, এবং অন্ত্যলীলায় প্রভুর পাবনতারণ ভাব ও তত্ত্ব পাবনতারণতত্ত্বতরঙ্গত্রয়ে অন্ত্যলহরী নামে পরে প্রকাশিতা হইবে।

প্রকাশ

তাঁর নাম শ্রবণেই আমি আকৃষ্ট হই। দর্শনমাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলাম। শাস্ত্রমতে

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রথম দর্শনে গুরুবীজাদি জানা না থাকায় তাঁহাকে শিবায় শান্তায় ইত্যাদি শিবমন্ত্রে প্রণাম করিয়াছি। তদবধি তিনি হৃদয়ের রাজা। তাঁহাকে ইষ্টদেবতার সহিত পূজা করিতেছি। তাঁর অলৌকিক বিভূতির পরিচয়ে তাঁহাকে দেব বলিয়া বোধ হইতেছে। এমন কি তিনি একাধারে তারাবাম এরূপ ধারণাও আসিতেছে।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

গীতা। ৯। ১৭।

তিনি আমার গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগাশ্রয়, শরণ, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়, ও সনাতন কারণ। সূক্ষ্মমিলনফলে তাঁর সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে তাহার বর্ণণা কবিব ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ্য।

প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোব মুক্তি আমার বন্ধনডোর,
দুখে সুখে চরম আমার জীবন মরণ হে।
(আমার) সকল গতির মাঝে তুমি পরম গতি হে।
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম জ্যোতি হে।
ওগো সবার ওগো আমার বিশ্বহতে চিত্তেবিহার।
অন্তবিহীন লীলা তোমার নিত্য নূতন হে॥

তাঁহাকে অধুনা প্রণাম কালে বলি

ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

তাঁর লীলাবর্ণনে এই ভাব শতচেষ্টাসত্ত্বে চাপিয়া রাখিতে পারি নাই। লীলাদ্বারা তাঁর দেবভাব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু তজ্জন্য অসত্যের আশ্রয় লই নাই। এমন কোন ঘটনা উল্লেখ নাই যাহার মৌলিকত্ব নাই।

কোথা সে বিমলবিরজঃ শান্ত শ্রীরাম! কোথা এ সমল তমোময় সংসারকীট! শ্রীরামের লীলা দিব্যা দুরবগাহা অনন্ত-ভাবময়ী। মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধিক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্নজীবের শ্রীরামলীলাগান-প্রয়াস বামনের চন্দ্রগ্রহণপ্রয়াসসদৃশ। শ্রীরামলীলার দিব্যতত্ত্ব-গ্রহণে অসমর্থ হইলেও তাহার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আন্তরিক প্রেরণায় সেই লীলা গাহিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম। রাম-ভক্তগণও পরিতৃপ্ত। তাঁহারা ইহার প্রচারে সচেষ্ট। আমি চরিতার্থ। শ্রোতৃবর্গকে আমার ভাবে ভাবিত হইতে বলিনা। তাঁহারা উদাসীন ভাবেও আনন্দময়ের লীলা শুনিলে অপার আনন্দ পাইবেন।

শ্রীরাম লীলা।

—— ——:*:—— ——

আভাস-তরঙ্গ

১। প্রয়োজন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতা, ৪ অ. ৭।৮ শ্লো.।

শ্রীভগবান্ প্রিয়শিষ্যের মোহনিবারণার্থ নিজলীলার পরিচয় দিতেছেন। "হে ভরতবংশাবতংস! জানিও যে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপীর বিনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।"

একথা পরম উদার ও পরম সত্য। কি ক্ষুদ্রসমিতিতে, কি বিশিষ্টজাতিতে, কি মানবসমাজে, কি গৃহে, কি পল্লীতে, কি দেশে, কি মহাদেশে, কি ভূমণ্ডলে, কি গগনে, কি অনন্তব্রহ্মাণ্ডে যখনই নিয়মব্যতয় ঘটে তখনই আবার নিয়ম সংস্থাপিত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁব একসুরে বাঁধা। সেই সুর যখন বেসুব হয়, তখন সেই বাদকই আবার সুর বাঁধেন। যখন দারুণগ্রীষ্মে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে ধরা তাপিতা, যখন আর যেন তাপ সহ্য হয় না, তখনই আকাশে নিবিড়কাদম্বিনীঘটা ও অবিবলবৃষ্টি। আবাব যখন প্রবলবর্ষায় ধরা উদ্বেজিতা, তখনই বৃষ্টিনিবাবণ, নির্ম্মল গগন; প্রকৃতি শারদসাজে প্রফুল্লা। যখনই দেশে ভীষণ অত্যাচার তখনই তাহার প্রতীকার। যখনই মানবজীবনে ঘোর দুঃখ, তখনই সুখস্বচ্ছন্দতা। আবাব যখনই মানব সমাজে প্রেম-ভক্তি-ত্যাগ-জ্ঞানাদি-ধর্ম্মভাবেব গ্লানি এব বিদ্বেষাহঙ্কার-স্বার্থপবত্ব-মোহাস্থধর্ম্মভাবের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই কোন না কোন মহাপুরুষ এই ধরাধামে আসিয়া পুনরায় প্রেমের বাঁধনে সমাজকে বাঁধিয়া, ভক্তিবারিতে কলুষ হৃদয় ধৌত করিয়া, ত্যাগের অনলে স্বার্থপরতা দগ্ধ করিয়া, জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতিমির নাশ করিয়া, জরামরণাদিদুঃখ-সঙ্কুল-মানবজীবনকে প্রেমময় জ্ঞানময় আনন্দময় করেন। মহাপুরুষেরাই ভগবানের লীলামূর্ত্তি। তাঁদেন মনই তাঁর যন্ত্র। তাঁদের ভাবলহরীই তাঁর ভাবলহরী। তাঁদের ঝঙ্কারেই

অবতার

তাঁর ঝঙ্কার। তাঁদের লীলাই তাঁর লীলা। কি সনক, সনন্দ ; কি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ; কি কপিল, পাতঞ্জলি ; কি গৌতম, ব্যাস ; কি রাম, কৃষ্ণ ; কি বুদ্ধ, জিন ; কি মুশা, ঈশা ; কি নানক, চৈতন্য, কি ক্ষ্যাপা বামাচবণ, কি তৈলঙ্গ স্বামী—সকলেই ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য অবতীর্ণ।

বামাক্ষ্যাপার অবতারণ কালে সমাজের অবস্থা আলোচনা কবিলেই তাঁর অবতরণপ্রয়োজন বুঝা যায়। অন্যূন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতীচ্যসংসর্গে প্রাচ্যে ভীষণ ভাববিপর্য্যাসের ঝড় বহিতেছিল। প্রাচ্য শান্তিবীর, প্রতীচ্য কর্ম্মবীব। প্রাচ্যেব পুরুষার্থ পারলৌকিক, প্রতীচ্যের পুরুষার্থ ঐহিক। প্রাচ্যে ত্যাগ ভক্তি প্রেমই আদর্শ, প্রতীচ্যে ভোগ সুখ স্বচ্ছন্দতাই অভীষ্ট। তাই প্রাচ্যে কি বেদে, কি আভেস্থায়, কি পুরাণে, কি কোরাণে, কি বাইবেলে সুরাসুর-সংগ্রামচ্ছলে ত্যাগভোগের দ্বন্দ্ব ও ত্যাগের জয় নানাছন্দে নানা উপাখ্যানে ঘোষিত। ত্যাগমন্ত্রেই আর্য্য ঋষি ভারতকে দীক্ষিত করিলেন। সেই মন্ত্রেই চাতুর্ব্বর্ণ্য গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচ্যসমাজ ত্যাগমন্ত্র

সংসার ভোগভূমি। জীব ভোগপ্রিয়। ভোগই সংসারে মজ্জাগত। কিন্তু এই ভোগের মধ্যে আবার ত্যাগও আছে। সন্তানের জন্য জননীর ত্যাগ না থাকিলে সংসার চলিত না। ঋষিগণ সমস্ত বুঝিয়া ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় জন্য ভোগেই যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ত্যাগমন্ত্রই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব,

সেই মন্ত্রই ব্রাহ্মণের গৌরব। তাই ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি বিহিত। ত্যাগ বলেই ব্রাহ্মণ—

ব্রাহ্মণ

আদর্শ শিক্ষক, ধর্ম্মের রক্ষক,
প্রেমশান্তিময়, জ্ঞানী, সদাচারী,
ন্যায়ের বিধাতা, দেবেরও দেবতা,
সমাজের নেতা, পরম ভিখারী।

ঐ ত্যাগমন্ত্র গুপ্তির জন্য ক্ষত্রিয়সৃষ্টি—

ক্ষাত্রো ধর্ম্ম শ্রিত ইব তনুং মন্ত্রকোষস্য গুপ্ত্যৈ।

উত্তরচরিতে, ৬ অঙ্কে।

(ত্যাগ) মন্ত্রের ভাণ্ডার (বেদ) রক্ষার জন্যই যেন ক্ষাত্রধর্ম্ম তনুধারণ করিয়াছে।

ক্ষত্রিয়ত্ব পাছে স্বার্থপরত্বে পশুবলে পরিণত হয়, তাই তাহাতে ত্যাগমন্ত্র। রাজন্যগণের পঞ্চকর্ম্ম—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

মনুঃ, ১ অ. ৮৯ শ্লো.।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ক্ষত্রিয়ের এই পঞ্চ কর্ত্তব্য যথা— প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি।

ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয় রাজ্য করিবেন, বিষয় ভোগ করিবেন বটে, কিন্তু বিষয়ে আসক্ত থাকিবেন না। অনাসক্ত

হইয়া কেবল সমাজরক্ষার জন্য রাজদণ্ড ও রাজমুকুট প্রভৃতি লইবেন, নিজসুখের জন্য নহে। এই নিয়মব্যত্যয়ে রাজা-প্রজায় দ্বন্দ্ব, যুদ্ধবিগ্রাদি। সেই কথাই কবি বলিয়াছেন।

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ।
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবম্বিধৈব॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলে, ৫ অঙ্কে।

রাজন্! তুমি নিজসুখে বীতস্পৃহ, কেবল লোককল্যাণ হেতু প্রতিদিন ক্লেশ পাইতেছ। অথবা একথা বলিবার আবশ্যক নাই। ইহাই তোমার বৃত্তি।

এই ত্যাগমন্ত্রে বৈশ্য জীবনও গঠিত। তিনি সমাজেরই মুখাপেক্ষা করিয়া কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, পশুপালন করিবেন, প্রভূতধনোপার্জ্জনে সুখলাভ করিবার জন্য নহে। তিনি দ্রব্যাদি একচেটে করিয়া যথেচ্ছমূল্যনির্দ্ধারণ করতঃ সমাজের রক্তশোষণ করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে সমাজে ধনি-শ্রমজীবিতে বিবাদ, জনকতকের হস্তে ধনসঞ্চয়, সাধারণের দরিদ্রতাদি ও অশান্তি।

বৈশ্য

শূদ্রও এই ত্যাগের মূর্ত্তি। তিনি আত্মবলি দিয়া নিজ শ্রমবলে সমাজের কল্যাণসাধন করিবেন।

শূদ্র

আসিবে কি সেই শূদ্র　বিনীত, কর্ম্মঠ, ভদ্র,
হয়েছিল অভ্যুদয়　শ্রমবলে যার?

কেবল বুদ্ধিতে কার্য্য হয় না, পরিশ্রম চাই। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তিষ্ক, ক্ষত্রিয় হস্ত, বৈশ্য উদর, শূদ্র পদস্বরূপ। সকল অঙ্গ লইয়া দেহ। একাঙ্গ বিকল হইলে সমস্ত শরীরই বিকল হয়। যতদিন প্রাজ্ঞঋষিগণের বিধান মানিয়া আর্য্যসমাজ চলিয়াছিল, ততদিন তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। যতদিন ব্রাহ্মণ ত্যাগী ছিলেন ততদিন মনুর সত্য তেজোময়ী বাণী রক্ষিত হইয়াছে।

সুফল

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥

মনুঃ, ২ অ ২০ শ্লো.।

এই দেশের ত্যাগি-বর্ণশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণের চরিত্র দেখিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতি নিজ নিজ চরিত্র গঠিত করিবে।

যখনই ব্রাহ্মণ ত্যাগ ছাড়িয়া ভোগমন্ত্রসাধনা আরম্ভ করিলেন, তখনই তাঁহার পতন আরম্ভ হইল। তিনি অমৃত-বোধে গরলপান করিলেন।

ভোগ মন্ত্র "অমিয় সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"

তখনই "আপনি মজিলি রাজা লঙ্কামজাইলি" দশা ঘটিল। ক্ষত্রিয়াদিও ত্যাগ ছাড়িলেন। রাজা বুঝিলেন রাজ্য তাঁর সুখের তরে, বৈশ্য ভাবিলেন ব্যবসা তাঁর স্বার্থের জন্য, শূদ্র

ভাবিলেন আমাকে দাস করা হইয়াছে। সমাজে বিপ্লব আসিল।

রামায়ণকাল পর্য্যন্ত আর্য্যসমাজে ত্যাগমন্ত্রের সাধনা দখিতে পাওয়া যায়। কৈকেয়ী বিপরীতমন্ত্রের সাধিকা বটে, কিন্তু তাঁহার স্বার্থপরচরিত্রে রামাদির নিস্বার্থ চরিত্র অত্যুজ্জ্বল। ভাবতে ঐক্যমত তখন আদর্শীভূত। নর ও বানর একতাসূত্রে আবদ্ধ। আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যই নর, দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যই বানর। ঐ বানরেরা তখন আর্য্যসমাজভুক্ত হইতেছেন। বালী, সুগ্রীব, হনুমান্, নল প্রভৃতি দেবগণের বংশধর বলিয়া খ্যাপন করিতেছেন। আর্য্য সূর্য্যবংশীয়গণ রাজচক্রবর্ত্তিসূত্রে বানররাজগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী। বানরগণ আর্য্যদের রীতি নীতি অবলম্বন করিতেছেন। উভয় জাতি মালেয় রাক্ষসজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তাই বনবাসী

ফলাফল

সহায়সম্পত্তিহীন কেবল ধর্ম্মবলে বলী রাম সেই রাজরাজেশ্বর সহায়বান্ কিন্তু অধর্ম্মরোগে জর্জ্জরিত রাবণকে জয় করিয়াছিলেন। মহাভারতের কালে স্বার্থবীজ সমাজে এত বিকীর্ণ যে জ্যেষ্ঠতাতও অনাথ ভ্রাতৃসুতকে প্রবঞ্চনা করিতে উদ্যত। তার পরিণাম ভারত-যুদ্ধ। সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয় সেই কলহাগ্নিতে আহুতি স্বরূপ হইল। ধনুর্ব্বেদ লোপ পাইল। ভারত একপ্রকার নিবীর্য্য হইল। পাণ্ডবগণের অশ্বমেধের অশ্ব ধরিবার ক্ষত্রিয় ভারতে

বহিল না। ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মরাজ্য আসিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ি হইল না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবগণও মহাপ্রস্থান করিলেন। কয়েকপুরুষ পরেই কুরুরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন। অন্তর্বিপ্লবে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারত বিব্রত হইল। বুদ্ধদেব তন্ত্রের ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া ভারতে নবজীবন দানে প্রয়াস পাইলেন। তাঁর শক্তিতে ভারতে নবশক্তি আসিল। তৎফলে শূদ্রের অভ্যুত্থান। কুরু প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষত্রিয়বংশ একরূপ উচ্ছিন্ন করিয়া মগধে মহানন্দ একচ্ছত্রাধিপতি হইলেন। তাঁর বংশধরগণ অতুলৈশ্বর্য্যের অধিকারী। নবকোটীশ্বর নন্দগণও শেষে গৃহবিবাদে কৌটিল্যের কুটনীতে সমূলে উৎপাটিত, চন্দ্রগুপ্ত মগধাসনে প্রতিষ্ঠিত। মৌর্য্যেরা ভারতের মুখোজ্জ্বল করেন। অশোকাদির প্রভাব ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইল। কিন্তু সাম্যবাদের গোড়ায় গলদ। আবার ভারতে স্বার্থপরতায় কলহ উপস্থিত। সেই কলহের বিষময় ফল ইতিহাসে সুব্যক্ত। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর গৌরবরবি অস্তমিত ও মুসলমানগণের ভাগ্যরবি উদিত। মহম্মদিগণও যতদিন ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ততদিন তাঁহাদের প্রভাব অটুট ছিল। তখন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" আবার যখন "ভর পিয়ালা" ভাব জাগিল তখনই ভারতলক্ষ্মী স্বজাতিবৎসল ক্লাইভের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

প্রতীচ্যের স্বার্থপরতা আধুনিক ভারতের স্বার্থপরতায়

ন্যায় নহে। প্রতীচ্যের স্বার্থপরতার মধ্যে জাতীয়তা আছে।

প্রতীচ্যসমাজ

প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ জাতির ঐহিককল্যাণকামনায় জাগরূক। সত্য বটে জাতির মধ্যে ব্যক্তিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজমান, কিন্তু জাতির কল্যাণ জন্য সকলেই আত্মবলি দিতে প্রস্তুত।

যখন প্রতীচ্যের সহিত ভারতের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রতীচ্যের বাহ্যশ্রীবৃদ্ধিদর্শনে প্রতীচ্যের সভ্যতা, প্রতীচ্যের ভাবই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিজিত ভাবতে বিবেচিত হইলে, প্রতীচ্যের ভাবস্রোতঃ প্রাচ্যে প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। ভারত নিজ আদর্শ হারাইয়া অপরের আদর্শ লইতে লোলুপ হইলেন,

উভয় সজ্যর্ষে

কিন্তু সে আদর্শ ধরিতে পারিলেন না। স্বজাতি-প্রেম পরম স্বার্থত্যাগ। তাহাই প্রতীচ্যের ঐহিক উন্নতির সোপান। ভারত ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। কেবল এ দেশের অনুপযোগী কতকগুলি বহিরাচার প্রতীচ্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী গ্রহণ করিলেন। নিজ দেশের নিজ জাতির প্রতি অশ্রদ্ধাবৃদ্ধি ঘটিল, স্বার্থপরতা বাড়িল, অবিভক্ত হিন্দুপরিবার বিভক্ত হইল, সামাজিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িল। স্বজন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজ ভাষা, নিজ ভাব, নিজ পরিচ্ছদ, নিজ খাদ্য, নিজদেশ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া আমরা এক কিম্ভূত কিমাকার জাতি হইলাম।

প্রতীচ্যও ভোগ মন্ত্রের কুহকে ক্রমশঃ অবনত হইতেছে। স্বজাতিপ্রেম ভিন্ন তথায় আর কোন বাঁধন নাই। জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উদ্দাম। এক জাতি নিজ ভোগের জন্য অন্য জাতিকে পদদলিত করিতে সততই উদ্যত। জাতিতে জাতিতে প্রেম নাই। আজ যে শত্রু কাল সে মিত্র, আবার পরশ্ব দিবসে সে শত্রু। এক জাতি বাড়িতেছে অমনি অপর জাতিরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রবল জাতির নাশে বদ্ধপরিকর। স্বকার্য্য সাধিত হইল, আবার মিত্র শক্তির মধ্যে যে ঈর্ষা সেই ঈর্ষা। এ ভাবে কখন সমগ্র পাশ্চাত্যসমাজের উন্নতি হইতে পারে না। ঐ ঈর্ষাই ঐ সমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট। তদ্ধেতু ইউরোপের মহাসমর ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এবং পুনরায় মহাসমরের ও ধ্বংসের সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যগণ! এখনও আপনারা বুঝিয়া দেখুন, ভোগমন্ত্র ত্যাগ করুন। ভগবৎকৃপায় জ্ঞানে ও বুদ্ধিবলে আপনারা পৃথিবীর নেতৃত্বপদ পাইয়াছেন। আপনাদের কর্ত্তব্য পৃথিবীতে প্রেমরাজ্যস্থাপন; সুশাসনের সুবিচারের অছিলায় পরদেশদলন, পরজাতি পীড়ন নহে। নিজ নিজ স্বার্থে বলিদান দিয়া সেই প্রেমরাজ্য আনিতে যত্নবান্ হউন।

প্রতীচ্যের কর্ত্তব্য

এই বিষময় ভোগমন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ খিশুও করিয়া-

ছেন। এই ভোগবিষে মূর্চ্ছিত বর্ত্তমান সমাজে ত্যাগামৃত-সিঞ্চন জন্য আমাদের বামাচরণ অবতীর্ণ হইয়া ভোগের মস্তকে পদাঘাত করতঃ মহাশ্মশানে জীবনযাপনে প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও জ্ঞানের আদর্শছবি দেখাইয়াছেন। ইহাই তাঁর অবতারের বাহ্য প্রয়োজন। ধরাবাসিগণ! তাঁর ত্যাগের, তাঁর প্রেমের, তাঁর ভক্তির আদর্শ দেখিয়া যথাসম্ভব নিজ জীবন গঠিত করুন। ধরাধাম আনন্দধামে পরিণত হউক।

ত্যাগাদর্শ

২। অভিসন্ধি।

———:*:———

কারুণ্যং তে জয় জয় গুরো বাম জীবেষ্বপারম্।
কর্ম্ম জ্ঞানং শ্রুতিষু বিদধৎ কর্ম্মিণাং জ্ঞানিনাং যৎ।
ভক্তিং যোগং সততভজতাং যোগিনাং চ প্রদর্শ্য
তারামার্গং রচয়সি পুনর্যোগভোগাদিভাবং॥

তারাবিদ্যাং পরমগহনাং ব্রহ্মদাং ব্রহ্মরূপাং
বামাচারাং বিগলিতবিধিং স্ফোরিতাং শ্রীবশিষ্ঠে।
মুক্তৈঃ পূর্ব্বৈঃ কুলদগুরুভিঃ সেবিতাং ভক্তিপুষ্টাং
লুপ্তপ্রায়াং কপটকুটিলৈঃ কামুকৈর্নামকৌলৈঃ॥

দৃষ্ট্বা বামো গলিতহৃদয়ো দীনবন্ধুর্দয়ালু-
স্তারামার্গপ্রকটনপরো জীবনিস্তারহেতোঃ।
নিষ্কামোঽপি প্রভুরিহ কলৌ বামতারাবিলাসৈ-
স্তারাবামাত্মকনরবপুঃ কাময়ামাস চিত্রম্ ॥

হে জগদ্‌গুরো শিবসুন্দর বাম! তোমারই জয়। জীবের প্রতি তোমার করুণা অপার। তার নিঃশ্রেয়সার্থ তুমি কত উপায় করিয়াছ। তুমিই হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দিয়াছ। প্রবৃত্তিতে ভোগ, নিবৃত্তিতে যোগ। জীব ভোগী, ভোগ চায়। আবার সে ভোগের বিষময় পরিণাম জ্ঞানবিচারে বুঝিয়া, হে অমৃতময়! তোমাকে জানিতে চায়। তোমার সহিত চিরযোগ চায়। তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু। সকলেরই অভীষ্ট পূর্ণ কর। তাই তুমি বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মির জন্য কর্ম্মের ও জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানের বিধান করিয়াছ। কর্ম্মী কর্ম্মকে, জ্ঞানী জ্ঞানকে মুক্তির দ্বার বিবেচনা করেন। আবার কোন কোন জীব কাম্যকর্ম্মে বা শুষ্ক-জ্ঞানে আনন্দ পান না। তাঁরা তোমাকে জানিতে চান না। তোমার সহিত লীলা করিতে চান। তাঁরাই ভক্ত। তাঁদের জন্য তুমি ভক্তিপথ করিয়াছ। আবার কোন কোন জীব নামসংকীর্ত্তনাদি হৈ হৈ চৈ চৈ ভাল বাসেন না। তাঁরা তোমাকে অন্তরের অন্তরে ধরিয়া রাখিতে চান। মনকে বাহ্য-জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তোমার কোন একরূপে ফেলিয়া

কর্ম্মাদি পথ

একাগ্রভাবনায় সেই ধ্যেয়ে আপনাকে ডুবাইয়া আনন্দ চান। ক্রমশঃ নামরূপস্থূলধ্যেয় অপসারিত করিয়া প্রেম-জ্ঞাননাদাদিসূক্ষ্মভাবধ্যেয়ে উঠিয়া, পরে সমস্ত ভাব-নিরোধে মহাভাবে মহাশূন্যে মিশিয়া যান। সর্ব্বশেষে কৈবল্যের পূর্ণভাবে ব্রহ্মানন্দাধিকারী হন। তাঁরাই পারি-ভাষিক যোগী। তাঁদের জন্য তুমি যোগশাস্ত্রে ধ্যান, ধারণা-ও সমাধির বিধান করিয়াছ। ভিন্নরুচি অনুসারে জীবের হৃদয়ে এই ভোগযোগপক্ষপাতিত্ব শাস্ত্রেও প্রতিবিম্বিত। তাই পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মের, উত্তরমীমাংসা জ্ঞানের, ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিপ্রেমের, যোগশাস্ত্র যোগের উৎকর্ষ খ্যাপনে তৎপর।

রাম! এ সমস্ত শাস্ত্র তোমার প্রেরিতধীবৃত্তির ফল। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-বাদের বিরোধ হিল্লোলে দোলায়িত জীবের জন্য তুমিই, দেব! তন্ত্রাদিতে ঐ সকল বাদের সমন্বয় করিয়াছ। ভোগ ও যোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপাতমাত্র। স্থূল দৃষ্টিতেই ভোগ ত্বদীয়-প্রাপ্তির অন্তরায়, যোগ ত্বদীয়-প্রাপ্তির উপায়। যথার্থতঃ ভোগও তোমার, যোগও তোমার; ভোগও তুমি, যোগও তুমি। তুমি সর্ব্বময়। কি স্থলে, কি জলে, কি অনলে, কি অনিলে, কি আকাশে- -সর্ব্বত্রই তুমি বিরাজমান। তুমিই ক্ষিত্যপ্-তেজোমরুদ্ব্যোমাদি ভোগ্য বস্তু। আবার তুমিই ভোক্তা জীব। ভোগের করণও তুমি। সেই করণ দ্বিবিধ—অন্তঃও

তন্ত্রমার্গ

বাহ্য। বাহ্য আবার পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ভেদে দশধা বিভক্ত। অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—মনঃ, অহঙ্কার, বুদ্ধি। ঐ পঞ্চবিধভোগ্যে মন দিলেও তোমাতে মন দেওয়া হয়; আবার ভোগ্য হইতে অপসারিত করিয়া ভোগকরণে মন দিলেও তোমাতে দেওয়া হয়। সুতরাং ভোগ ও যোগ পৃথক্ নয়। ভোগেই যোগ, আবার যোগেই ভোগ। যে সব জীব এরূপ উন্নত ভাবনা ভাবেন, যাঁরা ভোগ ও যোগ সমান চক্ষে দেখেন, তাঁদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি, দেব! যোগ-ভোগাদি-ভাবাভাবময় অদ্ভুত তন্ত্রমার্গ রচিয়াছ।

সেই তন্ত্রসাধনার উচ্চতমস্তর তারাবিদ্যা। তাহা পরম গহন, গুহ্যাতিগুহ্য। উহার সাধনও দুরূহ। এই বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান। এই বিদ্যাই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপিণী। ঐ বিদ্যাবলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। উহার আচার বাম, অর্থাৎ সংসারের প্রতিকূল, আপাততঃ কদর্য্য; কিন্তু সত্য সত্যই পরমসুন্দর। এই আচারে বিধিনিষেধ নাই, শুচি অশুচি নাই, দিগ্‌দেশকালাদি নিয়ম নাই। হৃদয়বল্লভকে ডাকিতে, প্রাণের প্রাণকে ভালবাসিতে, আপনার হইতে আপনার জনের সহিত মিশিতে আবার কালাকাল কি? উত্তরপূর্ব্বাস্যতা কি? শুচি অশুচি কি?

তারাবিদ্যা

এই উচ্চভাব জীবে মলিন। তাই প্রথম সংযম আবশ্যক। সোপানের চূড়ায় একেবারে উঠা যায় না। তাই কর্ম্মমার্গে বিধিনিষেধ পালন। তাই ভক্তিমার্গে সততস্মরণকীর্ত্তনবন্দনাদি।

তাই যোগমার্গের প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যসত্যাস্তেয় প্রভৃতির ব্যবস্থা। তাই জ্ঞানমার্গেও শমদমতিতিক্ষোপরতিরূপ সাধনচতুষ্টয় বিহিত। কিন্তু চরমবিদ্যা তারাবিদ্যার অনুশীলনে ঐরূপ বিধি নিষেধ থাকিতে পারে না। ঐরূপ বিধিনিষেধাদিপালনে ভাব জাগিলে, তবে তারাবিদ্যার অধিকারী হওয়া যায়। তাই ঐ বিদ্যা বশিষ্ঠাদির ন্যায় সাধকেই স্ফোরিত হইয়াছিল। ঐ বিদ্যা বুঝিতে ঐরূপ ত্রিকালদর্শি-ব্রহ্মর্ষিরও সময় লাগিয়াছিল। তিনিও প্রথমে ভাবিয়াছিলেন শুদ্ধাচারেই তারা পাওয়া যায়। শুদ্ধাচারেই তারামার আরাধনা করেন। কিন্তু বহুতপস্যাতেও তারামাকে পাইলেন না। পরে বামাচারে প্রবৃত্তিনিবৃত্তির অতীত হইয়া তারা-বিদ্যালাভে সিদ্ধ হন।

বামাচার

ঐ বিদ্যাবলে তাঁর পর বহু জীব মুক্ত হইয়াছেন। সেই প্রাচীন মুক্তপুরুষগণই জীবনিস্তার জন্য কৃপাপরবশ হইয়া ঐ বিদ্যা মর্ত্তধামে প্রচারিত করেন। তাঁরাই এই অকূল ভবসাগরে কূলদাতা। প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বই কুল বা গণ—অর্থাৎ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড। ঐ কুলকে বা ব্রহ্মাণ্ডকে ও ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণকে যাঁহারা ছেদন করিয়াছেন তাঁহারাই কুলদ। যাঁহারা ঐ কুলকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন দেখেন তাঁরাই কৌল। তাদৃশ কুলদ গুরুগণের দ্বারা তারাবিদ্যা অতিযত্নে ভক্তিরসে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কালক্রমে সেই কৌলসম্প্রদায় কর্ম্ম-

কপট কৌল

দোষে নিস্তেজ হইলে তন্ত্রসাধকগণ কামের দাস হইলেন। ভোগবাসনায় তাঁদের কুটিলতা আসিল।' সেই কুটিলতার ফলে কপটতা জুটিল। সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া সাধু সাজিয়া মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগার্থই তাহারা তন্ত্রের আশ্রয় লইলেন। এইরূপ ভণ্ড কামুক নামমাত্র কৌলের আচরণে সমাজ কলুষিত এবং তন্ত্র অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িল। তন্ত্রের ইহাতে কোন দোষ নাই। ধর্ম্মের ভানে মদ্যপানের ব্যবস্থা তন্ত্রে নাই। তন্ত্রের মদ আন্তর ও বাহ্য ভেদে দ্বিবিধ। আন্তর মদ তেজস্তত্ত্ব। তাহা আত্মাতে আহুতি দিতে হইবে। বাহ্যমদও শোধন করিয়া সেব্য। তৎপানে মাত্রাদিনিয়ম আছে।

যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃপরম্ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে, ৬ উল্লাসে ১৯৬ শ্লো.।

যে পর্য্যন্ত না দৃষ্টি বিচলিত হয়, মনও চঞ্চল হয়, সেই পর্য্যন্ত পান করিবে। ইহা অধিক পান পশুপান। তাহা শাস্ত্রীয় পান নহে। তাহাতে পতন ও নিরয়।

দুরাশয়তান্ত্রিকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইলে বঙ্গে শ্রীচৈতন্য তন্নিবারণ জন্য অবতীর্ণ হইলেন। বামাচার অতি কঠিন বুঝিয়া তিনি শুদ্ধাচারস্থাপনে যত্নবান্ হইলেন। স্ত্রীলোক লইয়া খেলা সর্প লইয়া খেলার তুল্য। তাই বৃদ্ধ গৌরীমার নিকট গোপনে তণ্ডুলভিক্ষার অপরাধে প্রাণপ্রিয়

ছোট হরিদাসকে শ্রীগৌর বর্জ্জন করিলেন। বৈদিক কর্ম্মও এ কালের উপযোগি নহে। আধুনিকজীবের সে ইচ্ছা, সে শক্তি, সে সুযোগ, সে অবসর নাই দেখিয়া তিনি—

"হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্"

ঝঙ্কার তুলিলেন। কপট-তান্ত্রিকগণের বীভৎসাচরণে এ ঝঙ্কার মলিন হইয়াছিল। নিমাইএর অমিয়কণ্ঠে মধুর প্রেমমাখা নামের ঝঙ্কারে ভারত চকিতপ্রাণে নাম-দীক্ষা লইল। নাম বাহ্য সাধনা, শান্তদাস্য-বাৎসল্যসখ্যকান্তাদি ভাব অন্তঃসাধনা। রামা-নন্দের সহিত প্রভুর কথোপকথনে সাধ্য ও সাধন নির্ণীত। যখন শ্রীমতীর ভাববর্ণনে—

বৈষ্ণব সংস্কার

"না সো রমণো ন হম্ রমণী"

এই অভেদ ভাব রামানন্দ গাহিলেন, তখন প্রভু তাঁর মুখ চাপিলেন। তাৎকালিক সমাজ এ মহাভাবের অধিকারী ছিল না। সমাজসংস্কারক সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার করিবেন। আপামরসাধারণ তাঁর গুহ্যভাবসাধনা ধরিতে পারিতেছে না, ইহা শ্রীচৈতন্যকে তদন্তরঙ্গ ইঙ্গিতে জানাইলেন।

"আউলকে কহিছে বাউল, এ হাটে বিকায় না চাউল।"
মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—
"মাগুর মাছেরঝোল, ঘরযুবতীর কোল, বোল হরিবোল।"

সাধারণ লোকে সূক্ষ্মভাব বা অন্তঃসাধনা না ধরিতে পারে ক্ষতি নাই। তারা বাহ্যসাধন হরিনামই করুক। নামেই সর্ব্বশক্তি দিলাম। তবে ইন্দ্রিয়সংযম চাই। রসনাতৃপ্তির জন্য মৎস্য খায় খাউক, অন্য জীবহত্যা না করে। জননেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য দারগ্রহণ করে করুক, পারদার্য্য না করে ।

শ্রীচৈতন্যের সমাজসংস্কার শাক্ততন্ত্রের প্রতিকূল নহে। উভয় সম্প্রদায় তাহা বুঝিতে না পারায়, ক্বচিৎ শাক্তবৈষ্ণবে বিরোধ ঘটে। নামতত্ত্ব, জাতিবিচারাভাব, শুদ্ধাচার প্রভৃতি কেবল বৈষ্ণবতন্ত্রের নহে, শাক্ততন্ত্রেরও মত। সর্ব্বতন্ত্র একসুরে বাঁধা। তাহাই দেখাইবার জন্য বাম আসিয়াছিলেন। সেই সামঞ্জস্য তারাবিদ্যার বলেই বুঝা যায়। তারাবিদ্যার বিপরিণাম এবং তৎফলে সমাজবিপ্লব ও বিভিন্নতন্ত্রের ভক্তগণের মধ্যে দ্বৈধ দেখিয়া, দয়ালবামের হৃদয় গলিল। দীনবন্ধু জীবগণের নিস্তারহেতু তারাতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্বয়ং নিষ্কাম হইলেও এই কলিযুগে দেহধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কারণ, দেহী জীব তৎসদৃশজীবকেই কতকটা বুঝিতে পারে, বিদেহজীবের বা বিশ্বব্যাপিকা অবাঙ্মনস-গোচরা শ্রীভগবচ্ছক্তি বুঝিতে পারে না। তাই দেহিগণের শিক্ষার জন্য শ্রীভগবান্ দেহিরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলাচ্ছলে শিক্ষা দেন।

বামাবতার

শ্রীবামকে শাস্ত্রে শ্মশানচারী, দিগম্বর, নির্গুণ সন্ন্যাসী বলে। সকলের ত্যাজ্য তাঁর গ্রাহ্য। ভস্মই তাঁর ভূষণ।

দিক্ তাঁর বসন। কালকূটই তাঁর পেয়। তাঁর গৃহিণী তারাও শ্মশানবাসিনী, দিগ্বসনা, সর্ব্বত্যাগিনী, ভীমকান্তা। বাম ও তারার এই ভাব যে কেবল কবিকল্পনা নহে, সাধকের হৃদয়োচ্ছ্বাস নহে, মদিরাঘূর্ণিততান্ত্রিকমস্তিষ্কের বিকারচ্ছবি নহে, তাহার প্রমাণ জন্য সেই তারা ও সেই বাম একাধারে নরলোকে তারাবামলীলা দেখাইয়া, তন্ত্রের গূঢ়মর্ম্মোদ্ঘাটন জন্য অদ্ভুত নরদেহ ধারণ করিলেন এবং নামও লইলেন বামাচরণ।

বৃথা দ্বেষাদ্বেষি

পাঠক! এ আমাদের গোঁড়ামী নহে। বামাচরণের বাহ্যলীলা দেখিলেও ইহা বুঝিবেন তিনি একাধারে তারা-বাম। তাঁর গুহ্যভাবের আভাস পাইলেত কথাই নাই। তাঁর মহিমাঘোষণা করিতেছি বলিয়া ভাবিবেন না যে অন্যান্য মহাপুরুষের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা। কি প্রাচীন, কি মধ্যকালীন, কি আধুনিক, ঋষি মহাপুরুষ সিদ্ধ ও সাধক—সকলেই আমাদের মাথার মণি। তাঁদের দাসানুদাসের পদ পাইলেও আমরা কৃতার্থ। সকলেরি মহিমা ও কৃপা অপার। সকলেই দেবাদি-দেবশ্রীবামের মূর্ত্তি। তাঁদের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি নাই। তবে কেন তৎতদ্ভক্তগণ দ্বেষাদ্বেষি করেন? যিনি যাঁকে আকর্ষণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাতে মজিয়াছেন। তাঁকেই তিনি হৃদয়ারাধ্য করুন, তিনি ভিন্ন তাঁর গতি নাই ভাবুন। কিন্তু অন্যেরও যে তদ্ভিন্ন গতি নাই এ সঙ্কীর্ণ ভাব হৃদয়ে

স্থান না পায়। পথ নানা, গন্তব্য এক। আমরা নররূপিবামের দ্বারা অমরধামে মিশিব। তিনিই আমাদের তারা অর্থাৎ ত্রাতা, তিনিই আমাদের বাম অর্থাৎ পরমসুন্দর। আমরা বলিনা যে তাঁকেই ভজ, না ভজিলে গতি নাই। আমরা জানি যিনি যাঁহাকেই ভজুন না, তিনি দেবাদিদেবকেই ভজিতেছেন ও তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ করিবেন।

৩। ক্ষেত্র

—:*:—

যস্যা মূর্ত্তি-র্নিখিলভুবনাকর্ষিণী রত্নভূষা।
যস্যা ভাষা ভুবি নিরুপমা স্নিগ্ধগম্ভীরশান্তা।
যস্যা ভাবো মধুরসরলোদারধীরপ্রসন্নঃ
যস্যা দৃষ্টির্বিভুপদপরা নৈহিকস্বার্থলগ্না ॥ ১ ॥
যস্যা রোচি-বিকচগগনোদ্ভাসনস্-সৌরভাসো
যস্যা হাসো বিকশিত দিশাবক্ত্র রাকাপ্রকাশঃ।
যস্যাস্-শ্বাসো মৃদুমলয়জামোদবাহপ্রবাহো
যস্যাঃ কণ্ঠো বিজিতমুরলীকোকিলামঞ্জুরাগঃ ॥ ২ ॥
যস্যৈ পাদ্যং বহতি বরুণো নীলসিন্ধূর্ম্মিভঙ্গ্যা
যস্যৈ পুষ্পাঞ্জলিমৃতুবপুঃ পুষ্পধন্বা বিধত্তে।
যস্যৈ শক্রো বিতরতি ঘনৈঃ স্নানপানীয়ধারাং
যস্যৈ সোমো রচয়তি মুদা শস্যনৈবেদ্যজাতম্ ॥ ৩ ॥

যস্যাং চিত্রং জগত উদগাল্লোচনং বেদভানু-
র্যস্যাং মন্ত্রাহুতিজপবলাৎ সত্যধর্ম্মৌ প্রবুদ্ধৌ।
যস্যাং বাণী তনয়নিকরাহ্বানমুগ্ধাবতীর্ণা
যস্যাং বর্ণাশ্রমবিধিগুণৈঃ কোঽপি বদ্ধঃ সমাজঃ ॥৪॥
যাং ভূদেবাশ্-শমদমদয়াপ্রেমকায়া বিনিন্যু-
র্যাং রাজন্যা নয়ধৃতিবলৌদার্য্যরূপা ররক্ষুঃ।
যামূরব্যা বিদধুরলকাং মূর্ত্তবাণিজ্যশিল্পাঃ
যাং ভক্ত্যোপাসত সরলতাকর্ম্মদেহাশ্চ শূদ্রাঃ ॥৫॥
যস্যা লেভে লিপিপরিচয়ং শিক্ষয়া ভূকুমারী
যস্যাশ্‌শব্দাগমমধিজগে শোধনে সা স্ববাচঃ।
যস্যা একপ্রভৃতিগণনং সাঙ্কশাস্ত্রং বিজজ্ঞৌ
যস্যা বার্ত্তাং কৃষিমপি কলাঃ কোমলাস্-সাজহার ॥৬॥
আর্ত্তত্রাণং ব্রতমিতি যয়া শস্ত্রবেদো মমন্থে
দুষ্টানাং সংদমনবিধয়ে ন্যায়দণ্ডো ধৃতশ্চ।
লোকক্ষেমে সুখবিমুখয়া রাজ্যভারো যযাত্তঃ
শাঠ্যস্যৈষা কবচমিতি চালম্বিতা কূটনীতিঃ ॥৭ ॥
যা ছন্দোভির্লঘুগুরুপদৈ নর্ত্তয়ামাস বাণীং
যালঙ্কারৈরতুলসুষমাগারমেনামকার্ষীৎ।
যা তাং ধর্ম্মৈরমরমরয়োস্তোষয়ামাস বৃত্তৈ-
র্যা তাং কুঞ্জে মুহুরমদয়দ্বল্লকীমূর্চ্ছনাভিঃ ॥৮॥

যা ভূগোলে সকলধরণীদেহতত্ত্বং বিচিক্যে
যা তারাণামগণয়দিহ ব্যূহসংস্থাং খগোলে।
যায়ুর্ব্বেদে পরমকরুণাং দর্শয়ামাস জীবে
যা সামুদ্রে বিবৃতিমনয়ৎ ভূতভাব্যং রহস্যম্ ॥৯॥
যা সঞ্চেরে স্থল ইব জলে বীচিমালে বহিত্রৈ-
র্যাকাশেহপ্যুদবিহতগতিঃ পুষ্পকাদ্যৈর্বিমানৈঃ।
যা স্থাপত্যৈরবণিহৃদয়েহস্থাপয়ৎ স্বর্গশোভাং
যেষ্টাপূর্ত্তৈরিহ বিতরণৈরানয়দ্ধর্ম্মরাজ্যম্ ॥১০॥
যা বেদান্তে মরণতরণং দিব্যসেতুং বিতেনে
যা সাঙ্খ্যাদ্যৈর্ব্বিরচিতবতী তত্ত্বহারঞ্চ সূত্রৈঃ।
যা ব্রহ্মাণ্ডং বশমগময়ৎ সিদ্ধিভির্যোগজাভি-
র্যা তন্ত্রৈশ্চাখিলতনুযুষাং নির্ম্মমে ত্রাণমার্গম্ ॥১১॥
তামম্ভোধেরপরকমলামুদ্গতাং বিশ্ববন্দ্যাং
লঙ্কাম্ভোজাহিতপদযুগাং সহ্যনীলাদ্রিজঙ্ঘাম্।
রেবা-গোদা-মুখররশনা-বন্ধ-বিন্ধ্যোন্নিতম্বা-
মার্য্যাবর্ত্তোরসময়সরিদ্ব্রহ্মপুত্রাদিহারাম্ ॥১২॥
তাং মাহেন্দ্রার্ব্বুদকুচযুগাং সিন্ধযক্ষাঙ্গনাস্যাং
সিন্ধুপ্রাগ্জ্যোতিষবরভুজামুত্তরাখণ্ডঘোণাম্।
নেপালশ্রীবিজয়তিলকাং ভোটকাশ্মীরকর্ণাং
নীহারাচ্ছস্ফটিকমুকুটাশ্লিষ্টশৈলেন্দ্রভালাম্ ॥১৩॥

তাং চ স্বায়ম্ভুবগণমুখব্রহ্মসিদ্ধর্ষিজুষ্টাং
গর্গাত্রেয়াঙ্গিরসকপিলব্যাসবাল্মীকিধাত্রীম্।
মান্ধাত্রৌশীনরপুরুপৃথাসূনুদেবব্রতাম্বাং
বৌদ্ধাহিংসাগলিতহৃদয়াং শঙ্করজ্ঞানদীপ্তাম্ ॥১৪॥
তাং ব্রহ্মজ্ঞাং সমুপহসিতেন্দ্রত্বভোগাং বরেণ্যাং
লীলাভূমিং চিরপরিচিতাং রামকৃষ্ণাবতারাম্।
কালেনাস্তংগমিতমহিমাংভ্রষ্টলক্ষ্যাং বরাকীং
ত্রাতুং ভূয়শ্চরণরজসা ভারতীং ভূতধাত্রীম্ ॥১৫॥
বঙ্গে তত্রাগমনিগময়োর্বিশ্রুতে ধাম্নি পুণ্যে
শ্রীগৌরাঙ্গোচ্ছলিতবিমলপ্রেমপূরৌঘপূতে।
বক্রেশাদিস্বতনুনিলয়ে বীরভূমৌ স্বপীঠে
তারাবামাভিনবনটনং বাম ঐষীৎ শ্মশানে ॥১৬॥

যাঁব রত্নভূষিতা মূর্ত্তি নিখিলভুবনকে চিবকাল আকর্ষণ করিতেছে, যাঁব স্নিগ্ধ গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাষা ভুবনে নিরুপমা, যাঁব ভাব মধুর সরল উদাব ধীব ও প্রসন্ন, যাঁব দৃষ্টি সেই পরাৎপরের শ্রীচবণপবায়ণা, ঐহিক স্বার্থে লগ্না নহে। ১।

(অন্যত্র দুর্লভা) বিমলগগনোদ্ভাসিনী সৌরভাতি যাঁর কান্তি, দিগ্বধুমুখরঞ্জন-পূর্ণচন্দ্র-প্রকাশই যাঁর হাস্য, মৃদুল মলয়চন্দনামোদিত পবনহিল্লোলই যাঁর শ্বাসানিল, মুরলী-বিজয়িনী-কোকিলার মোহন রাগই যাঁর কণ্ঠস্বর। ২।

বরুণদেব নীলসিন্ধুতরঙ্গচ্ছলে যাঁর জন্য পাদ্য রাখিয়াছেন, পুষ্পধন্বা (অনঙ্গ) ঋতুরূপদেহ ধরিয়া যাঁর জন্য পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, দেবরাজ মেঘ দ্বারা যাঁর জন্য স্নান-পানীয় ধারা বিতরণ করিতেছেন, এবং চন্দ্র সানন্দে যাঁর জন্য শস্য-নৈবেদ্য আহরণ করিতেছেন। ৩।

ভারত

যাঁর (আলয়ে) জগতের বিচিত্রনয়নভূত সেই বেদরূপ ভানু উদিত, যাঁর (আলয়ে) মন্ত্রহোমজপবলে সত্য এবং ধর্ম্ম জাগ্রত, যাঁর (আলয়ে) তনয়গণের আহ্বানে মোহিত হইয়া স্বয়ং বাণী অবতীর্ণ হন, যাঁর (আলয়ে)বর্ণাশ্রম- বিধিরূপ-রজ্জু দ্বারা অদ্ভুত সমাজ বদ্ধ হইয়াছে। ৪।

যাঁকে শমদমদয়াপ্রেমাবতার বিপ্রগণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাঁকে নয়ধৈর্য্যবলৌদার্য্যবিগ্রহ রাজন্যগণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁকে শিল্পবাণিজ্যমূর্ত্তি বৈশ্যগণ অলকাতুল্য করেন, যাঁকে সরলতা ও কর্ম্মের শরীররূপ শূদ্রগণ, ভক্তিভরে উপাসনা করিয়াছিলেন। ৫।

যাঁর নিকট পৃথিবীরূপ বালিকা শিক্ষাশাস্ত্রে লিপিপরিচয় পাইয়াছেন, যাঁর নিকট তিনি নিজ বাক্যশুদ্ধির জন্য শব্দ-শাস্ত্র শিখেন, যাঁর নিকট তিনি এক হইতে গণনা শিখিয়া সমস্ত অঙ্কশাস্ত্র বিজ্ঞাত হন, যাঁর নিকট তিনি কৃষি বার্ত্তা ও কোমল কলা গ্রহণ করেন। ৬।

যৎকর্ত্তৃক আর্ত্তত্রাণরূপব্রতের জন্য ধনুর্ব্বেদ মথিত হয় এবং দুষ্টগণের দমনমানসে ন্যায়দণ্ড ধৃত হইয়াছে, সমাজের

কল্যাণার্থই নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যৎকর্ত্তৃক রাজ্যশাসন-ভার গৃহীত হয় এবং ইহাই শাঠ্যের কবচ এই বোধে কূটনীতি যৎকর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়। ৭।

যিনি লঘুগুরুপদচ্ছন্দে তালে তালে বাণীকে নাচাইয়া-ছেন, যিনি শব্দার্থালঙ্কারে তাঁকে অতুলসুষমার আগার করিয়াছেন, যিনি পুরাণের নানাবিধ ধর্ম্মসঙ্গত সুরাসুরনরের উপাখ্যানে তাঁর মনোরঞ্জন করিয়াছেন, যিনি তাঁকে বারবার (কাব্য) কুঞ্জে বীণার মূর্চ্ছনায় উন্মাদিত করিয়াছেন। ৮।

যিনি ভূগোলে সমস্ত ধরণীর দেহতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া-ছেন, যিনি মর্ত্তধামে থাকিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রবলে গগনে তারাচক্রের সংস্থান গণিয়াছেন, যিনি আয়ুর্ব্বেদে জীবের প্রতি পরমকরুণা প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি সামুদ্রিকশাস্ত্রে ভূতভবিষ্যৎ রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন।। ৯।

যিনি নৌযান দ্বারা তরঙ্গমালাকুল সলিলে স্থলের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছিলেন, যিনি পুষ্পকাদিবিমানসাহায্যে আকাশেও অবিহতগতি ছিলেন, যিনি স্থাপত্যবিদ্যার ফলে পৃথিবীর বক্ষে স্বর্গের শোভা স্থাপিত করেন, যিনি ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানবলে এখানে ধর্ম্মরাজ্য আনিয়াছিলেন। ১০।

যিনি বেদান্তে মৃত্যুতারণদিব্যসেতু বিস্তার করিয়াছেন, যিনি সাঙ্খ্যাদিসূত্রে তত্ত্বহার গাঁথিয়াছেন, যিনি যোগজসিদ্ধি-বলে ব্রহ্মাণ্ড বশে আনিয়াছিলেন, যিনি তন্ত্রে সকল জীবের ত্রাণপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১১।

সেই সাগর হইতে দ্বিতীয়কমলার ন্যায় উদ্‌গতা, সেই বিশ্বের বন্দনীয়া, লঙ্কারূপকমলে বিন্যস্তচরণা, সহ্যনীলাদ্রিরূপজঙ্ঘা-শালিনী, রেবাগোদাবরীরূপমুখরমেখলামালিনী, বিন্ধ্যরূপতুঙ্গ-নিতম্ববতী, আর্য্যাবর্ত্তরূপবক্ষঃস্থলে গঙ্গাব্রহ্মপুত্রাদিরূপহারে ভূষিতা। ১২।

সেই মহেন্দ্রার্ব্বুদ পর্ব্বতদ্বয়রূপ-স্তনদ্বয়যুতা, সিদ্ধযক্ষ-গণবিহারভূমিরূপবদনমণ্ডলা, সিন্ধুপ্রাগ্‌জ্যোতিষরূপশ্রেষ্ঠভুজ-শালিনী, উত্তরাখণ্ডরূপনাসা, নেপালরূপশ্রীবিজয়তিলকধারিণী, ভোটকাশ্মীররূপশ্রবণযুগলা, হিমাচলভালে নীহাররূপস্বচ্ছ-স্ফটিকমুকুটান্বিতা। ১৩।

সেই স্বায়ম্ভুবমন্বত্রিপ্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধর্ষি কর্ত্তৃক সেবিতা, গর্গ আত্রেয় আঙ্গিরস কপিল ব্যাসও বাল্মীকির ধাত্রী, মান্ধাতৃ শিনি পুরু কৌন্তেয় ও ভীষ্মের জননী, বুদ্ধদেবের অহিংসাবাদে বিগলিতহৃদয়া, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানে সমুজ্জ্বলা। ১৪।

সেই বরেণ্যা, ব্রহ্মজ্ঞা, তৃণীকৃতেন্দ্রত্বাদিভোগসুখা, চির পরিচিতা লীলাভূমি, যথায় রাম কৃষ্ণাদি অবতীর্ণ, সেই কালক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্টা (তাই) বিলুপ্তগৌরবা দীনা ভারতী ভূত-ধাত্রীকেআবার শ্রীচরণধুলিতে ত্রাণ করিবার জন্য।১৫।

লীলাভূমি

তাহারই অংশীভূত এই আগমনিগমের প্রসিদ্ধ পুণ্যধাম, শ্রীগৌরাঙ্গরূপ-সিন্ধূচ্ছলিত-বিমলপ্রেমতরঙ্গপূত বঙ্গদেশে, বক্র-নাথাদিনিজমূর্ত্তির আলয় বীরভুমে, নিজ (তারা) পীঠে শ্মশানে তারাবামময় অভিনব লীলা দেখাইতে শ্রীবাম ইচ্ছা করিলেন।

৪। তারাপীঠ—

——:০:——

বশিষ্ঠাদেস্-সিদ্ধিপীঠস্তারাপীঠো বিমুক্তিদঃ।
তারা শিলাময়ী যত্র চীনাচারেণ পূজ্যতে ॥

বশিষ্ঠাদিমহাপুরুষগণের সিদ্ধির পীঠ তারাপীঠ মোক্ষদায়ক স্থান। সেখানে (বশিষ্ঠারাধিতা) শিলাময়ী তারা চীনাচারে পূজিত হন।

তন্ত্রে তারাপীঠের মহিমা উদ্ঘোষিত। ইহা তারাপন্থিদের সিদ্ধিস্থান। তারা অষ্টবিধা। তদ্যথা মায়াতন্ত্রে—

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা সরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা ॥

তারা, উগ্রতারা, মহোগ্রতারা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী—এই অষ্ট তারিণী। ভদ্রকালীর পরিবর্ত্তে কোন কোন তন্ত্রে চামুণ্ডা নাম পাওয়া যায়। তারা স্বয়ং দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া।

তারা

এই অষ্টতারার অষ্ট পীঠ। বশিষ্ঠ, ভৃগু, দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মহর্ষিগণ তারাবিদ্যায় সিদ্ধ। যে যে অষ্ট ক্ষেত্রে সাধকগণের নিকট তারা প্রকাশ পাইয়াছেন, সেই সেই সিদ্ধিক্ষেত্র তারার বাহ্য পীঠ। সুষুম্নায় অষ্ট চক্র অষ্ট তারার গুহ্যপীঠ। এক একটী চক্রে এক একটী তারার

অষ্টপীঠ

স্থূল মুর্ত্তি ধ্যেয়া। অষ্ট তারার সূক্ষ্ম ভাবময়ী অষ্ট মুর্ত্তিও আছে। তাহার প্রধানপীঠ মনঃ। কিন্তু তত্তদ্ভাবমূর্ত্তিধ্যানে সহস্রারের যে যে অষ্টচক্র স্পন্দিত হয়, সেই সেই ভাবমূর্ত্তির সেই সেই চক্র গৌণপীঠ। ভাবাতীতা তারা পরা, অবাঙ্‌মনসগোচরা।

বশিষ্ঠ

বীরভুমের অন্তর্গত তারাপীঠ বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধিক্ষেত্র। ইহা সিদ্ধপীঠ, বিখ্যাত একপঞ্চাশৎপীঠের অন্তর্গত নহে। বশিষ্ঠদেব উগ্রতারার সাধনায় এই ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। এজন্য এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী উগ্রতারা। এই বশিষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া তন্ত্রে পরিচিত। কিন্তু "তারা" নামক পুস্তিকাকার তাঁকে তারাপীঠের চন্দ্রচূড় রাজার পত্নী তারাবতীর সখী হারাবতীর গর্ভজাত কুবুদ্ধ নামক স্থানীয় যোগীব ঔরসোৎপন্ন বলিয়াছেন। ঐরূপ উক্তির প্রমাণ দেন নাই। "বামাক্ষ্যাপা" প্রণেতা "তারা" লেখকের অনুকরণে ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠকে মারিয়া উক্ত হারাবতীকে দাসী সাজাইয়া তার গর্ভে কুবুদ্ধের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করাইয়াছেন। ইহা তন্ত্রবিরুদ্ধ অদ্ভুতোক্তি।

বশিষ্ঠের তারাসাধনার আখ্যায়িকা মহাচীনাচারক্রমে এইরূপ বিবৃত।—

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ বশিষ্ঠঃ স্থিরসংযমঃ।
তারামারাধয়ামাস পুরা নীলাচলে মুনিঃ॥
জপন্ সন্তারিণীং বিদ্যাং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।

* * *

নানুগ্রহং চকারাসৌ তারা সংসারতারিণী ॥
অথাসৌ পিতরং গত্বা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিণম।
কোপেন জ্বলিতো বিদ্বান্ উবাচ পিতুরন্তিকে ॥

*　　*　　*　　*

ব্রহ্মোবাচ—

বশিষ্ঠ গচ্ছ পুত্র ত্বং পুনর্নীলাচলং প্রতি।
তত্র স্থিতো মহাদেবীমারাধয় মহাব্রত ॥

*　　*　　*　　*

তত্র গত্বা মুনিবরঃ পূজাসংভারতৎপরঃ।
আরাধয়ৎ মহামায়াং বসিষ্ঠোহপি জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

*　　*　　*　　*

তারাসাধনায় বৈকল্য

তথাপি তৎপ্রতি প্রীতা যথা নাভূৎ মহেশ্বরী

*　　*　　*　　*

তদা জলং সমাদায় তাং শপ্তুমুপচক্রমে ॥

*　　*　　*　　*

ততো দেবী মহামায়া তারিণী সর্ব্বসিদ্ধিদা।
উবাচ সাধকশ্রেষ্ঠং বশিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্ ॥
রোষেণ দারুণমনাঃ কথং মামশপদ্ভবান্।
ময়ি আরাধনাচারং বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ ॥
এক এব বিজানাতি নান্যঃ কশ্চন তত্ত্বতঃ।

*　　*　　*　　*

উদ্বোধরূপিণো বিষ্ণোঃ সন্নিধিং যাহি সম্প্রতি ॥

তেনোপদিষ্টমার্গেণ সমারাধয় সুব্রত।
তদৈব সুপ্রসন্নাহং ত্বয়ি যাস্যাম্যসংশয়ম্ ॥

ইতি প্রথমপটলে

ততঃ প্রণম্য তাং দেবীং বসিষ্ঠোঽসৌ মহামুনিঃ।
জগামাচারবিজ্ঞানবাঞ্ছয়া বুদ্ধরূপিণম্ ॥
ততো গত্বা মহাচীনে দেশে জ্ঞানময়ো মুনিঃ।
দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে লোকেশ্বরমুমাপতিম্ ॥
রণজ্জঘনরাবেণ রূপযৌবনশালিনা।
মদিরামোদচিত্তেন বিলাসোল্লসিতেন চ ॥
শৃঙ্গারপরিবেষেণ জগন্মোহনকারিণা।
ভয়লজ্জাবিহীনেন দেবীধ্যানপরেণ চ ॥
কামিনীনাং সহস্রেণ পরিবারিতমীশ্বরম্।
মদিরাপানসংসক্তং মদমন্থরলোচনম্ ॥

চীনাচারী বুদ্ধ বিষ্ণু

দূরাদেব বিলোক্যৈনং বশিষ্ঠো বুদ্ধরূপিণম্।
বিস্ময়েন মদাবিষ্টো স্মরন্ সংসারতারিণীম্ ॥
কিমিদং ক্রিয়তে কর্ম্ম বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
দেবদেব বিরুদ্ধোঽয়মাচারঃ সম্মতো ময়া ॥
ইতি চিন্তয়তস্তস্য বসিষ্ঠস্য মহামুনেঃ।
আকাশবাণী প্রাহাশু এবং চিন্তয় সুব্রত ॥
আচারঃ পরমার্থোঽয়ং তারিণীসাধনে মুনে।
এতদ্বিরুদ্ধাচারস্য মতে নাসৌ প্রসীদতি ॥

যদি তস্যাঃ প্রসাদং ত্বমচিরেণাভিবাঞ্ছসি।
এতেন চীনাচারেণ তদা তাং ভজ সুব্রত ॥
আকাশবাণীমাকর্ণ্য রোমাঞ্চিতকলেবরঃ।
বশিষ্ঠো দণ্ডবদ্ভূমৌ পপাতোঽতীবহর্ষিতঃ ॥
ততু উত্থায় প্রণম্যাসৌ কৃতাঞ্জলিপুটো মুনিঃ।
জগাম বিষ্ণুসমীপং বুদ্ধরূপস্য পার্ব্বতি ॥
অথাসৌ তং সমালোক্য মদিরামোদবিহ্বলঃ।
প্রাহ বুদ্ধঃ প্রসন্নাত্মা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥
অথ বুদ্ধং প্রণম্যাহ ভক্তিনম্রো মহামুনিঃ।
তদুক্তং তারিণাদেব্যাঃ নিজারাধনহেতবে ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বুদ্ধস্তত্ত্বজ্ঞানময়ো হরিঃ।
বশিষ্ঠং প্রাহ সুজ্ঞানশ্চীনাচারাধিকারবান্ ॥
অপ্রকাশ্যোঽয়মাচারস্তারিণ্যাঃ সর্ব্বদা মুনে।
তব ভক্তিবশাদস্মি প্রকাশামীহ তৎপরঃ ॥

ইতি দ্বিতীয় পটলে

সারার্থ—নীলাচলে কামাখ্যামণ্ডলে ব্রহ্মার (মানস) পুত্র বশিষ্ঠদেব শুদ্ধাচারে বহুকাল তারাদেবীর সাধনা করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না। পিতার নিকট আসিয়া তিনি খেদ করিলে, পিতা তাঁহাকে নীলাচলে গিয়া তারা-সাধনায় ব্রতী হইতে বলিলেন। তদনুসারে বশিষ্ঠ পুনরায় শুদ্ধাচারে নীলাচলে বহুবর্ষ মার সাধনা করিলেন। তাহাতেও

সিদ্ধি পাইলেন না। তখন তিনি ক্রোধভরে তারামন্ত্রে অভিশাপ দিলেন যে ঐ মন্ত্রে কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। তখন তারার এই বাণী বশিষ্ঠের কর্ণ গোচর হইল—"আমার উপাসনার আচার বিদিত না থাকায় সিদ্ধি পাও নাই। আচার শিক্ষার জন্য মহাচীনে যাও। তথায় বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন শিক্ষা দিবেন।" বশিষ্ঠ হিমালয়পৃষ্ঠে মহাচীনে গমন করিয়া দেখিলেন যে একজন পুরুষ পানাসক্ত মদমন্থর-লোচন এবং মদিরামোদচিত্ত-বিলাসোল্লেসিত-কামিনী-সহস্রে-পরিবৃত রহিয়াছেন। এই দৃশ্যে বিস্মিত হইয়া বশিষ্ঠ তারামাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন "এ কি কার্য্য করিতেছেন।" বীভৎস্যবোধে তাঁর হৃদয় যখন দোলায়িত, তখন আকাশ বাণী হইল যে "হে সুব্রত মুনে! তারাসাধনের এই আচার। ইহাই চীনাচার। ইহার বিরুদ্ধাচারে তারা প্রসন্না হন না।" তখন তিনি ভুমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ পুরুষের নিকট গেলেন। সেই মদিরামোদ বিহ্বল বুদ্ধ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—"কেন তুমি এখানে আসিয়াছ।" তখন বুদ্ধকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া মুনিবর তারার আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন। তত্ত্বজ্ঞানময় চীনাচারে অধিকারী হরি তখন তাঁকে চীনাচার শিক্ষা দিলেন। ঐ আচার যার তার নিকট প্রকাশ্য নহে।

তন্ত্রমতে তারাই ব্রহ্ম, তারাই জগৎ।' তারা নির্গুণা,

সগুণা; নিরাকারা, সাকারা, দ্রবীভূতা, দ্বন্দ্বাতীতা, সর্ব্বভাবময়ী, সর্ব্বভাবাতীতা। শুচি, অশুচি, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম, অকর্ম্ম—সকল ভাবেই তারা বিরাজমান। তাঁকে শুচিভাবেই পাওয়া যায়, অশুচি ভাবে পাওয়া যায় না—ইহা ক্ষুদ্র বুদ্ধি। এই সঙ্কোচভাব থাকিতে সেই অনন্ততারার অনন্ত ছবি হৃদয়ে জাগে না। আতপতণ্ডুল, ফলমূল প্রভৃতি শুদ্ধদ্রব্যও তাঁর, মদ্যাদি অশুদ্ধ দ্রব্যও তাঁর। তাঁর পূজা তাঁরই দ্রব্য। সুতরাং সে পূজায় শুদ্ধ দ্রব্য আবশ্যক, অশুদ্ধ দ্রব্য চলিবে না—এ সঙ্কীর্ণতা। শুচি ও অশুচি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান অপসৃত করিয়া সাধনাই সাধন। প্রথম অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য শুচিভাবগ্রহণ আবশ্যক। চিত্ত শুদ্ধ হইলে দুইই সমান।

ব্যাখ্যা

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

কালীকল্পতরুমূলে আয় মন বেড়াতে যাবি
(তথা) ধর্ম্মঅর্থ কামমোক্ষ চারিফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা অজা ধৈর্য্যখোটায় বেঁধে থুবি
না মানে নিষেধ তবে জ্ঞানখড়্গে তায় বলি দিবি।
কুমতি সুমতি জায়া দিব্যখাটে শোয়াইবি।
যখন দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামামাকে পাবি।

রামপ্রসাদ

প্রসাদ বলে এমন হলে মন কালের হাত এড়াইবি
তখন বাপধন বাপের ঠাকুর বাপু বাঁছা হয়ে রবি।

গীতাতেও এই কথা—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭অ. ১২শ্লো.

অর্জ্জুন! জানিও যে যে সব সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে তারা আমা হইতে উদ্ভূত। আমি সে সকলে নাই, তারা আমাতেই আছে। ঠাকুর বলিতেছেন যে মনস্তত্ব যখন আমার তখন সমস্ত মানসিকভাবও আমার। আমি তাদেব অধীন নহি, তারাই আমার অধীন। তারা আমাতে পদ্ম-পত্রে জলের ন্যায় বিদ্যমান। আমি নিত্যনির্ম্মল, তাদেব কালুষ্যে আমার কালুষ্য হইতে পারে না।

বুদ্ধরূপিজনার্দ্দনের শিক্ষায় বশিষ্ঠের ভ্রমনিরাস হইল। তিনি শুচি অশুচি সমান করিয়া কোন তন্ত্রমতে কামাখ্যাপীঠে অন্যমতে তারাপীঠে মহাশ্মশানে শাল্মলী-তরুতলে তারা-সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তারা মা সাকারা ও নিরাকারা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় তিনি মার তন্ত্রোক্ত কোন বিশিষ্ট-মূর্ত্তি স্থাপিত না করিয়া প্রতীকস্বরূপ একখানি শিলার পূজা করেন

তারাপীঠং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা।

*   *   *   *

বশিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী।"

তারারহস্যে।

তারাপীঠ মহাপীঠ, তথায় সযত্নে যাইবে * * * এখানে বশিষ্ঠের আরাধিতা তারা আছেন, সে তারা শিলাময়ী। ঐ শিলাখানিকে পাণ্ডারা ব্রহ্মশিলা বলেন।

তারাশিলা

তদগাত্রে একটী শয়াননারী ও তৎক্রোড়ে একটী স্তন্যপায়ী শিশু অঙ্কিত। তারার ধ্যানে আছে—

দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।

* *

বামে শিবস্বরূপং তং কল্পিতং বৎস্যরূপকম্॥

দেবীকে দ্বিভুজা সর্পময়যজ্ঞোপবীতে ভূষিতা * * * এবং তাঁর বামক্রোড়ে সাক্ষাৎ শিব বৎস্যরূপে কল্পিত চিন্তা করিবে।

পুরোহিত দক্ষিণ মুখে বসিয়া ঐ শিলাখানির পূজা করেন। ভোগ আতপতণ্ডুলের; কিন্তু মৎস্য, মাংস ও

চীনাচার

কারণ চাই! দিগ্‌দেশ কালাকাল শুচি অশুচির নিয়ম নাই। আর বিশেষত্ব যে শ্যামায় শ্যামেরও পর্ব্ব হয়।

৫। পূজাপ্রচার।

——:*:— —

পূজাং প্রচারয়ামাস জয়দত্তো বণিগ্বরঃ।
তারায়াঃ কৃপয়া তত্র পশ্যন্নুজ্জীবিতং সুতম্॥

সেই পীঠে তারার কৃপায় পুত্রকে উজ্জীবিত দেখিয়া বণিগ্বর জয়দত্ত পূজা প্রচারিত করিয়াছিলেন।

তারাপীঠে তারামার প্রকাশ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে বশিষ্ঠের বহুকাল পরে জয়দত্ত নামক বণিক্ বাণিজ্যের জন্য দ্বারকা নদী বাহিয়া যাইতে ছিলেন। পথে তাঁর পুত্র মারা যায়। তারাপীঠে পৌঁছিলে তারা মার মায়ায় পণ্যসমূহও ভস্মীভূত হয়। সদাগর কাঁদিয়া আকুল। তারা মা অবোধ-জীবের চৈতন্য জন্য সময়ে সময়ে বিপৎ দেন, আবার সেই বিপৎ হইতে উদ্ধার করেন। তাঁর কৃপায় সদাগর পণ্য পাইলেন। সদাগরের পরিচারক কোটা মৎস্য শ্মশানের সন্নিহিত কুণ্ডে ধুইতে গেলে, মৎস্যগুলি জলস্পর্শে জীবিত হয়। এই সংবাদ পাইয়া জয়দত্ত মৃতপুত্রদেহ ঐ কুণ্ডে ভাসাইলেন। পুত্র পুনরুজ্জীবিত হইল। বণিক্ তারামার মহিমাদর্শনে ভক্তিভরে মার পূজার ব্যবস্থা করিলেন। প্রবাদ নিম্নলিখিত ছড়ায় রক্ষিত।

কোথা হইতে সদাগর বাণিজ্যে আইল।
সাত ডিঙ্গা ধন সাধু সাজাইয়া লইল॥
কোন নায়ে ছিল তাড়া মাণিকমুকুতা।
কোন নায়ে ছিল তাড়া রেশমের সূতা॥
কোন নায়ে ছিল তাড়া চামর চন্দন।
কোন নায়ে ছিল তাড়া রজত কাঞ্চন॥
কোন নায়ে ছিল তাড়া শঙ্খমনোহর।
কোন নায়ে ছিল তাড়া ফটিক পাথর॥

এ সকল দ্রব্য সাধু তুলে নিল নায়।
হেন কালে সদাগরের পুত্র মরে যায়॥
পুত্র শোকে সদাগর হৃদয় জর্জ্জর।
সাধু ম'ল শব্দ গেল গ্রামের ভিতর॥
পুত্রনাশ।
গ্রামের যতেক লোক দেখিবারে ধায়।
অশেষ বিশেষ কথা সাধুরে বুঝায়॥
তোমা হতে পুত্র সাধু তোমা হতে ধন।
মিছে মায়া কর সাধু শোক অকারণ॥
বুঝিয়ে না বোঝে সাধু শোকেতে কাতর।
অমনি পড়িয়া রহে নৌকার ভিতব॥
কাণ্ডারে ডাকিয়া বলে বণিক বচন।
ঘৃতে ভাজি রাখ পুত্রে করিয়ে যতন॥
আগেতে দেখাব পুত্র ইহার জননী।
পশ্চাতে ফেলাব পুত্র গঙ্গার তটিনী॥
গ্রামের যতেক লোক গ্রামে চলে যায়।
পুত্র শোকে সদাগর অচেতন প্রায়॥
দিগম্বরী রূপে তারা সাধুরে সুধান।
কোথা তব বাড়ী ঘর কি তোমার নাম॥
কি তাড়া ভরিয়ে যাও নৌকার ভিতর।
পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হইয়ে কাতর॥

মৃত প্রায় ছিল সাধু করিল উত্তর।
ছাই তাড়া ভরে যাই নৌকার ভিতর॥

ধননাশ

এত শুনি মহামায়া রোষান্বিত হয়।
নৌকায় যতেক ধন ছাই হয়ে যায়॥

অন্যরূপে এসে মাতা সাধুরে সুধান।
কোথা তব বাড়ী ঘর কি তোমার নাম॥
মৃতপ্রায় দেখি তব মলিন বদন।
অবনি লুটায়ে আছ কিসের কারণ॥
এত বাক্য শুনি সাধু চেতন পাইল।
জোড় হস্ত করি সাধু কহিতে লাগিল॥
এ দেশে বসতি নয় বহু দূরে ঘর।
পুত্র ধন লয়ে এলাম নৌকার ভিতর॥
পুত্র গেল, ধন গেল সব হল ছাই।
কোন দেবতা ছলে মোরে বুঝা নাহি যায়॥
নিশাভাগে স্বপ্নযোগে আসিয়া নিকটে।
উপনীত হন মাতা দ্বারকার তটে॥

তারার কৃপা।

দেবী বলে সাধু তুমি না হও কাতর।
যত ধন গেছে সাধু পাইবে সত্বর॥

প্রভাতে তরণী দেখি পরিপূর্ণ ধন।
নিশ্চয় হইল সত্য দেবীর বচন।

এই গ্রামে উত্তরিয়ে দুখ পেলাম অতি।
গ্রামের নাম হল পাপপড়া খেওয়াতি॥
কাণ্ডারে ডাকিয়ে বলে শুনরে বচন।
এ ধার হইতে ডিঙ্গা লহত এখন।
ও ধারে করিব গিয়ে স্নানাদি তর্পণ॥
দাঁড় বাহি নৌকা লয়ে নদীপার হল।
তারাপুরের ঘাটে এসে উপনীত হল॥
লোহার শিকলে নৌকা শিমুল গাছেতে।
বাঁধি সাধু যায় স্নান তর্পণ করিতে॥
কেহ স্নান করে কেহ মৎস্য ধর্ত্তে গেল।
রাঘা বাটীর বিলে যোল মৎস্য পেল॥
মৎস্য কুটি ধুতে যায় জীবৎকুণ্ডজলে।
কাটা মৎস্য জোড়া লাগি পলায় সকলে॥
সাধু বলে হেন বাক্য কভু সত্য নয়।
মৃত পুত্র বাঁচে যদি তবে জানি হয়॥
মৃত পুত্র ফেলে দিল সে কুণ্ডের জলে।
মৃত পুত্র বেঁচে উঠে তারা তারা বলে॥
পুত্র দেখে সদাগর হৃদয়ে উল্লাস।
তারা নামে কেবা আছে হওত প্রকাশ॥
প্রকাশ হইয়ে মাতা কহে সদাগরে।
মন্দির বানায়ে দাও দ্বারকারি তীরে॥

পুত্র
জীবিত।

তখন ফেলাল সাধু একলক্ষ তঙ্কা।
আরো কত কৈল ছলে নাহি তার সংখ্যা॥

পূজাব্যবস্থা।

একচিত্ত জয়দত্ত হয়ে একমন।
ভক্তি ভাবে পূজা করে তারার চরণ॥
এইরূপে পুত্র পায় তারার কৃপায়।
এই [illegible] হলো [illegible] বন্দনা [illegible] সময়॥

এই জয়দত্ত কবে কোন্ গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন তাহা প্রবাদে উল্লেখ নাই। প্রবাদের পরিপোষক প্রমাণও নাই।

প্রবাদের মূল

পাঠক! ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুন, না হয় না করুন। দেবতাদের পূজা পাইবার সাধসম্বন্ধে বাঙ্গলায় বহু প্রবাদ প্রচলিত। মনসাপূজাপ্রচারের প্রবাদ কেতকা দাসের, ধর্ম্মপূজাপ্রচারের প্রবাদ ঘনরামের, চণ্ডীপূজা-প্রচারের প্রবাদ মুকুন্দরামের অমর লেখনীতে রক্ষিত। তারা-পূজাপ্রচারের কথার অদৃষ্টে সেরূপ কোন কবি জুটে নাই। প্রবাদ কিন্তু প্রাচীন। তারাপীঠে পাণ্ডাদের ২৫।৩০ পুরুষ বাস। আবহমানকাল তাহাদের মধ্যে এই জনশ্রুতি।

জয়দত্তের মন্দির কোথায় ছিল তার চিহ্ন নাই। তবে প্রাচীন শ্মশানে পুরাকালে যে এক মন্দির ছিল তার প্রমাণ

প্রাচীন মন্দির।

পাওয়া গিয়াছে। ত্রিকালদর্শী বাম ঐ বিষয় জানাইবার জন্যই দেহরক্ষার পূর্ব্বে বসিষ্ঠের আসনের পার্শ্বে নিম্ব বৃক্ষের তলে তাঁহার সমাধি দিবার কথা বলেন। তাঁর আদেশানুসারেই তথায়

সন ১৩১৮ সালে ৩রা শ্রাবণ তাঁর দেহের সমাধি হয়। সেই সমাধির . উপর পরে মন্দির হইয়াছে। সমাধি-মন্দিরের ভিত্তিপত্তন জন্য খনন করিতে করিতে প্রাচীন লুপ্ত মন্দিরের চারিটী ভিত্তি পাওয়া যায়। উহার আয়তন আনুমানিক চতুর্হস্ত দীর্ঘ ও হস্তত্রয় প্রস্থ। উহার তুইটী ভত্তির উপব বর্ত্তমান সমাধিমন্দিরের তুইটী ভিত্তি স্থাপিত।

৬। তারাসেবা

তারিণীসেবকা ধন্যাঃ শ্রীরামজীবনাদয়ঃ।
তেসাং রাজা রামকৃষ্ণঃ সাধকো ধুরি কীর্ত্তিতঃ।

শ্রীরামজীবন প্রভৃতি তারিণীসেবকগণ ধন্য। সাধক রাজা রামকৃষ্ণই তাঁদের অগ্রণী বলিয়া কীর্ত্তিত।

জয়দত্তের ব্যাপার ঐতিহাসিক হউক আর নাই হউক, বীরভূমের এঁড়োল নামক গ্রামের রাজা রামজীবন রায়ের তাঁরাসেবা সম্বন্ধে সংশয় নাই। তিনি রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের কর্ম্মচারী ছিলেন। বিভব ও সদ্‌গুণের জন্য রাজা বলিয়া খ্যাত হন। বর্ত্তমান তারামন্দিরের স্থানে তিনি মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া সেবার জন্য পাণ্ডা প্রতিষ্ঠা করেন। আশুতোষ পাণ্ডা প্রভৃতি তাঁর প্রদত্তভূমির বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। রামজীবন

বাজা বাম-জীবন

রায়ের সময়ে সেবার জন্য ।/৫ নিত্য ব্যবস্থা ছিল। তখন টাকায় ৮/০ মণ চাউল। সুতরাং তখনকার ।/৫ এখনকার ২১৲ টাকার সমান। রামজীবনের বংশধর এঁড়োলের বাঁড়ুয্যে বলিয়া বিদিত। এখনও শারদীয়াপূজার পর চতুর্দ্দশার মেলায় এঁড়োলের পূজা সর্ব্বাগ্রে হইয়া থাকে।

এঁড়োলের দশাবিপরিণামে মুর্শিদাবাদজেলার রাণী জয়াবতী তারাসেবাব ভার লন। তারামার নিকট মানসিক করিয়া তিনি এক কন্যারত্ন পান ও তাঁর নাম রাজরাজেশ্বরী বাখেন। রাজরাজেশ্বরীর পরিণয় মুর্শিদাবাদের কাঁদিবাগ্‌ডাঙ্গার জমিদার সূর্য্যমণি চৌধুরীর সহিত ঘটে। সেই সূত্রে জামাতার বংশে তারাসেবা আসে। তাঁহারা বুঁন্দেলখণ্ডী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের পূজা চতুর্দ্দশীর মেলায় এঁড়োলের পূজার পব হইয়া থাকে।

রাণী জযাবতী।

ইতিমধ্যে বীরভূমের বীররাজার বংশধর স্বীয় পাঠান কর্ম্মচারীর হস্তে নিহত হইলে, নগরের সিংহাসন মুসলমানের হস্তগত হয়। তারাপীঠ প্রভৃতি রাজা কালীরায়ের অধিকারে ছিল। নগরের মহম্মদী ভূপতিগণ কালীরায়কে পরাভূত করিলে, তারাপীঠ নগরের অধিকারভুক্ত হয়। তখন পাণ্ডারা মাকে পায়স ভোগ মাত্র দিয়া পূজারক্ষা করেন। সে ভোগ এখনও চলিতেছে। পরে স্থানীয় সাপুরের জমিদার নগর হইতে অনুমতি লইয়া সেবা চালান।

সাপুবেব সেবা।

অনন্তর নাটোরাধিপতি স্বনামধন্য রাজা রামকৃষ্ণ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে তারাপীঠে সাধনার জন্য আসেন। কিছু দিন সাধনার পর দৈবাদেশে তিনি তারাপীঠ পরিত্যাগ করিলেও তারাপীঠে মার সেবার বিপর্য্যয় দেখিয়া সিংহ-বাহিনীর তালুক বিনিময়ে চণ্ডীপুর উদ্ধার করিয়া উহাই তারামাব সেবায় অর্পণ করেন। তখন বর্ত্তমান মন্দির ছিল না। রামজীবন রায়ের ভগ্নমন্দিবে মার পূজা হইত। এক্ষণে রাজারামকৃষ্ণেরই সেবা চলিতেছে। তখন রাণী ভবানী জীবিত থাকায় কেহ কেহ রাণীভবাণীর সেবা বলিয়া থাকেন। নাটোরের ছোট তরফ শাক্ত দেবোত্তর এবং বড় তরফ বৈষ্ণব দেবোত্তর পাইয়াছেন। কুমার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বায় ছোটতরফের মালিক। চণ্ডীপুর তালুকের বার্ষিক আয় আনুমাণিক ২০০০৲ টাকা তারামার সেবায় অর্পিত। প্রত্যহ ।০ সের আতপতণ্ডুলের ভোগ ব্যবস্থা আছে। প্রতি অষ্টমী চতুর্দ্দশী ও পক্ষান্তে ছাগবলিও নির্দ্দিষ্ট। প্রসাদ স্থানীয় সাধকগণের জন্য অভিপ্রেত। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি না থাকায় সেই সদুদ্দেশ্যপালনে সময়ে সময়ে ব্যতিক্রম ঘটে।

৭। গ্রাম পরিচয়

পুণ্যে চণ্ডীপুরে ভাতি দ্বারকোত্তরবাহিনী।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্গঙ্গা বারাণসীপুরে যথা॥
তস্যাঃ পূর্ব্বতটে গৃধ্রগোমায়ুকুক্কুরাকুলম্।
শবচীরকটৈঃ রুণ্ডৈঃ শ্মশানং ঘোরপাবনম্॥
তত্রাস্তে শাল্মলীমূলে বশিষ্ঠস্যাসনং শুভম্।
সিদ্ধসাধকবৃন্দস্য সমাজশ্চ তদন্তিকে॥
পূর্ব্বস্যাং চ ততো রম্যং জীবৎকুণ্ডাভিধং সরঃ।
যস্য দক্ষিণতো নব্যং তারায়তনমুন্নতম্॥
তস্মিন্নভ্রংলিহং তারামন্দিরং রাজতে মহৎ।
বশিষ্ঠারাধিতা তারাশিলা যত্র প্রতিষ্ঠিতা॥
পূজ্যতে চ সদা তত্র চন্দ্রচূড়োঽন্যমন্দিরে।
বহ্নিকোণে ততঃ পল্লী তারাসেবকশোভিতা॥

পবিত্র চণ্ডীপুরে উত্তরবাহিনী দ্বারকানদী বারাণসী-ধামে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিগঙ্গার ন্যায় শোভমান। নদীর পূর্ব্বতটে গৃধ্র ও শৃগাল ও কুক্কুরে সমাকুল, এবং শবকন্থা ও শবশয্যা ও শুষ্কনৃমুণ্ডে ভীষণ অথচ পাবন শ্মশান বর্ত্তমান। সেই শ্মশানে শাল্মলীতরুর মুলে কল্যাণকর বশিষ্ঠের আসন। তার নিকট ঐ পীঠের সিদ্ধসাধকবৃন্দের সমাধিসমাজ।

তাদের পূর্ব্বদিকে রমণীয় জীবৎকুণ্ডনামক সরোবর। তার দক্ষিণে তারার নূতন উচ্চ পূজাবাটী। সেখানে বৃহৎ মেঘচুম্বি তারামন্দির বিরাজিত। ঐ মন্দিরে বশিষ্ঠারাধিতা তারাশিলা প্রতিষ্ঠিতা। আরও সেখানে ভিন্নমন্দিরে চন্দ্রচূড়ের নিত্য সেবা হয়। তার অগ্নিকোণে তারাসেবক পাণ্ডাদের পল্লী।

তারাপীঠ বা তারাপুর তন্ত্রোক্ত নাম। গ্রামখানির নাম চণ্ডীপুর। ইহার নিকট তারাপুর নামক অন্য গ্রাম আছে। তাহা দিনাজপুরের মহারাজার তালুক। তন্ত্রে তারাপীঠের সন্নিবেশ যথা—

তন্ত্রোক্তি

ঈশানে বক্রনাথস্য বৈদ্যনাথস্য পূর্ব্বতঃ।
তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভুবি দুর্লভম্ ॥

তারারহস্যে।

বক্রনাথের ঈশানকোণে ও বৈদ্যনাথের পূর্ব্বদিকে তারাপুর নামক নগর আছে। তাহা ভুবনে দুর্ল্লভ।

দ্বারকানদী সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বত হইতে উঠিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিশিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। তারাপীঠের নিকট ক্রোশাবধি দ্বারকা উত্তরবাহিনী। নদীর পূর্ব্বকূলে গ্রাম।

দ্বারকানদী

ঐ কূলের সৈকতে মহাশ্মশান। এই শ্মশানেই পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমূহের শবদাহ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের লোক তারাপীঠে অস্থি রাখিতে পারিলে ধন্য জ্ঞান করেন। তাই এখানে শবের

অভাব নাই। প্রত্যহ ৫।৭টী আছে। বর্ষাদিতে যখন যমের দ্বার উন্মুক্ত হয় তখন প্রতিদিন ২০।২৫টী আসে। আবার মহামারিতে ৪০।৫০টীও দৈনিক সংখ্যা হয়। কাষ্ঠের দুর্মূল্যত. প্রযুক্তই হউক বা অন্য কারণেই হউক এখানে শবদেহের সম্পূর্ণ দাহ প্রথা নাই। নদীগর্ভে বালুকার উপর চিতা সাজাইয়া মুখাগ্নি করতঃ অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় বালুকাবৃত করিয়া আত্মীয়েরা শেষকৃত্য করেন। পরক্ষণেই তথায় প্রতীক্ষমাণ শৃগালকুক্কুরদল বালুকা সরাইয়া শবদেহ বাহির করে। শকুনির পালও পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক মেঘদর্শনে পুচ্ছবিসারিময়ূরের মত আনন্দে নাচিতে নাচিতে শবকে ঘেরিয়া ফেলে। তখন ভোজ আরম্ভ হয়। ঐ ভোজ ভীষণ দৃশ্য। নির্ভীকেরও হৃৎকম্প হয়। কেবল তারামার সেবকগণই সে দৃশ্যে মার নৃত্য দেখিয়া সুখদুঃখভয়ের অতীতাবস্থায় পড়ে। শৃগাল ও কুক্কুর শবদেহ ছিঁড়াছিড়ি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া খণ্ডযুদ্ধ বাধাইতেছে। শবমাংসভোজনে তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ। শকুনির পদতল প্রভৃতি কোমল অঙ্গের মাংস খাইতেছে। কুক্কুরেরা অস্থি চর্ব্বণ করিতেছে। কখনও শকুনিদের লম্বা গলা কামড়াইয়া শৃগাল ও কুক্কুর তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া দিতেছে। আবার শকুনিরা মালশাট মারিয়া নিজাংশ পাইবার জন্য আসিতেছে। এরূপ ভীষণ শ্মশান প্রায় দেখা যায় না। নরমুণ্ড ভেটার মত গড়াগড়ি।

মহাশ্মশান

নবাস্থি চারিদিকে ছড়ান। চিতার কাঠে মড়ার কাঁথায় ও চেটায় শ্মশান ও শ্মশানেব ঘাট পথ ভরা।

ঐ শ্মশানেব পূর্ব্ব গায়ে প্রাচীন শ্মশান। তার কত-কাংশ গাছ পালায় ঢাকা ঝোপেব মত, কতকটা ফাঁকা জমি।

শিমুলতলা।

সেখানেও নবকপাল ও নরকঙ্কাল চতুর্দ্দিকে বকীর্ণ। বর্ষাকালে যখন নদীতে বন্যা আসে ও নদাব গভ ডুবিয়া যায় তখন প্রাচীন শ্মশানেই শবদাহ হয়। প্রাচীন শ্মশানেব তরুলতাসমাচ্ছন্নস্থানে এক শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। প্রবাদ সেই শাল্মলীতরুমূলেই বশিষ্ঠেব আসন। তাই ঐ খানেব বর্ত্তমান নাম শিমুলতলা।

শিমুলতলায় একখানি শিলা আছে তাহাতে দুইখানি পদচিহ্ন। উহাকেই তাবামাব পাদপদ্ম বলে। ঐ শিমুল

পাদপদ্ম

তলা ও ঐ শিলা আমাদেব বামের হৃদয়েব ধন। ২৫।২৬ বৎসব পূর্ব্বে জনৈক সাধুব উদ্যোগে শিমুল তলায় একটি ইটেব পাকা বেদী প্রস্তুত হয়। বামেব দেহ রক্ষার পব তাঁব প্রিয় শিষ্য রাণীগঞ্জের সন্নিহিত ইকড়া গ্রাম বাসী শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় ঐ বেদীকে বাড়াইয়া উচ্চ করিয়া একটি নূতন বেদী ও তাব উপর তারামার পাদপদ্ম রাখিবার একটি ছোট মন্দির ও বামের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ভক্তগণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শিমুলতলা নদীর গর্ভ হইতে ৪।৫ হাত উচ্চ। শিমুল তলা হইতে ৬।৭ হাত উচ্চ একখণ্ড উত্তর দক্ষিণে লম্বা পতিত ভূমি আছে। ঐ ভূমির কতকাংশে বামের সন্ন্যাস গ্রহণের ৩০।৩৫ বৎসর পরে একখানি চালাঘর প্রস্তুত হয়। উহাই বামের আশ্রম বলিয়া পরিচিত। ঐ আশ্রমের উত্তরে ও বামের সমাধিমন্দিরের পূর্ব্বদিকে মোক্ষদানন্দ প্রভৃতি পীঠের সাধকগণের সমাধি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ আছে।

আশ্রম

উক্ত পতিতভূমিখণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকেই গ্রামের উত্তরদক্ষিণমুখী প্রধান পথ। পথের পূর্ব্বদিকে জীবৎকুণ্ড নামক বৃহৎ পুষ্করিণী। প্রবাদ ঐ কুণ্ডেই জয়দত্তের মৃতপুত্র উজ্জীবিত হয়। তাই উহাকে জোৎকুণ্ডু বলে। উহার পশ্চিম পাড়ে পথের উপর একটি বাঁধা ঘাট। ঘাটের দুই পাশে কল্কে ফুলের ঝাড়।

"জীবৎকুণ্ড"

পথের পূর্ব্ব ও জীবৎকুণ্ডের দক্ষিণদিকে তারামার মন্দির বাটী। বর্ত্তমান মন্দির মল্লারপুর গ্রামের বণিক্ জগন্নাথ রায়ের কীর্ত্তি। মানসিক পূর্ণ হইলে তিনি ১৭৪০ শকে বিপুলার্থব্যয়ে রাজা রামজীবনের প্রাচীন মন্দিরস্থলে ইহা নির্ম্মাণ করান।

জগন্নাথ রায়

মন্দির খোদিত শিলালিপি যথা—

নাএকের তরফ

পুরহিত শ্রীকেদার নাথ পাণ্ডা

মন্দিরলিপি

শ্রীপঞ্চানন সরকার সাং পদমকাঁদি।

শ্রীসুরানন্দ সত্তা
শ্রীরামশঙ্কর রাজ বিরাদারী
শ্রীবাম মোহন রাজ
শ্রীভোলানাথ রাজ
শ্রীগোপাল রাজ
শ্রীভৈরব রাজ
এই ছয়জন রাজ

৺ শ্রীশ্রীদুর্গা।
শকাব্দা ১২৪০
শ্রীশ্রী৺রী বাটী ও মন্দির
গয়রহ তৈয়ারী নাএক
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রায় সাং
মল্লারপুর তরফ ম্যানে-
জার শ্রীভাগবত রায়
সাং ঐ সন ১২২৫ সাল
তাঃ ১২ই ফাল্গুন।

পথ হইতে পূজাবাটী এক তালা উচ্চ। পথের দিকে গজগিরি করা গাঁথান পাকা প্রশস্ত প্রাচীর। সেই প্রাচীরের ভিতর বাঁধান বৃহৎ আঙ্গিনা। পথ হইতে আঙ্গিনায় উঠিতে পাকা ১২ পাউটী সিঁড়ি ও সদর ফটক। আঙ্গিনার দক্ষিণদিকে ৪।৫ তালা উচ্চ মন্দির। তার চূড়া মল্লারপুর হইতে রামপুরহাট যাইবার পথে রেল-গাড়ী হইতে দেখা যায়। মন্দিরটী ইষ্টকের। চিত্রাদি অঙ্কিত আছে। মন্দিরের উত্তর ভিত্তিতে প্রধান দ্বার, পূর্ব্বদিকেও একটী দ্বার। মন্দির মধ্যে দক্ষিণাংশে এক উচ্চ বেদী। তার উপর বশিষ্টারাধিতা শিলা স্থাপিতা। মন্দিরঘরের সম্মুখে উত্তরে দর্ দালান। মন্দিরের চারিপাশে খোলা রোয়াক্। তাহা

মন্দিরাদি

আঙ্গিনা হইতে ৩।৪ উচ্চ। ঠাকুরবাটীর পশ্চিমাংশে মন্দিরের সমতল প্রশস্ত খোলা বাঁধান চত্বর। তার মধ্যে একটী রাসমঞ্চের ন্যায় ছোট মঞ্চ। উহারই নাম বিরামখানা। শারদীয়া পূজার চতুর্দ্দশীতে তারামার মেলার সময় ঐ মঞ্চে তারাশিলাখানি বসাইয়া পূজা হয়।

আঙ্গিনার পূর্ব্বদিকে আঙ্গিনা হইতে প্রায় ২ হাত উচ্চ পোতা থামলের উপর চন্দ্রচূড়ের মন্দির ও তার চারিপাশে রোয়াক্। চন্দ্রচূড়ই তারাপুরের ভৈরব, আদি-লিঙ্গ। কেহ কেহ বলেন যে স্থানীয় রাজা চন্দ্রচূড় নিজনামে এই লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই মন্দিরটী প্রায় তিন তালা উচ্চ। ইহার একটি মাত্র পূর্ব্বমুখি দ্বার।

চন্দ্রচূড়ের মন্দির।

মার মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে মার পাকশালা ও ভাণ্ডারাদি।

পূর্ব্বদক্ষিণে পাণ্ডাপাড়া। প্রায় বিশ ঘর পাণ্ডা আছেন। তাঁদের মধ্যে সরস্বতীর উপাসনা বিরল। কৃষি ও যাত্রী তাঁদের অবলম্বন। তারামার সেবার পালা ভাগ আছে। প্রণামি পালিদারের প্রাপ্য। তারামার স্নান, শৃঙ্গার প্রভৃতি পাণ্ডাদের করণীয়। পূজা ও ভোগাদির ভার নাটোরকর্ম্মচারিদের উপর ন্যস্ত। পাণ্ডারা অল্পে সন্তুষ্ট। তাঁহারা যাত্রিদিগকে, বড়ই যত্ন করেন। যজমান ধরিবার নিয়ম আছে। নূতন যাত্রী পুরাতন যাত্রীর আত্মীয় বা প্রেরিত হইলে পুরাতন যাত্রীর পাণ্ডাই

পাণ্ডা

তাঁর অধিকার পান। নচেৎ নূতন যাত্রী পালিদের প্রাপ্য।

গ্রামে নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ল্যাট্ প্রভৃতি জাতি আছে। একঘর শুঁড়ি একখানি দেশী মদের দোকান খুলিয়া তারাপীঠের বাহ্যিক বীরাচারের সহায়তা করিতেছে। কয়েকঘর পাটনীও আছে। তাহারা দ্বারকায় খেয়া দেয় ও শ্মশানে বন্ধুকৃত্য করে। স্থানটী স্বাস্থ্যকর। তবে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তার প্রকোপে ঋষির ভারত জর্জ্জরিত।

অন্যান্য জাতি।

৮। সিদ্ধসাধকবৃন্দ।

পীঠেঽস্মিন্ পাবনীং বন্দে গুরুভূতাং সনাতনীম্।
আবসিষ্ঠাদবিচ্ছিন্নাং বামান্তাং কৌলসন্ততিম্॥

এই পীঠে বশিষ্ঠ হইতে বাম পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন প্রাচীন, যে কৌলগণের সম্প্রদায় (জগৎকে) পবিত্র করিতেছেন, এবং জগতের গুরুস্থানীয় তাঁহাদিগকে বন্দনা করি। বঙ্গদেশ শক্তিসাধনার ভূমি। তারাপীঠ সেই সাধনার কেন্দ্র। এখানে সিদ্ধ ও সাধক প্রায়ই থাকেন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বিশে ক্ষ্যাপা বলিয়া এক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি "ডাক পুরুষ" বিশে-পাগলা নহেন। রাজা রামকৃষ্ণের সময় আনন্দনাথ নামে এক উন্নত কৌল সাধক থাকেন। তিনি তন্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন।

বিশেক্ষ্যাপা।

রামকৃষ্ণ তাঁহাকে তারাপীঠের প্রধানকৌলপদে বৃত করেন। তিনিই অষ্টমীতে ও পক্ষান্তে তারামার পর্ব্বপূজাব প্রচলন করেন। চতুর্দ্দশীর মেলায় যাত্রিগণের শিক্ষার জন্য

আনন্দনাথ। তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যার ও শাস্ত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন। এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে ঐ মেলায় তান্ত্রিকতা কেবল তারা-তারা-রবে কারণ-পানেই পর্য্যবসিত। আনন্দনাথের পর তাঁর শিষ্যও আনন্দ-নাথ নাম ও প্রধানকৌলপদ প্রাপ্ত হন। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের বিরোধপরীহারের জন্য তারাপীঠে শ্যামা ও শ্যামের পর্ব্ব প্রতিপালন করিবার বিধান করেন। তদবধি জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি তারামাতেই হইয়া থাকে। তাঁর প্রভাবে শাক্তবৈষ্ণব-সম্মিলন ঘটে। তিনি ১২৬১ সালে দেহ রাখেন। এ অঞ্চল কেবল শাক্তগণের তীর্থ নহে, বৈষ্ণবগণেরও তীর্থ। তারাপীঠের নিকট এক-

নিত্যানন্দ। চাকা গ্রাম নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মস্থান। তথায় বীরচন্দ্রপুরে বাঁকারায় ও সিংহবাহিনী বিরাজমান। নিত্যানন্দের পূজিত প্রস্তরময় যন্ত্রও আছে। প্রবাদ সিংহ-বাহিনী নিত্যানন্দের কুলদেবতা। যন্ত্রটী শ্রীবিদ্যার যন্ত্র। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ঐটীকে মন্দিরের মধ্যে প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটি ইষ্টকের গোলাকার বৃত্ত করা হইয়াছে। তাহাতে যন্ত্র অদৃশ্য। আনন্দনাথের সমসাময়িক সাধক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য উল্লেখযোগ্য। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও

তান্ত্রিককর্ম্মী ছিলেন। তাঁর শিষ্য মোক্ষদানন্দও উন্নত সাধক।

মোক্ষদানন্দ

মোক্ষদানন্দের সাংসারিক নাম মাণিক রাম মুখোপাধ্যায়। তারাপীঠের নিকটবর্ত্তি রাত্‌নাগ্রামে তাঁর জন্ম। নৈয়ায়িক জগদীশের ন্যায় মাণিকরাম বাল্যকালে বিদ্যার্জ্জন করেন নাই। হটাৎ যৌবনে সরস্বতীর প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া নিজ চেষ্টায় সংস্কৃতভাষায় অধিকার লাভ করেন। ঐ স্থানের দক্ষিণ গ্রামে ৺ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁর বিবাহ হয়। সন্তান হয় নাই। প্রথমে বেদান্তচর্চ্চায় গৃহত্যাগ ঘটে। কাশীতে গিয়া অকৃতদার পরিচয় দিয়া দণ্ডগ্রহণ করেন। বিশ্বনাথের রাজ্যে প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মব্যাখ্যাতা হন। একদিন তথায় ব্যাখ্যাকালে তাঁর পত্নী তাঁকে চিনিতে পারেন। পত্নী থাকার কথা প্রচার পাইলে দণ্ডিগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তিনি সপত্নীক কৌল সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শেষজীবন তারাপীঠে আসিয়া তন্ত্রচর্চ্চায় ও তান্ত্রিকসাধনায় অতিবাহিত করেন। তিনি আনন্দনাথের কৌলপদ পান। তাঁর কৃতিত্বে তারাপীঠ উজ্জ্বল হয়। তিনিই তারাশিলায় জগদ্ধাত্রীপূজা প্রবর্ত্তিত করেন। তাহা অদ্যাবধি হইয়া আসিতেছে। তাঁর শেষজীবনের সহিত বামের মধ্যজীবন সংশ্লিষ্ট। তাঁর পত্নী তাঁর লোকান্তে জীবিতা ছিলেন। লেখক সেই মাকে দেখিয়াছেন। মা সম্প্রতি দেহ রাখিয়াছেন।

ঈশান ভট্টাচার্য্য নামক একজন তান্ত্রিক ঐ সময়ে তারাপীঠে থাকিতেন। তিনিও কর্ম্মী। মোক্ষদানন্দের

ঈশান। সময় তারাপীঠে এক মহাপুরুষের শুভাগমন হয়। তাঁর সংসারিক জীবন অজ্ঞাত। কোথায় জন্ম, কাহার পুত্র, কিরূপ অবস্থায় সংসারত্যাগ করেন, কোন মহাপুরুষ তাঁকে আশ্রয় দেন, কি সাধনায় কোথায় সিদ্ধ হন—কিছুই জানা নাই। তিনি কেবল ব্রজবাসী কৈলাসপতি ক্ষ্যাপা নামে তারাপীঠে খ্যাত। তাঁকে মণি গোঁসাইও বলিত। তিনি বশিষ্ঠাসনের অধিকারী। সিদ্ধাবস্থায় তারাপীঠে আসেন। প্রবাদ পূর্ব্বে ব্রজধামে ছিলেন। বোধ হয় শ্যামসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্যামশ্যামার অভেদপীঠে অভেদসাধনা দেখাইতে আসেন। তাঁর গলায় তুলসীর মালা, সঙ্গে ভৈরবী। তারাপীঠে সাধন বামাচারে ছিল।

ব্রজবাসী কৈলাসপতি

বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্র-
মগ্রে ন্যস্তং মরিচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসম্।
স্কন্ধে বীণা ললিতসুভগা সদ্গুরূণাং প্রপঞ্চঃ
কৌলোধর্ম্মঃ পরগগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥
কুলার্ণবে আনন্দ স্তোত্রে।

কৌলের বামপার্শ্বে রমণকুশলা বামা, দক্ষিণে পানপাত্র, সম্মুখে মরিচ সহিত উষ্ণ বরাহমাংস, স্কন্ধে সুললিতা মোহিনী বীণা, এবং সদ্গুরুগণের সঙ্গ—এই ভোগ যোগাত্মক কৌলধর্ম্ম অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, যোগিগণেরও অগম্য।

উল্লিলিলিখিত তন্ত্রের চিত্র তাঁহাতে প্রকাশ পায়। তাঁর অলৌকিক বিভূতির কিম্বদন্তী এখনও

ঐ দেশে প্রচলিত। তিনিই বামের গুরু! গুরুশিষ্য সম্বন্ধ জন্মজন্মান্তরীণ। তাই কি তিনি সুদূর ব্রজধাম হইতে তারা-পীঠে আসিয়াছিলেন?

অপর এক মহাপুরুষ কৈলাসপতিবাবাও তারাপীঠে মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। তিনি মোক্ষদানন্দের শ্বশুরের গুরু। সেই সূত্রে মোক্ষদানন্দ তাঁর ভক্ত ছিলেন। এই কৈলাসপতি নদীয়া জেলায় উলো গ্রামের বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত ভুবন মোহন মুখোপাধ্যায়। বিবাহের পর ৩০ বৎসর বয়সে ১২০৫ সালে বৈরাগ্য হইলে সংসারত্যাগ করেন। কাশীতে ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষিত হন ও নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সন ১২৬১ সালে বীরভূমে শক্তিসাধনের জন্য আদিষ্ট হইয়া আসেন। তথায় ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ১২৬৬।৭ সালে দক্ষিণ গ্রামের ঈশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হন এবং শুভঙ্করী নাম্নী রামানন্দ মণ্ডলের কন্যাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পর তারাপীঠে প্রায়ই থাকিতেন। এখানে সাধকদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা জন্মে। বামকেও তিনি বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। এই কৈলাসপতি পরে ডাবুকে অনাদিলিঙ্গের মন্দিরাদি প্রস্তুত করান। তাঁহার নাম ডাবুকের কৈলাসপতি হয়। তাঁহার বহু শিষ্যসেবক। ১৩২৪ সালে ১৬ মাঘ তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। কাশ্মীর রাজ ইঁহার ভক্তছিলেন এবং ডাবুকে সেবার জন্য মাসিক ৫০ টাকা করিয়া দেন।

ডাবুকের কৈলাসপতি

২। উন্মেষতরঙ্গ।

১। অবতরণ।

তৌর্য্যত্রিকং সুললিতং দিবি পুষ্পবৃষ্টি-
র্হাসোদিশাঞ্চ বিমলানিলশান্তবহ্নী।
গুপ্তাবতারনটনেঽনুচিতং স্মরারে-
স্তন্নীরবং কিমধুনা বরদোঽবতীর্ণঃ॥

দেবলোকে সুললিত নৃত্যগীত ও বাদ্য এবং পুষ্পবৃষ্টি, দিক্ সকলের প্রসন্নতা, নির্ম্মল বায়ু ও নির্ধূম বহ্নি—জিতকাম শ্রীরামের গুপ্তাবতারাভিনয়ের উপযোগি নহে। তাই কি সেই বরদাতা এবার নীরবে অবতীর্ণ হইলেন?

মহাপুরুষের অবতরণবর্ণনায় ভক্তগণ অলৌকিকতা ঘোষণা করেন। রামায়ণে রাবণপ্রপীড়িত দেবগণের বিষ্ণু-স্তুতি ও বিষ্ণুর ধরাবতরণস্বীকৃতি শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক অবতরণিকা। পুত্রেষ্টিযজ্ঞে প্রাজপত্য-পুরুষের পায়সপাত্রহস্তে উদ্গমনও অলৌকিক। দাশরথিগণের আবির্ভাবকালে অলৌকিকতার অভাব নাই।

অলৌকিকতা।

শ্রীরামাবির্ভাবে।

জগুঃ কলঞ্চ গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ॥

রামায়ণে বালকাণ্ডে ১৮স. ১৭শ্লো.

গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে গান গাহিয়াছিলেন, অপ্সরাগণ সুঠামে নৃত্য করিয়াছিলেন। দেবদুন্দুভিসকল বাজিয়াছিল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে অলৌকিকতার ইয়ত্তা নাই।

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানে জনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি॥
জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং তদা॥
মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরম্॥

ভাগবতে ১০ স্ক. ৩অ. ২-৭শ্লো,

সেই মহাপুরুষ জন্মিলে দিক্‌সকল প্রসন্ন ও গগনে তারকাচয় উজ্জ্বল হইল। পৃথিবীতে নগরগ্রামপ্রভৃতির বহু মঙ্গলচিহ্ন দেখা দিল। নদীর জল প্রসন্ন হইল, হ্রদে কমলশোভা ফুটিল। বনে বনে বিহগ কুল আনন্দে কূজন করিতে লাগিল। সুখস্পর্শ পবিত্র বায়ু পুণ্যগন্ধ ছড়াইয়া বহিল। দ্বিজাতিগণের যজ্ঞাগ্নি শান্তভাবে প্রজ্বলিত এবং সাধু সুরগণের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। আকাশে দেবদুন্দুভি বাজিল। কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ

শ্রীকৃষ্ণাবতরণে।

গাহিতে, এবং অপ্সরার সহিত বিদ্যাধরীগণ নাচিতে লাগিলেন। মুনি ও দেবগণ আনন্দভরে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। সাগর গর্জ্জনের পশ্চাৎ জলধরগণ গর্জ্জন করিল।

মহাভারতে পাণ্ডবগণের, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের ও পাণ্ডব-কটুম্ব ধৃষ্টদ্যুম্নাদির জন্ম এত অলৌকিক রঙ্গে রঞ্জিত যে তজ্জন্য তাঁদের ঐতিহাসিকতা সংশয়াপন্ন।

ব্যাসবাল্মীকির ক্ষুণ্ণপথাবলম্বনে কালিদাস পার্ব্বতীর জন্মোপলক্ষে বলিয়াছেন—

প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং সুখায় তজ্জন্ম দিনংবভূব॥

কুমারসম্ভবে ১স. ২৩ শ্লো.

যে দিনে দিক্ সকল প্রসন্ন, বায়ু ধূলিকণাশূন্য এবং (আকাশে) শঙ্খধ্বনির পর পুষ্পবৃষ্টি ঘটে এরূপ পার্ব্বতী জননে। তাঁর জন্মদিন স্থাবরজঙ্গমপ্রাণিগণের সুখকর হইয়াছিল।

রঘুর উদ্ভবেও অনুরূপ ব্যাপার —

দিশঃ প্রসেদুর্ম্মরুতো ববুঃ সুখাঃ প্রদক্ষিণার্চ্চির্হবিরগ্নিরাদদে।
বভূবসর্ব্বং শুভশংসি তৎক্ষণং ভবোহি লোকাভ্যুদয়ায়তাদৃশাম্॥
সুখশ্রবা মঙ্গলতূর্য্যনিস্বনাঃ প্রমোদনৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্।
নকেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ পথি ব্যজৃম্ভন্ত দিবৌকসামপি॥

রঘুবংশে ৩স. ১৪।১৯শ্লো.

দিক্ সকল প্রসন্ন ও সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইল। যজ্ঞাগ্নি হোতার দক্ষিণাবর্ত্তে জিহ্বা প্রসারণ করিয়া আহুতি লইল। সেই সময় সমস্ত শুভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। কারণ তাদৃশপুরুষগণের জন্ম সংসারের অভ্যুদয়ের জন্য। বারাঙ্গনার প্রমোদনৃত্য সহ কর্ণসুখকর মঙ্গল তূর্য্যধ্বনি কেবল মাগধীপতির গৃহে নহে, দেবগণের পথে অর্থাৎ আকাশেও প্রকটিত হইল।

রঘুবংশে

রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক পুরুষ শ্রীভগবদবতার। তাদের অবদান অলৌকিক। তজ্জন্য তাঁরা দেবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত। পার্ব্বতী সাক্ষাৎ দেবী। রঘুও দেবকল্প। সুতরাং তাঁদের জন্মে অলৌকিকতা বিচিত্র নহে। পুরাণ অলৌকিকতা-পূর্ণ; বহুস্থলে বিশ্বাসের গণ্ডী ছাড়াইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তি-মহাপুরুষগণের জন্মে অলৌকিকতাবর্ণন বিস্ময়কর। অশ্ব-ঘোষের বুদ্ধদেব-জন্ম-বর্ণনা পূর্ব্বসূরিগণেরই অনুকরণমাত্র।

বাতা ববুঃ স্পর্শসুখাঃ মনোজ্ঞা দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্তঃ।
সূর্য্য স এবাভ্যধিকং চকাশে জজ্বাল সৌম্যার্চ্চিরণীরিতোঽপি॥

বুদ্ধচরিতে

মনোরম স্পর্শসুখকর বায়ু দিব্য বসন বর্ষণ করিতে২ প্রবাহিত হইল। সেই সূর্য্যই অধিক দীপ্তি পাইল। অগ্নি ফুৎকারাদিপ্রেরণাব্যতীত সৌম্যভাবে অধিক জ্বলিতে লাগিল।

বুদ্ধোন্মেষে

শঙ্করাচার্য্যের শুভাগমনে তাঁর মাতার গর্ভে শঙ্করের প্রবেশ প্রভৃতি অলৌকিক আখ্যায়িকা। পাশ্চত্যদেশেও এই প্রথা। যিশুর উৎপত্তি মেরীর গর্ভে হইলেও পুরুষসংসর্গজ নহে। জন্মকালেও দৈববাণী, প্রাচ্য ঋষিগণেব বালকদর্শন প্রভৃতি বিচিত্র ব্যাপার।

শঙ্করাগমনে

যিশুর প্রকাশে।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম মাতাপিতৃজ। কিন্তু জন্মকালে কবি অলৌকিতা ঘোষণা করিয়াছেন।

সাবিত্রী গৌবী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্যপাত্র ধরি, ব্রাহ্মণীর বেশ করি
আসি সবে করে দরশন॥

চৈতন্য চবিতামৃত আদিলীলা, ১৩ পবিচ্ছেদে।

তাই—

গৌরাঙ্গাগমে

শচীর অঙ্গনে সব দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেহো নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে!

চৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে ২অ,

রামকৃষ্ণপরমহংসের জন্মেও ভক্ত রামচন্দ্রাদি শঙ্করাচার্য্য-জন্মানুরূপ প্রবাদ খ্যাপন করিয়াছেন। এ সমস্ত যে অমূলক

রামকৃষ্ণ জন্মে

তাহা আমরা বলিনা। মহাপুরুষগণ অলৌকিক। তাঁদের জন্ম, গুণ, কর্ম্ম—সমস্তই অলৌকিক। কিন্তু পাশ্চত্য শিক্ষার এমন প্রভাব যে Mill, Bain প্রভৃতির সহিত সামান্য পরম্পরিত পরিচয়েই ভারতবাসী মহাপুরুষ-গণের অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়াছেন।

পাঠক! আমাদের মহাপুরুষের জন্মকালে কোন অলৌকিক ঘটনা আমরা শুনি নাই এবং তদুল্লেখে আপনাকে সমস্যায় ফেলিব না। তৎপ্রতিপাদনে আমাদের ত্রাতার মহিমা বাড়িবে বলিয়াও আমরা মনে করি না। ইহাই যথেষ্ট গৌরবের কথা যে আমাদের প্রভু আমাদের ন্যায় পাতকীর উদ্ধার হেতু আমাদের বোধগম্য নররূপে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে শাক্তপ্রধান বীরভূমে শক্তিসাধনকেন্দ্র তারাপীঠে শ্মশানলীলার অভূতপূর্ব্ব চিত্র দেখাইবার জন্য ঐ পীঠের সন্নিহিত আট্লানামকগ্রামে অবতীর্ণ হন। তিনি গুপ্ত

বাম গুপ্তাবতার

অবতার। নানা দেশ পর্য্যটন করতঃ তর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিয়া তিনি নিজমত স্থাপন করেন নাই। সংসারীর দ্বারে দ্বারেও দন্তে তৃণ করিয়া নামামৃত বিলান নাই। নগীরতে থাকিয়া সভাসমিতি -গঠনে নব্যধর্ম্মপ্রচারও করেন নাই। নগরসন্নিধানে বসিয়া মৌখিক ধর্ম্মোপদেশে সমাজের উপকার করেন নাই। শ্রীভগবান্ যাঁহাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করেন তাঁহাকে তাই করিতে হইবে। তাপিত জীবের তাপহরণার্থ সাধুগণ সংসারে মিশিয়া থাকেন। তাহা দূষণীয় নহে। সমাজে যেমন কেহ কুলবধূ,

কেহ পুরন্ধ্রী, মহাপুরুষগণের মধ্যেও সেইরূপ কেহ গুপ্ত, কেহ ব্যক্ত। বাম কুলবধূবৎ। তিনি সংসারের প্রান্তে বসিষ্ঠের সিদ্ধক্ষেত্রে মহাশ্মশানে নীরবে সন্ন্যাসের ছবি দেখাইয়া মাদৃশ বহু পাতকীকে ও কয়েকজন শুদ্ধ সন্ন্যাসীকে নীরবে আকর্ষণ করতঃ তারানামামৃত নীরবে বিলাইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন। সূর্য্য জগতের আত্মা। বায়ু জগতের প্রাণ। তাঁরা নীরবেই জগতের মঙ্গল করিতেছেন।

অব্রুবন্ বাতি সুরভির্গন্ধঃ সুমনসাং শুচিঃ।
তথৈবাব্যাহরন্ ভাতি বিমলো ভানুরম্বরে ॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি।

পুষ্পের সুরভি গন্ধ নীরবে (বায়ু কর্ত্তৃক) চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। নির্ম্মল ভানুও সেইরূপ নীরবে আকাশে শোভা পান। বামও সেইরূপ নীরবে স্বীয় পুণ্য গন্ধে এই জগৎ আমোদিত স্বীয় পুণ্য কিরণে এই জগৎ আলোকিত করিয়াছেন।

২। বংশ।

———:*:———

রামানন্দাৎ চট্টকুলে নব্যমরীচেস্
সর্ব্বানন্দোঽজায়ত কাশ্যপমূর্ত্তিঃ।
আট্লাগ্রামে মেরুনিভে দেবজনন্যা
রেমে পত্ন্যা ভক্তমণী রাজকুমার্য্যা ॥

বামানন্দ চট্টবংশে আধুনিককালের মরীচিস্বরূপ। তাঁহা হইতে সর্ব্বানন্দ জন্মিয়াছিলেন। তিনি কাশ্যপমূর্ত্তি। মেরুতুল্য আট্লাগ্রামে ভক্তশিরোমণি সর্ব্বানন্দ দেবজননী রাজকুমারী-

নাম্নী পত্নীর সহিত সানন্দে কালযাপন করিয়াছিলেন।

জায়াপত্যোরহহ মহিমা কস্তয়োর্বাগতীতঃ
লব্ধৌ সূনুং দশদিগধিপানন্তরং যৎ তদানীম্।
অংশং মায়াপ্রকটিতরূপং দেবদেবস্য বৈপ্রং
পূর্ণং বামাচরণমধুনামায়বিশ্বানুকম্পম্॥

ঐ দম্পতীর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। তাঁহারা পূর্ব্বকালে দশ দিক্‌পালগণের পর দেবদেবের বিপ্রভূত মায়াপূর্ব্বক-দয়াপ্রকাশনপর বামন নামক অংশাবতারকে এক্ষণে মায়াশূন্য বিশ্বানুকম্পি-বামাচরণকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন।

বীরভূমে রামপুর হাট মহকুমার মধ্যে তারাপীঠের নিকট আট্লা নামক একখানি গ্রাম আছে। উহা ব্রাহ্মণপ্রধান। এক্ষণে নসিপুররাজভুক্ত। এখনও প্রাচীন পল্লীছায়া বীরভূমে বিরাজমান। বীরভূমে কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। নগৎ পয়সার স্বচ্ছলতা না থাকিলেও এখানে অন্ন-সংস্থানের অভাব নাই। ঘরে ঘরে ধান্য, গুড়, সর্ষপ, মৎস্য গোদুগ্ধাদি সুলভ। শরৎকালে বীরভূমে যাইলে ভট্টির বর্ণনা মনে পড়ে ঃ—

জন্মভূমি।

দিগ্ব্যাপিনীর্লোচনলোভনীয়া মৃজান্বয়াঃ স্নেহমিব স্রবন্তীঃ।
ঋজ্বায়তাঃ শস্যবিশেষপঙ্‌ক্তীস্তুতোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ॥

২স. ১৩শ্লো.

রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোবন-গমনকালে পথে শস্য-বিশেষের পঙ্‌ক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সে পঙ্‌ক্তি দিগ্ব্যাপিনী ও নয়নাভিরামা। তাহাতে কি চিক্কণতা যেন তৈল গড়াইয়া পড়িতেছে। তাহা কি সরল ও বিস্তৃত! তাদের মধ্যে এক গাছিও তৃণ নাই। বীরভূমের সকল পীঠেই আমরা গিয়াছি। বীরভুমের বহু গ্রামে বেড়াইয়াছি। পৌষ মাসে এখানে যেন মা লক্ষ্মীর হাসি ফুটিয়া উঠে। ঘরে ঘরে মরাই ভরা ধান, পালুই ভরা খড়, পেয়ে ভরা গুড়, গোয়াল ভরা ছেলে ও গাই গরু। গো সকলের কি সুন্দর আকৃতি, নিটোল গোল, গায়ে মাছি পিছলাইয়া পড়ে। অধিবাসিরা সরল প্রকৃতি। অতিথি পাইলে তাহাদের কত আহ্লাদ। কত যত্ন ও আদরের সহিত তারা আতিথ্য করে। সন্দেশ রসগোল্লা নাই। কিন্তু ঘনামৃতদুগ্ধ, গব্যঘৃত, গুড়, মুড়ি, প্রচুর। আবার কি প্রেমের সহিত তাহা দেয়। ভারতীর কথা স্মরণ হয়—

বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি।

কিরাতার্জ্জুনীয়ে ৮স—১৭ শ্লো

প্রেমেই গুণ, বস্তুতে গুণ নাই। শ্রদ্ধার সহিত দত্ত মুষ্টি ভিক্ষাও মিষ্ট, অশ্রদ্ধায় দত্ত রাজভোগও হেয়।

এখন পাশ্চাত্য বিলাসিতা ভারতের পল্লীতে কতক কতক প্রবিষ্ট। শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ বিষ প্রসার পায় নাই। সুতরাং তখন অভাবের মাত্রা অল্প ছিল। তৎকালে আটলার ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন মান্য গণ্য ছিলেন।

তাঁর ব্রাহ্মণোচিত দয়াধর্ম্ম ছিল। তবে যাজনবৃত্তি ছিল না; কৃষিই অবলম্বন। তিনি ভঙ্গ কুলীন। বিশিষ্ট পণ্ডিত না হইলেও তিনি শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। কলির ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁর নিষ্ঠা ছিল। তাঁর গুরু-স্থান বীরভূমে ভড্ডাপুরে থাকে। তিনি শাক্ত। তারাপ্রেমে উন্মত্ত না থাকিলেও তারা মার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বেশ ছিল। তাঁর দুই পুত্র সর্ব্বানন্দ ও ধর্ম্মদাস।

পিতামহ।

সর্ব্বানন্দ বড়ই সরল। সারল্যহেতু গ্রামের লোক তাঁহাকে "হাউড়ো" (নির্বুদ্ধি) বলিত। সর্ব্বানন্দের অল্প বয়সে কুল-গুরুর নিকট দীক্ষা হইলে তারাভক্তি গাঢ় হয়। রাজকুমারী দেবীর সহিত তাঁর পরিণয় ঘটে। রাজকুমারী শান্তা সুশীলা। তিনি অল্পবয়সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া নিজগুণে সকলকে পরিতুষ্ট করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনি শিক্ষিতা ছিলেন না। আধুনিক মহা-নগরীর বিদুষী না হইলেও, লেখাপড়ার ধার না ধারিলেও, তাঁহাতে বিদ্যার সুফল ফলিয়াছিল। কালিদাসের সহিত পরিচয় না থাকিলেও তিনি মাতা পিতামহী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে কবির উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে চলিয়া গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হন।

পিতা।

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিণী
যান্ত্যেব্যং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

মাতা।

শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণকালে গুরু কণ্ব উপদেশ দিতেছেন—মা শকুন্তলে! পতিগৃহে গিয়া তুমি গুরুজনদিগকে সেবা করিও। সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যাবহার করিও। স্বামী যদি কখনও অবমাননা করেন তথাপি ক্রোধবশে তাঁর প্রতিকূলাচরণ করিও না। পরিজনবর্গের প্রতি অনুকূলা হইও। নিজ ভাগ্যে গর্ব্বিতা হইও না। এইরূপেই যুবতীগণ গৃহিণীর পদ প্রাপ্ত হন। যে সব রমণী প্রতিকূলাচারিণী তাঁহারা কুলের পীড়াস্বরূপ।

বামাদি সন্ততি

রাজকুমারীর গর্ভে সর্ব্বানন্দের প্রথমে জয়কালী নাম্নী একটী কন্যা জন্মে। দ্বিতীয় সন্তান শ্রীবামাচরণ যাঁর ত্যাগ-প্রেমলীলায় জগৎ পূত। পরে তাঁদের উপর্য্যুপরি তিনটী কন্যা হয়—নাম দুর্গা, দ্রবময়ী, ও সুন্দরী। সর্ব্বশেষে পুত্র রামচন্দ্র জন্মেন।

ৎ ''য়া ৎ লী

জয়কালী সাধিকা ছিলেন। বাল্য হইতে তাঁর সাধন-ভজনে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পায়। বীরভূমে কাষ্ঠগড়া গ্রামে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী অকালে কালগ্রাসে প তত হইলে জয়কালী সন্ন্যাসিনী হন। তিনি যৌবনে তারাপীঠে সাধনজন্য আসেন। মার নির্ব্বন্ধে বাটীতে ফিরিয়া যান। যৌবনেই তাঁর ইচ্ছামৃত্যু ঘটে। তিনি সকলকে বলেন যে দেহ রাখিব এ তদনুসারে তারাপীঠে আসিয়া দেহ রাখেন। তথায় ৎ সমাধি দেওয়া হয়। বাম বলিতেন দিদি আমার ৎ র্য্য ছিলেন, তাঁর আশ্চর্য্যমৃত্যু।

দুর্গার বিবাহ বীরভূমে হরিষাঢ়া গ্রামে হইয়াছিল। দ্রবময়ীর বিবাহ ধলাসিন গ্রামে যজ্ঞেশ্বরচক্রবর্ত্তীর সহিত হয়। দ্রবময়ীর দুই পুত্র মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র।

অনুজাদি

সর্ব্বানন্দ একপ্রকার ক্ষ্যাপা ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ কন্যা সুন্দরীর দুইবার বিবাহ দেন ; প্রথম মলুটিতে, দ্বিতীয়বার কানাছিতে। দুইবিবাহের কারণ জানা নাই। তবে ঐ ব্যাপার লইয়া সর্ব্বানন্দ সমাজে ঠেকা ছিলেন। রাজকুমারীর শ্রাদ্ধে সেই গোল মিটে। কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র সংসারী হন।

৩। কালনির্ণয়

নিজাবির্ভাবস্যাবিবৃতমধুনা বাদবিষয়ং
সকৃৎপৃষ্টোযন্মে বিবৃতমকরোঃকালমতনুঃ।
জ্বলদ্বর্ণৈর্মাসং দিনমপি লিখন্ মানসপটে
ন তচ্চিত্রং মায়ামনুজশিব! তেঽচিন্ত্যমহিমন্॥

হে অচিন্ত্যমহিমন্ মানুষবেশধারি শিব! যাহা লইয়া এক্ষণে বাদানুবাদ চলিতেছে তোমার সেই আবির্ভাবের কাল তুমি যে দেহান্তে একবার মাত্র জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার মানসপটে জ্বলদক্ষরে মাস ও দিন লিখিয়া বিবৃত করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে।

বাম যৌবনে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত হইলে বহু লোক তাঁর নিকট স্বার্থসিদ্ধির জন্য গিয়াছেন। তাঁর বহু

ভক্ত ও শিষ্য হয়। কিন্তু তিনি দেহে থাকিতে কেহ তাঁর দেহ-লীলা লিপিবদ্ধ করেন নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশ হইলে তাঁর দৈনন্দিন জীবনী রক্ষিত হইত। চিরকাল ইতিহাসের প্রতি ভারতের অনাস্থা। কালিদাসাদি কবে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদেব পিতা মাতা কে, তাঁরা কিরূপে শিক্ষা লাভ করেন, কোথায় তাঁদের বিলাস ইত্যাদি বিবরণ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ভারত এক্ষণে জানিতে উৎকণ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন ভারত তাঁদের কৃতিত্বামৃতপান করিতেন, তাঁদের জীবনীজিজ্ঞাসু ছিল না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আম বাগানে আসিয়া আম খাইতেন, আমগাছ গণিতেন না। বিশেষতঃ ভারতের সাধুগণ আদৌ যশোলিপ্সু নন। আত্মপরিচয়-প্রদানে মানসম্ভ্রমলাভ তাঁদের পক্ষে বিষস্বরূপ। তাঁরা পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন না। বামের তিরোভাবের কিছু পূর্ব্বে জনৈক ভক্ত তাঁহার জীবনী লিখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বাম হাঁসিয়া বলেন—"বাবা? আমাদের আবার জীবনী! কতকগুলি তারা তারা, দুর্গা দুর্গা, হরি হরি, লিখিয়া দিও"। এক দিক্ হইতে দেখিলে একথা পরম সত্য। বামাদির জীবনী তারাময়, হরিময়ই বটে। তারানামক-পুস্তিকাকারের মতে বামের জন্ম বাং সন ১২৪১ সালে। তিনি জন্ম দিন, তিথি, বা মাস কিছুই দেন নাই। কিরূপে জন্মবৎসর পাইলেন তাহাও উল্লেখ করেন নাই। তদনুসরণে "বামা ক্ষ্যাপা" নামক গ্রন্থে

ইতিহাসে অনাস্থা

বামের জন্ম সন ১২৪১ বলিয়া উল্লিখিত। তারাপীঠের পাণ্ডা শ্রীনগেন্দ্র নাথ বামের একখানি ক্ষুদ্র কাহিনী রচনা করিয়াছেন। তাঁর মতে বাম সন ১২৪৮ সালে অবতীর্ণ। কি সূত্রে তিনি উহা জানিলেন জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন যে রামপুরহাটের সন্নিহিত বড়শালগ্রামনিবাসী ৺বেণী ভট্টাচার্য্য বলিতেন যে তাঁর মধ্যম সহোদর ৺রাধামাধবের ও বামাচরণের একদিনে জন্ম হয়। আমরা রাধামাধবের পুত্র শ্রীশভট্টাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে যখন শ্রীশের বয়স পাঁচ বৎসর তখন রাধামাধব ২৪ বৎসর বয়সে স্বর্গগত হন। শ্রীশের জন্ম ১২৮১ সালে। এই গণনায় রাধামাধবের জন্ম সন ১২৬১।২ হয়। বামের জন্ম কিছুতেই ঐ সালে হইতে পারে না; কারণ তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র যে ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন তাহা আমরা রামচন্দ্রের পত্নী ইন্দুমতী দেবীর নিকট পাইয়াছি। মতভেদে দোলায়িত হইয়া সন ১৩২৭ সালে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে আহ্নিকের পূর্ব্বে শ্রীবামকে তাঁহার জন্মদিন জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। বাম সন ১৩১৮ সালে ২রা শ্রাবণ দেহ রাখিয়াছেন। তাঁহাকে ১৩২৭ সালে জিজ্ঞাসা শুনিয়া পাঠক বিস্মিত হইতে পারেন। কেহ কেহ মনে ও করিতে পারেন যে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত। কিন্তু এখনও বাম সূক্ষ্মদেহে তাঁর ভক্ত গণকে মধ্যে মধ্যে দর্শন দেন, এমন কি কথাও

মতভেদ

অলৌকিক উত্তর

কহিয়া থাকেন। শবাসনে বাবার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে অনন্ত আকাশে তাঁর প্রশান্ত মূর্ত্তি আমার মানস নয়নে ভাসিল। অচিরে মূর্ত্তিব নিম্নে জ্বলন্ত অক্ষরে ১২ই ফাল্‌গুন শব্দগুলি দেখা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃহস্পতিবাব শব্দটীও পূর্ব্বোক্ত শব্দ দুইটীব দক্ষিণ পার্শ্বে জ্বলন্ত অক্ষরে উঠিল। কিন্তু সনের পরিচয় পাইলাম না।

পবদিন হঠাৎ আমাদের গুরুদাদা ছোট ক্ষ্যাপা বাটীতে আসিলেন। তিনি আকুমার সন্ন্যাসী, যোগী, মহাপুরুষ। তাঁর দৃষ্টি খুলিয়াছে। এমন কি চর্ম্মচক্ষুদ্বাবাও তিনি সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে পান, শ্রবণেও সূক্ষ্ম শব্দ ধরিতে পাবেন। তাঁকে বলিলাম "বাবার লীলা লিখিবার প্রবৃত্তি আসিয়াছে, লীলা লেখাও আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু অবতরণ কাল লইয়া সমস্যায় পড়িয়াছি। আপনার এবিষয়ে কি জানা আছে"। তিনি একবারেই উত্তর দিলেন "তুই কি দেখিচিস্" ? আমি বলিলাম "তা থাক্, আপনি কি জানেন বলুন্" ? তাহাতে তিনি কহিলেন "হাঁরে হাঁ ১২ই ফাল্‌গুন বৃহস্পতিবার"। দুইজনেরই অঙ্কের উত্তর এক হওয়ায় প্রফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি তিথি" ? দাদা বলিলেন "কেন, তারা তিথি" ? আমি বুঝিতে না পারায় তিনি ব্যাখ্যা করিলেন "তারা তিথি অর্থে রটন্তী চতুর্দ্দশী এবং শিব চতুর্দ্দশী বুঝায়। বাবার জন্ম ১২ই ফাল্‌গুন বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী যুক্তা শিবচতুর্দ্দশী।" সন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন না, অন্য কথা তুলিলেন।

সমর্থন

যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম সেইরূপ বার, তিথি ও মাসের সম্মিলন কোন সনে হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য হাইকোর্টের উকিলখানায় পুরাতন পঞ্জিকার অনুসন্ধান করিলাম। বঙ্গবাসীর পুরাতন পঞ্জিকা ইংরাজী ১৮৪৪সাল পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। ইংরাজী শতবর্ষের যন্ত্রী লইলাম। দেখিলাম ১২ই ফাল্‌গুন বৃহস্পতিবার সন ১২৫৫, ১২৪৪ ও ১২৩৮ সালে পড়িয়াছে। তবে ১২৪৪সালে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। বুঝা গেল উহা শিবচতুর্দ্দশী। ত্রয়োদশীযুক্তা কিনা জানা গেল না। ১২৪৪ সালের পঞ্জিকা অনুসন্ধানে কলিকাতা বৌবাজারে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীশশীভূষণ আচার্য্য মহাশয়ের নিকট গেলাম। শুনিয়াছিলাম তিনি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে পারেন। আমাদের গুরুভাই ২৪ পরগণার বামুনগাছিগ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন বৌবাজারে কবিরাজি করিতেন। তিনি উক্ত আচার্য্যের প্রশংসক। তাঁর জনৈক আত্মীয় স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়া বিস্মৃত হন। আচার্য্য শশীভূষণ গণনার দ্বারা সেই মন্ত্র উদ্ধার করেন। চারু ভায়া আমাকে আচার্য্যের নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁর নিকট উভয়ে যাই। তিনি বৈঠকখানার দীপ জ্বালিয়া স্বীয় ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিলে বামের কৃপায় আমার নয়নে তাঁর ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি ভাসিল। সে বিষয়ে ঈঙ্গিত করায় তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তাহাতে

মিলন

হাঁসিয়া বলিলাম "মা আপনাকে কোন বিষয়ে শক্তি দিয়াছেন। অন্য সন্তানকে কি অন্য বিষয়ে শক্তি দিতে পারেন না?" এইরূপ আলাপে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইল। আমরা গমন প্রয়োজন প্রকাশ করিলাম। তিনি বাবার চিত্র আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহা আছে শুনিয়া চিত্রে ললাটরেখাদি-দর্শন জন্য তাঁহার নিকট চিত্র লইয়া যাইতে বলেন। অন্যদিন তাঁহাকে বামের চিত্র দিয়া আসিলাম। কয়েক দিন পরে তিনি বামের জন্মচক্র আমার হস্তে দিয়া কহিলেন শ্রীগুরু আপনাকে ঠিক দেখাইয়াছেন। ১২৪৭ সাল ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার তাঁর জন্ম বটে।
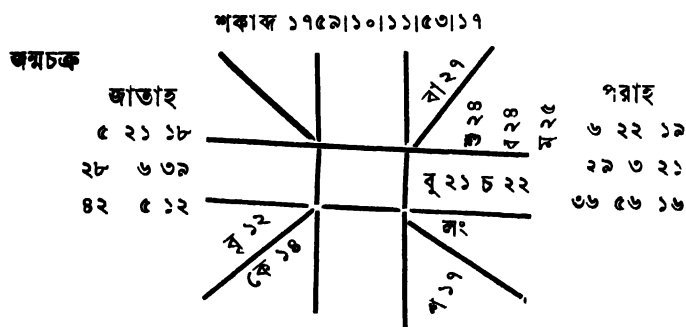
আচার্য্য শশীভূষণ বামের জন্ম সময় ও লগ্ন দেন নাই। তাহা কলিকাতা রাতুল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শাস্ত্রী শ্রীসারদাচরণ কাব্য-জ্যোতিস্তীর্থ স্থির করিয়া নিম্নলিখিত ভাষ দিয়াছেন। "নষ্ট জাতকোদ্ধারমতে ও অন্যান্য লক্ষণাদি

দ্বারা জানা যাইতেছে যে সন ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ৫১ মিনিটে শ্রীশ্রীরামের জন্ম হইয়াছে। প্রথমতঃ তৃতীয়ে রবি শত্রুপতি ও দ্বাদশ পতি যুক্ত হইয়া অবস্থান করায় ভ্রাতৃসুখ ও আত্মীয়সুখ থাকিবে না; মাতৃস্থানে ও পিতৃস্থানে পাপগ্রহস্থিতিতে মাতাপিতা সত্ত্বেও তজ্জনিত সুখ নাই। সুতরাং সংসার-ত্যাগের সূচনা হইতেছে। বিশেষতঃ উনি ফাল্গুনী শিব-চতুর্দ্দশী-নিশিতে জন্ম লওয়ায় শিবাবতারের লক্ষণ পরিস্ফুট হইতেছে। ধনু লগ্নই জন্মলগ্ন। লগ্নপতি বৃহস্পতি ভাগ্যস্থ হইয়া লগ্নে, ধর্ম্মপতি রবি তৃতীয়ে থাকিয়া ধর্ম্ম স্থানে ও মৃত্যুপতি চন্দ্র দ্বিতীয়ে থাকিয়া মৃত্যুস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছেন। সেই হেতু পূর্ণ মোক্ষযোগ প্রমাণিত হইতেছে। প্রমাণ যথা—

যদা পশ্যেদঙ্গং তনুভবননাথোঽষ্টমপতিঃ
মৃতিং ধর্ম্মাধীশো জনুষি চ তপঃস্থানমথবা।
শুভাভ্যামাক্রান্তং নবমভবনং পাপরহিতম্
বরক্ষেত্রং প্রাপ্য ব্রজতি মনুজো মোক্ষপদবীম্ ॥

শ্রীরাম বসিষ্ঠ মুনির একাসনস্থ হওয়ায় পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বুঝাইতেছে। দশমপতি বুধ ধনস্থানে থাকায় "দশমভবননাথঃ কেন্দ্রকোণে ধনে বা" ইত্যাদি বচন-বশতঃ ক্ষেত্রসিংহাসন যোগ হইয়াছে। কিন্তু উক্তকর্ম্ম-পতি বুধ অষ্টমপতিযুক্ত ও অল্পবলী হওয়ায় প্রবল লৌকিক-

রাজযোগ নষ্টকরিয়া স্বীয় পূর্ণজ্ঞানরূপবাজত্ব দিয়াছে। "ধর্ম্মাধিপঃ পশ্যতি ধর্ম্মভাবম্" ইত্যাদি।

ত্রয়োগ্রহা যদৈকত্র লগ্নরাশিবিবর্জ্জিতাঃ।
ভুক্ত্বা চ বিবিধান্ ভোগান্ ম্রিয়তে জাহ্নবীজলে॥

এই বচনানুসারে লগ্নাধিপতির লগ্নাদিস্থানদৃষ্টি ও চন্দ্র ভিন্ন তিনটী গ্রহ একত্র থাকায় নানাবিধ সুখাদি ভোগ করিয়া পবিত্র তীর্থস্থানে স্বজ্ঞানে দেহত্যাগসংযোগ রহিয়াছে। দেহ ও সুখপতি গুরু মিত্রক্ষেত্রে ধর্ম্মস্থানে মিত্র ও ধর্ম্মপতিদৃষ্ট। সুতরাং স্বজন দ্বারা লাঞ্ছনা যোগ হইলেও ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু সুখ ও শান্তি যোগ রহিয়াছে। তবে ঐ সুখ অলৌকিক, লৌকিক সুখ নহে। গ্রহাদি সন্নিবেশ জন্য যোগাদি ও ইং ১৯১১ সালে বামপুরহাটে অধ্যয়নকালে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট শারীরিক লক্ষণ দ্বারা রাম যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আমাদের বন্ধু জ্যোতিষী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কেও এই জন্মচক্র দেখাইয়াছি। তিনিও ইহা অনুমোদন করিয়া নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ভাবগণনা করিয়াছেন। "তৃতীয়ে শুক্রেঽব্যবহিতগর্ভনাশঃ" ইত্যাদি বচনানুসারে এবং দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল ও পাপগ্রহ রবি তৃতীয়ে থাকায় ও রাহু দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় ও তৃতীয়াধিপতি দ্বাদশে থাকিয়া রাহুদৃষ্ট হওয়ায় ভ্রাতৃস্থান বিরুদ্ধ। আরও ভ্রাতৃস্থানের পঞ্চমাধিপতি বুধ উহার ধনাধিপতি চন্দ্র যুক্ত হইয়া শনি দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হওয়ার সহোদরের পুত্রনাশযোগ দেখা যায়। আরও রামের পত্নী-

স্থানাধিপতি বুধের তৎস্থানে এককলাদৃষ্টিও না থাকায় এবং বিবাহযোগ্য কালে কোন স্ত্রীগ্রহের দশা না পাওয়ায় দারপরিগ্রহযোগ নাই। "চরান্ত্যভাগে সৌম্যে জপধ্যান সমাধিমান্" ইত্যাদি বচনোক্ত সন্ন্যাসযোগ বর্ত্তমান। লগ্নাধিপতি বৃহস্পতি নবমে মন্ত্রাধিপতি মঙ্গল দ্বারা পূর্ণদৃষ্ট এবং প্রেম ভক্তির অধিপতি শুক্র দ্বার পূর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় "তারা বৃহস্পতে শৈচব" ইত্যাদি বচনবলে বাম প্রেমভক্তিময়তারা সাধক বুঝাইতেছে। বুধ চন্দ্রের যোগজনিত মধুরকটুভাষিত্ব ও অন্যান্য কারণে করুণাময়ত্ব সূচিত। বামের একমাত্র সহোদর রাম অগ্রজের পূর্ব্বেই সন১৩১৬ সালে ২৫ অশ্বিন পরলোক গত হন। তাঁহার দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র হয়। পুত্রটী ছয় মাসেই পিতামাতাকে কাঁদাইয়া চলিয়া যায়। কন্যা দুটীর মধ্যে একটী বিধবা। এই সমস্ত ভ্রাতৃভাব দ্বারাও বামের লগ্নসত্যতা সুস্পষ্ট।

সন১২৪৪ সালে বামের জন্ম হইলে তাঁর বয়সের সামঞ্জস্য হয়। সন১৩১১ সালের শ্রাবণ মাসে, এই পতিতকে পতিতপাবন আকর্ষণ করেন। তখন প্রভুর বয়স ৬৭।৬৮ বৎসর। পরে সন ১৩১৫ সালে পৌষ মাসে, এ দাস দ্বিতীয় বার তাঁহার সেবাবসর পায়। সে সময় তাঁহার জড়দেহের শৈথিল্য আসিয়াছে। চলিতে ফিরিতে অন্যের সাহায্য আবশ্যক। হঠাৎ ৩।৪ বৎসরে এরূপ শরীরের ভাব কেন হইল, জানিবার জন্য বয়স সম্বন্ধে অনুসন্ধান

সামঞ্জস্য

করিয়া জানা যায় যে তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭১।৭২ বৎসর। সন ১৩১৮ সালে দেহরক্ষার কালেও তাঁহার বয়স ৭৪।৭৫ বৎসর প্রকাশ পায়। আরও কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র অপেক্ষা তিনি ১২ বৎসরের বড় ছিলেন। রামচন্দ্রের জন্ম সন ১২৫৭ সালে। এই সমস্ত কারণে ১২৪৪ সালে বামের আবির্ভাব স্থিরীকৃত হইল।

৪। বাল্য

শোণাঙ্ঘ্রি ফুল্লেক্ষণবক্ত্র কান্তং প্রশস্তবক্ষোভুজভালকণ্ঠম্।
তারৈকলীলাচপলং চ মুগ্ধম্ বন্দে শিশুং শ্যামলবামরূপম্॥

শিশুটী শ্যামবর্ণ, সুরক্তপদতল, কম্বুকণ্ঠ, প্রফুল্লনয়ন, স্মেরবদন, উন্নতনাসিক, আয়তলোচন, প্রশস্তললাট, পীন-বক্ষাঃ এবং আজানুলম্বিতভুজ। তারামাই তাঁর এক মাত্র লীলা। তাঁতেই তিনি চঞ্চল, নচেৎ মুগ্ধ। তাঁর মূর্ত্তি নয়নাভিরাম। শ্রীবামে যাবতীয় মহাপুরুষলক্ষণ ছিল।

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ, ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বঃ পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥

ইতি সামুদ্রিকে

যাঁর চক্ষু, নাসিকা, হনু, হস্ত ও জানু—এই পঞ্চাঙ্গ দীর্ঘ; দন্ত, রোম, ত্বক্, কেশ ও অঙ্গুলীপর্ব্ব—পঞ্চাঙ্গ সূক্ষ্ম; করতল, পদতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা, নখ ও নয়নকোণ এই

সপ্তস্থল রক্তবর্ণ ; বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটি ও মুখ এই ষড়ঙ্গ উন্নত ; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও লিঙ্গ—এই তিনটী হ্রস্ব ; কটি, ললাট ও বক্ষঃ এই তিনটী পৃথু ; নাভি, স্বর ও বুদ্ধি গম্ভীর ; তিনিই মহাপুরুষ।

উদ্ধর্তুকামং কলিজীববৃন্দং তং বীরভূমৌ ধৃতবিপ্ররূপম্।
শ্রীবামতারাকরুণাবতারং বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ॥

কলিজীবগণকে উদ্ধার করিবার মানসে বীরভূমে বিপ্ররূপে শ্রীবামের ও তারার করুণার অবতার বামনামক পুরুষকে প্রণাম করি। বামের প্রভাবে কত শত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে। শত শত ব্যক্তি ঈশ্বর পথের পথিক হইয়াছেন। তাঁর তারাপ্রেম ও ভক্তির আদর্শে আবার সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিজ জীবন গঠিত করিতেছেন ও করিবেন। তাঁর শক্তি ফুরায় নাই, সেই শক্তি প্রিয় আধারের মধ্য দিয়া খেলা করিতেছে।

করুণাবতার

বামের ষষ্ঠী পূজা, গৃহনিষ্ক্রামণ প্রভৃতি যথাবিধি ঘটিয়াছিল। অন্নপ্রাশনে নামকরণ হইল বামাচরণ। পিতা যখন বামাচরণ নাম রাখেন তখন বালকের ভবিষ্যজ্-জীবনের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু শ্রীবামের কৃপায় তাঁর জীবনের ছায়া অবোধ পূর্ব্বক নামকরণে পড়ে। বামাচরণ বামাচরণই বটে। তিনি সেই সনাতনী ব্রহ্মময়ী বামারই পাপতাপহারি পরিদৃশ্যমান চরণ। ঐ চরণের গুণ এ পাতকী প্রথম স্পর্শে জানিয়াছিল।

নামকরণ

শ্রীচরণে কতশত তাপিত জীব শান্তি পাইয়াছেন ও কত সহস্র জীব পাইবেন। তাঁর বাহ্য আচরণ দেখিলেও বামাচরণ নাম অন্বর্থ। তাঁহাতে শাক্ততন্ত্রের বামাচারীর লক্ষণ ছিল।

কবির ভাষায় বলিতে গেলে দিন দিন শশি কলার ন্যায় শিশুটী বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে অস্পষ্ট বাণী ফুটিল, বসিতে শিখিলেন, হামা গুড়ি ও হাঁটি হাঁটি পা পা আরম্ভ হইল। শৈশব হইতেই বামে তারাময় জীবনের উন্মেষ। শৈশব হইতেই তিনি অন্যমনস্ক। ইহার জন্যই তাঁকে সকলেই "হাউড়ো" বলিত। তখন কারণ জানা ছিল না। পরে তাহা প্রকাশ পায়। তিনি ইহসংসারে আসিলেও এই সংসারের জীব নহেন। তারাধ্যানেই তিনি আজন্ম মগ্ন। তাঁর সংসার-জ্ঞানতো মলিন হইবেই। সংসারীর চক্ষে তিনি বোকা পাগল ভিন্ন কি হইবেন? যৌবনে তারাময় ভাব পরিস্ফুট হইলে লোকে কতকটা অনুমান করেন যে তিনি প্রেমে পাগল। বাম তারার বীর সন্তান সুতরাং বাল্যে চাপল্য আসে। কিন্তু সে চাপল্যেও তারাপ্রেম।

শৈশব

তারাময়

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভক্তি ও প্রেম ভাব উন্মীলিত হয়। খেলা ঘরে তিনি ঠাকুর ঠাকুরই খেলিতেন। তারা-নাম করিতে ভাল বাসিতেন। তারাপীঠে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেন। কখনও জয়তারা রবে নাচিতেন, কখনও আবার

নীরবে তারামূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে বসাইয়া দেখিতেন। কৈশোরে বাম গ্রামের যত ঠাকুর গৃহস্থদের অজ্ঞাতে একত্র করিয়া পথে ঘাটে মাঠে নদীতীরে পূজা করিতেন। কোন কোন দিন প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরগুলি যথাস্থানে রাখিতেন, আবার কখন কখন রাখিতে ভুলিয়া যাইতেন। তাঁর ঠাকুর নাড়া স্বভাব ক্রমে প্রকাশ পাইল। ঠাকুর হারাইলে "হাউড়ো" বামকেই আসিয়া চোর ধরিত। বাম অনেক হাঁকা হাঁকি, ডাকা ডাকির পর ঠাকুর বাহির করিয়া দিতেন। একদিনের ঘটনা বাবা নিজমুখে এইরূপ বলিয়াছেন "বাবা! ঠাকুরেরা জল জল করিয়া চেঁচাইতেছিল। তাই আমি রাত্রে তাদের লইয়া গিয়ে নদীতে ডুবাইয়া রাখি। পরদিন দুর্গাচরণ সরকার কাকা আমাকে ডাকাইয়া ধমকাইলেন। আমি বলিলাম ঠাকুর জল চাহিতেছিল তাই জলে রাখিয়াছি। তাঁরা ঠাকুর আনিলেন, কিন্তু আমাকে খুব পিটন দিলেন। সেই দিন হইতে আমি ঠাকুর নাড়া গুরুজ্ঞান করিলাম।" ক্ষ্যাপার ভাষা বিচিত্র। গুরুজ্ঞান মানে ত্যাগ।

বাল্যখেলা

বাম তারাধ্যানে কতদূর অন্যমনা ছিলেন তাহা বাল্যে নিম্নলিখিত লীলায় ব্যক্ত। একদিন তিনি খড়ের গাদায় লুকান এবং সেই গাদায় নিজে আগুণ লাগাইয়া দেন। খড় জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়িল—কিরূপ আগুণ লাগিল।

পল্লীগ্রাম—সব খড়ো ঘর। পাড়ার লোক জড় হইল। লঙ্কাকাণ্ড বা হয়। সকলে আগুণ নিভাইতে চেষ্টা করিল। আগুণ নিভিবার পূর্ব্বে বাম কোথায় গেছে খোঁজ পড়িল। খড় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। বাম তার মাঝে। বাহ্য জ্ঞান নাই। যখন গায়ে আগুণ লাগিল তখন জ্ঞান হইল। তিনি পরে বলিতেন "আমার তখন হনূভাব আসিল, আমি জয় রাম বলিয়া খড়ের গাদা হইতে প্রাচীরে উঠিলাম ও প্রাচীর হইতে এক লম্ফে ভূমিতে নামিয়া পলাইলাম।" তারা মা প্রিয়পুত্রকে যেন অগ্নির মধ্যে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিলেন। বামের গাত্রে তাপজনিত কোন ক্ষত বা ব্যথা হয় নাই।

অগ্নিকাণ্ড

ঐ দিন আট্লা গ্রামে অন্য ঘটনা লইয়া দারোগা তদন্ত করিতে আসে। গ্রামের লোক দারোগাকে অগ্নিকাণ্ডের বিষয় বলেন। বামকে ভয় দেখাইবার জন্য দারোগা তাঁকে ধরিলেন। বামের ভাব দেখিয়া দারোগার ভক্তি আসে। কিন্তু বাহিরে তিনি কঠোরতা দেখাইয়া বামকে লইয়া মাড়গ্রামে যান। বাম অটল, অচল। দারোগা বাবু বামকে উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া শেষে বুঝাইয়া বিদায় দেন। তারামার এমনি মহিমা তাঁর পুত্র দারোগারও নিকট আদর যত্ন পাইলেন।

দারোগার আদর

৫। বিদ্যার্জ্জন

বালো বঃ পাঠশালার্জ্জিতলিপিগণিতাস্বাদলেশোঽপিবুদ্ধঃ
সংকূজন্নূপুরাঙ্ঘ্রিঃ কচন ধৃতবনস্রগ্ধটীবেণুর্বর্হঃ।
শ্রীরামাড়ম্বরো বা ধনপতিতনয়ব্যাজরম্যঃ সুকণ্ঠঃ
তাং তাং লীলাংসবীণালয়মনুপিতরং সানুজঃ পাতু গায়ন্॥

যে বালক পাঠাগারে বর্ণমালা ও গণিতের আস্বাদ-মাত্র পাইয়াও পরমজ্ঞানী; যিনি কখন চরণে রুণু ঝুনু নূপর, বক্ষে বনমালা, কটিতটে (পীত) ধটী, করে মোহন বেণু ও মাথায় ময়ূরপুচ্ছ ধরিয়া; কখনও বা শ্রীরামের বেশ-ধরিয়া; কখনও বা ধনপতি সদাগরের ভক্তপুত্র শ্রীমন্তের সাজে সাজিয়া; সেই সেই কৃষ্ণলীলা, রাম লীলা, চণ্ডীলীলা, পিতার কণ্ঠের পর সহোদরের কণ্ঠ সঙ্গে মিলাইয়া বীণার লয়-মানে গান করিয়াছেন—সেই বালক আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

এদেশের চিরন্তন প্রথানুসারে বামাচরণের পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ হয়। 'পাঠশালায় "যে চেবা" সেই "চেবা" ভাব। সদাই আনমনা। কিন্তু সিদ্ধিরস্তু অ,আ, ক,খ,গ,ঘ, ঙ্ক, স্ক, প্রভৃতি শিখিতে প্রভুর বিলম্ব হয় নাই। একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ প্রভৃতি যট্‌কে, কড়ানে, পুন্‌কে, চৌকে, দশকেও যথাসময়ে অধিগত করিয়া

পাঠ্যশালার

কলাপাতায় ও কাগজে লেখা শেষ করিলেন। শুভঙ্করীর সহিতও কিঞ্চিৎ পরিচয় হইল।

পাঠশালার বিদ্যা কম ছিল না। এই বিদ্যাবলেই গঙ্গাগোবিন্দসিং প্রভৃতি কোম্পানির দেওয়ানি করিয়া গিয়াছেন। আট্‌লা হিন্দুপ্রধান গ্রাম। তথায় ফার্সি শিখিবার মুন্সি বা মৌলভি ছিলনা। বামের অদৃষ্টে কাফ্, গাফ্ শিক্ষা হয় নাই। ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাবে বামের রাজভাষাব সহিত আলাপ হয় নাই। ভাষাই ভাবের ব্যঞ্জক। ভাষাই ভাবের দ্বাব। বিদেশী ভাব বিদেশি-ভাষাব ভিতর দিযা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। পাঠশালা সমাপ্ত করিয়া অন্য বিদ্যালয়ে যাইবার অবসর না পাওয়ার এক কারণ সংসারের অভাব। সর্ব্বানন্দের সংসার বাড়িয়াছে। আরও তিনটি কন্যা একটী পুত্র জন্মিয়াছে। সামান্য ধানজমি হইতে সংসার চলা দায়। প্রয়োজনের প্রেরণায সর্ব্বানন্দ উপার্জ্জনের পথ ভাবিলেন। দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় সরকারী বা অন্য ছোট চাকরী করা ভাল মনে করিলেন না। বামকে যেরূপে পারি ইংরাজী পড়াইয়া "মানুষ" করিব এরূপ ভাবও তাঁহার আসিল না। আসিলে বাম মানুষ হইতেন না। আমাদের ন্যায় কিম্ভূতকিমাকার ইংরাজীনবীস্ হইতেন। বামের ইচ্ছাতেই তাঁর অবিদ্যার চর্চ্চা হইল না।

বিদেশি ভাব বর্জ্জিত

সর্ব্বানন্দের সহজাত স্বরশক্তি ছিল। বেহালাপ্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। সঙ্গীতে রীতিমত অধিকার না থকিলেও পল্লীগ্রামের মনোরঞ্জন যথেষ্ট হইত। পুত্রদ্বয়ও পৈতৃক সঙ্গীত শক্তি পান।

রাম পরে শিক্ষাবলে কালোয়াৎ হন। তারার কৃপায় রাগ রাগিণীর উপর রামেরও বিলক্ষণ আধিপত্য আসে।

কৃষ্ণযাত্রা

সর্ব্বানন্দ প্রথমে রামকে লইয়া, পরে রাম ৫।৬ বৎসরের হইলে দুই পুত্রকে লইয়া কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ করিলেন। রাম ও বামকে কানাই ও বলাই সাজাইয়া নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তিগ্রামসমূহে বাড়ী বাড়ী গাহিয়া বেড়াইতেন। বালকদের মুখে অলকা তিলকা, পায়ে নূপুর, কটিতে ধড়া, মাথায় ময়ূর চূড়া। রামের কি লালিত্য!

কোন দিন পুত্রদ্বয়কে রাম ও লক্ষণ সাজাইয়া সর্ব্বানন্দ রামায়ণ গাহিতেন। আবার কোনদিন বা চণ্ডীর গান

রামায়ণগান

করিতেন। পিতা বেহালা দিয়া মূল গায়েন হইতেন। বালকেরা দোয়ার দিত। আবার সকলে সমস্বরে কোন কোন কলি গাহিতেন। পিতার মোটা গলার সঙ্গে পুত্রদের সরু গলা মিলিয়া মধুময় স্বর-লহরী তুলিত। পল্লীবাসিগণ বালকদের সারল্যে প্রীত হইতেন ও যথাসাধ্য পুরস্কার দিতেন। নগরে এরূপ বৃত্তি লাভজনক হইতে পারে, কিন্তু বীরভূমের দরিদ্র পল্লীতে তাদৃশ আয় হইত না। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

এ বৃত্তিতে সর্ব্বানন্দের বিশেষ আনুকূল্য হউক আর নাই হউক বামের ইহা প্রীতিকর ছিল। তিনি ভগবল্লীলা গাহিতে অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁর হৃদয় তাহাই চাহিত।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

তারা মা এমন কল্পতরু যে ভক্ত যা ভাবনা করেন তাঁকে তদনুরূপ সিদ্ধি দেন। সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই কি বাম বাল্যে লীলাগীতিবৃত্তি লইলেন?

প্রীতিকর

লীলাগানে তিনি ডুবিয়া যাইতেন। তাঁর চক্ষু দিয়া দর দর ধারা বহিত।

ভারতে শিক্ষা চিরকালই মৌখিকী। বেদ বেদান্ত সমস্তই মুখে মুখে রক্ষিত। গুরুমুখ হইতে শ্রুত বলিয়া ইহাদের নাম শ্রুতি। স্মৃতি ও বেদাঙ্গ মুখে মুখে শিক্ষিত। আগম-নিগমও গুরুমুখী বিদ্যা। এখনও টোলে কাব্য-ব্যাকরণ-কোষ-দর্শনাদি কণ্ঠস্থ করিবার রীতি। অগ্রে আবৃত্তি পরে অর্থ। তাহা সময় সাপেক্ষ বটে কিন্তু শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। সমস্তই কণ্ঠস্থ, পুঁথি হাৎড়াইবার, মাথা চুল্‌কাইবার অবশ্যকতা হয় না। ভারতের চক্ষে পরহস্তগত ধন ও পুস্তিকাগতা বিদ্যা—দুইই সমান।

কণ্ঠস্থা যা ভবেৎ বিদ্যা সা প্রকাশ্যা বুধস্য তু
যা গুরৌ পুস্তকে বিদ্যা ত্বয়া মূঢ়ঃ প্রতার্য্যতে॥

মুদ্রাঙ্কনযন্ত্রের সাহায্যে আজকাল পুস্তকের অভাব

নাই। যার যে ভাব আসিতেছে তাই ছাপাইতেছে। তখন এত পুস্তক ছিল না। হাতে লিখিয়া লওয়া দুর্ঘট ছিল। তাই মাথায় পুরিয়া লইত। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গুরুগৃহ হইতে ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি বৃত্তি সহ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে পুঁথি লিখিয়া পড়াইতে লাগিলেন। এখনও টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পঠিত পুস্তক গোড়া হইতে ডগা পর্য্যন্ত আওড়াইতে পারেন।

মৌখিকী শিক্ষা

মৌখিকী রীতি অনুসারে বামের বিদ্যার্জ্জন। ব্যাস ও বাল্মিকীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না হইলেও কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কথকঠাকুর, কবি, পাঁচালী, ও যাত্রা প্রভৃতি হইতে মহাভারতে রাময়ণে ও পুরাণাদিতে বামের ব্যুৎপত্তি মুখে মুখে শুনিয়াই জন্মে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নীলাম্বর, নবাই প্রভৃতি সাধকগণের সঙ্গীত এবং কবিকঙ্কণাদি ভক্তকবিদের ভক্তিরসাত্মক কৃতিতে তিনি মুখেমুখেই বিশেষ অধিপত্য লাভ করেন। তিনি যখন ভক্তদের গান গহিতেন তখন তাঁর নামের ঝঙ্কারে দিঙ্‌মণ্ডল ভক্তিতরঙ্গে তরঙ্গিত হইত।

পুরাণাদি জ্ঞান

জনৈক প্রিয় শিষ্য রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাম বলিয়া ছিলেন "ছেলের বিদ্যা কতদুর? আমার স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত হইয়াছে"। রসিকদাদা বুঝিলেন কাশীরাম দাসের মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত বাবা পড়িয়াছেন। সেই বোধে তিনি উত্তর

বিদ্যারসীমা

দিলেন "বাবা! আমারও ঐপর্য্যন্ত"। বাবা কহিলেন "তবেত আমার ছেলে বিদ্বান্"। বাবার কথায় গভীর অর্থ তখন রসিক দাদা বুঝিতে পারেন নাই, পরে বুঝিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি স্বর্গত। বাবা ইঙ্গিত করিলেন স্বর্গারোহণী বিদ্যা তাঁর করতলগতা। সত্যসত্যই পরা বিদ্যা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তজ্জন্য তাঁহাকে উপনিষদাদিপাঠ বা যোগ-সাধনাদি করিতে হয় নাই। সংস্কৃতভাষার সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও তিনি তন্ত্রাদির গূঢ়তত্ত্ববোধক শ্লোকাদি কখনও কখনও প্রিয়শিষ্যগণের নিকট প্রকাশ করিতেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যা রসায়ণাদিতেও তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্বিষয় পরে শুনিবেন। পার্ব্বতী সম্বন্ধে কালিদাস বলিয়াছেন—

তাং হংসমালাঃ শরদিব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥

কুমার সম্ভবে ১স. ৩০শ্লো

যেমন শরৎকালে হংসশ্রেণী স্বতঃ গঙ্গায় আগমন করে, যেমন রাত্রে মহৌষধি নামক তৃণবিশেষে জ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশ পায়, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত বিদ্যাসকল শিক্ষাকালে সেই মেধাবিনী পার্ব্বতীকে স্বতঃ আশ্রয় করিয়াছিল।

এই কবিকল্পনার সত্যতা বামে প্রমাণিত। বামকে শিক্ষাও দিতে হয় নাই। তারাবিদ্যা তাঁতে স্বতঃ স্ফুরিত হইয়াছিল।

৬। পিতৃবিয়োগ।

বামশ্চ সন্ত্যজ্য গৃহং জগদ্ধিতে
শ্মশানলীলানটনে মনো দধে।
জহৌচ তাতঃ সহসা কলেবরং
বিয়োগভীতেরুত লোকমঙ্গলে॥

বাম গৃহ ত্যাগ করিয়া জগতের হিতজন্য শ্মশানলীলা ইচ্ছা করিলেন, পিতাও হঠাৎ কলেবর ত্যাগকরিলেন। ইহা কি তনয়ের ভাবি বিয়োগ সহ্য কবিতে পারিবেন না ভাবিয়া, না তিনি থাকিলে পাছে বামের সংসার ত্যাগে বাধা পড়ে এব‚ জগতের কল্যাণে বিঘ্ন হয়, তিনি যাইলে জগতেব শ্রেয়ঃসাধন হইবে ভাবিয়া?

কৃষ্ণবালক সাজিয়া, গান গাহিয়া, বাম প্রেমভক্তি ছড়াইতেছিলেন। উহা তাঁহার নরলীলার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। তিনি স্বার্থকর জগতে অদ্ভুত ত্যাগ শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। মুখে অনেক সৎ পুরুষ ত্যাগশিক্ষা দিয়াছেন। মুখের কথা অপেক্ষা দৃষ্টান্তই অধিক আকর্ষণ করে। তাই

শ্মশানলীলা আবশ্যক। সেই লীলা সংসার না ছাড়িলে আরম্ভ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য প্রথম আশ্রম।

আনুমাণিক ষোড়ষবর্ষে বাম উপনয়ন লইলেন। পিতার অর্থাভাবই পুত্রের উপনয়নবিলম্বের কারণ। ডাবুকের কৈলাসপতি গোঁসাই ১২৬১ সালে বীরভূমে আসেন, তিনি বলিতেন ঐ সময়ে বামের উপনয়ন হয়। উপনয়নই সাবিত্রী দীক্ষা। ইহা স্বাধ্যায়নাদির দ্বার' মনু বলিয়াছেন

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈঃ হোমৈঃ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া স্থতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥

মনুসংহিতা ২অ. ২৮ শ্লো.

এই রক্ত মাংসের অপবিত্র শরীর ব্রহ্মবিদ্যালোচনা, ব্রত, হোম, বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, ও স্থতোৎপাদন দ্বারা পবিত্র এমন কি ব্রহ্মভূত হয়। অবোধপূর্ব্বক শুক্রশোণিতজ জন্ম ভূতের প্রথম জন্ম। তখন মনের সংস্কার নাই, জ্ঞানের বিকাশ নাই। মনের উৎকর্ষ বিদ্যাসাপেক্ষ। বিদ্যা দ্বিবিধা অপরা ও পরা। অপরা সংসারভোগাত্মিকা। তাহাতে মনঃ বহির্মুখি হইয়া নীচ হয় ও জীব দুঃখ পায়। তজ্জন্য সে বিদ্যা হেয়। যে বিদ্যায় বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বজ্ঞান ও নিত্যানন্দ আসে, সেই বিদ্যার

সাবিত্রী দীক্ষা

নাম পরা। সবিত্রী দীক্ষা সেই বিদ্যার প্রবেশিকা। এই জন্য উপনয়নই দ্বিতীয় জন্ম। সকলে পরা বিদ্যার অধিকারী নহেন। যাঁহারা অধিকারী তাঁহারাই দ্বিজ।

বাম নৃলোকে আসিয়াছেন, নৃরূপে জন্ম লইয়াছেন, আজন্ম সেই পরাৎপরার দিকে তাকাইয়া আছেন। লোকাচার বশতঃ তিনি ব্রহ্মদীক্ষা লইলেন। তাহার চিহ্ন যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ করিলেন, সন্ধ্যোপসনাদি শিখিলেন. যথার্থব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেন। গুরুগৃহে যাইবার প্রথা অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি গুরুপদসেবা সে সময় করিলেন না। যে জন্য গুরুগৃহে বাস অর্থাৎ শমদমতিতিক্ষোপরতিশিক্ষা, তাহা তাঁর জন্মসিদ্ধ। তাঁকে তজ্জন্য হঠযোগ করিতে হইল না। সর্ব্বদা তাঁর রাজযোগ বা তন্ময়তা ছিল। যে কার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মণ বালক প্রাচীন কালে ২৪ বৎসরে করিতেন, বাম তাহ লোকসংগ্রহ জন্য ২৪ মাস মধ্যে শেষ করিলেন।

ব্রহ্মচয্য

ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত। বাম গার্হস্থ্য লইবেন না। সন্ন্যাসই অবলম্বনীয়। তিনি সন্ন্যাস লইতে অভিলাষী হইলেন, পিতাও আং সন ১২৬২ সালে ইহধাম ছাড়িলেন। পিতা তনয়ের ভাবি বিরহ অসহনীয় এই ভাবিয়া, না পাছে মায়ার বাঁধনে পুত্রের লোকহিতকর কার্য্যে বাধা হয় অবোধ পূর্ব্বক তাহা ভাবিয়া অন্তর্হিত হইলেন?

পিতৃবিয়োগ

বামের তখন বয়স আং অষ্টাদশ বৎসর। তিনি

দ্বন্দ্বাতীত, শোকের ধার ধারেন না। পতিপ্রাণা রাজকুমারীর প্রাণে বিষম শেল বাজিল। তখন রাজকুমারীর বয়স আনুমানিক ৩৬ বৎসর। তাঁব মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিরূপে সন্তানদেব

অনটন

শোকাপনয় হইবে, কিরূপে তাদের শিক্ষা দিবেন, কিরূপে তাদের প্রতিপালন করিবেন ভাবিয়া মাতা আকুল। বাবা গিয়াছেন। কৃষ্ণ যাত্রার আব সুবিধা নাই। কৃষিই একমাত্র জীবিকা। বামের উপব চাষ দেখার ভার পড়িল। মুড়ি, নারিকেল, চাউল ভিজান প্রভৃতি জলপান বামের দ্বাবা মা কৃষাণদের জন্য মাঠে পাঠাইতেন। হাউড়ো বাম হয়তো মাঠের ধারে আকাশ তারা দেখিতেন। এদিকে কৃষাণেরা বাড়ী আসিয়া রাজকুমারীর উপর কোপ করিত। বামকে খুজিয়া বাড়ী আনিতে হইত। একদিন জলপান লইয়া যাইতে বামেব ক্রটি হওয়ায় প্রাচীন কৃষক পাঁচন বাড়ী দ্বারা বামকে দুই চারি ঘা দেন। বাবা বলিতেন "কৃষাণ দাদা আসিয়া পাঁচন বাড়ী দিলেন, কি করিব? তারা মা চেবা করিয়াছেন।"

মা বুঝিলেন বামের দ্বারা চাষ বাস হওয়া অসম্ভব। জমি ভাগে দেওয়া হইল। তাহাতে আয় কমিল। এত

মাতুলালয়ে

অল্প ধান আমদানি হইল যে তাতে সংসার চলে না। মা নিজে না খাইয়া ছেলেদের খাওয়ান, কিন্তু তাতেও সংসার অচল। সংসারের অভাব থাকুক

না থাকুক রামের তাতে আসে যায় না। রাম বুদ্ধিমান্। মার অবস্থা বুঝিয়া আব্দার করেন না। তথাপি মার প্রাণে সন্তানের ক্লেশ দারুণ বাজিতেছে। ভাবিতেছেন কি উপায়ে সন্তানদের দুইবেলা দুই মুঠা অন্ন দেই। জননী হৃদয় গ্রন্থি ছিঁড়িয়া হৃদয়ের ধন দুইটীকে আঃ ১২৬৩ সালে সাঁইতার নিকট মতুলালয়ে রাখিয়া আসিলেন।

৭। গোচারণ

একঃ সাশ্রু পুরাম্বয়া সখিকরে ন্যস্তো ব্রজে প্রেমিকঃ
অন্যো নির্ম্মমমীরিতো নিজজনৈর্বঙ্গেঽসহায়োঽধুনা।
তারামগ্নমনা যযৌ মদনজিৎ ধেনূঃ কিশোরো নয়ন্.
লীলৈবং বহিরন্যথা প্রকৃতিতো ধীচারণৈক্যংদ্বয়োঃ ॥

পুরাকালে একজন প্রেমময় কিশোর ব্রজে স্নেহময়ী (জননী) কর্ত্তৃক সজলনয়নে সখাগণের হস্তে অর্পিত হইয়া, অধুনা বঙ্গে একজন জিতকাম তারামগ্নমনা কিশোর নিজজন কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে অসহায় অবস্থায় প্রেরিত হইয়া ধেনু চরাইয়া ছিলেন। এই রূপে উভয়ের লীলা বাহ্যতঃ ভিন্ন হইলেও যথার্থতঃ জীবগণের প্রবৃত্তিচারণারূপ-লীলা উভয়ের অভিন্ন।

মাতুল মহাশয় বাম ও রামকে অন্ন দিতে লাগিলেন। শিক্ষাব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। কেবল বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করাব পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না, আমরাও নহি। তাহাতে দাতার অপেক্ষা ভোক্তাব অধিক ক্ষতি। ভোক্তা ক্রমশঃ অলস ও কাজেব বাহির হয়। কিন্তু পাত্রাপাত্র বিবেচনা কবিয়া কার্য্যভার দেওয়া উচিত। শোনা যায় বালকদিগকে গরুব ছানি কাটিতে, জাব্ দিতে, জল তুলিতে ভাব দেওয়া হইয়াছিল। হাউড়ো বাম খড় কাটিতে বসিলেন, নিজের ভাবে নিজে বিভোর, হাতেব খড় হাতেই থাকিয়া গেল। ধমক খাইয়াও তাঁর চৈতন্য হয় না। মাতুল মনে করিলেন রাম অলস। কাজ কবিবে না বলিয়া ঐরূপ করে। তিনি বামেব তারাময় ভাব বুঝিতে পারেন নাই। সুতবাং তাঁহাব প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গোচারণের ভার দিলেন।

গোচাবণ ভাব

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভগ্বান্ কৃষ্ণরূপে ধেনু চবাইয়াছিলেন। আবাব শ্রীভগবান্ বামরূপে সেই লীলা দেখাইতে আসিলেন। দুই গোচরণে বাহ্যতঃ পার্থক্য আছে। কৃষ্ণাবতারের গোচারণলীলা ভক্ত কবিগণ নানা ছন্দে অমৃতময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় নন্দরাণীর ও নন্দরাজের অদ্ভুত বাৎসল্য, শ্রীদাম সুদামের অপূর্ব্ব সখ্য, শ্রীমতীর অনির্ব্বচনীয় প্রেম উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত। ঐ চিত্রগুলি কি হৃদয়গ্রাহি! যতদিন মনুষ্যের হৃদয়

থাকিবে ততদিন ঐ চিত্রদর্শনে সেই হৃদয়ে ভাবহিল্লোল খেলিবে। শ্রীবামের গোচারণ বাহ্যতঃ অন্যরূপ। বামের কপালে আগুন। সুতরাং সে কপালে স্নেহময়ী মা যশোদা ও স্নেহময় নন্দ জুটিবেন কেন? রাজকুমারী মাতা দেবকী ভাবে ভাবিতা ছিলেন বটে, কিন্তু সেই অনাথিনী নিজ স্নেহের ধন বাম ও রামকে যে মাতুলাণীর করে সঁপিয়া দিয়াছিলেন তিনি যশোমতী-ভাবের ধার ধারিতেন না। বামের অদৃষ্টে শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম জুটে নাই। কেহ প্রাতঃকালে বামকে গোষ্ঠে যাইবার জন্য বলে নাই।

তুলনা

বাম তাঁর যশোমতীর নিকট গোচারণ জন্য অনুমতি চাহেন নাই। বামের যশোমতীও গোচারণ-সংবাদে অচেতনে ধরণা লুঠান নাই।

(আগো মা) আজু হাম চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া　　　মন্ত্রপড়ি বাঁধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলকা ভালে,　　　বনমালা দে মা গলে,
বেত্র বেণু দেহ মোর হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম　　　সুবলাদি বলরাম
সভাই দাঁড়ায়ে বাজপথে॥

বিশাল অর্জ্জুন জান রুক্মী আর অংশুমান্‌
সভাই গোঠে যায়।

গোষ্ঠ ভিক্ষা।

গোপালের কথা শুনি সজলনয়নে রাণী
অচেতন ধরণী লোটায়॥

চঞ্চল বাছুরী সনে কেমনে ধাইবি বনে
কোমল দুখানি রাঙা পায়।

বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায॥

রামের গোষ্ঠ গমনও নিম্নমত নহে।

প্রণতি করিয়া মায চলিলা যাদব রায
আগে পাছে ধায শিশুগণ।

ঘন বাজে শিঙা বেণু গব গব শুনি ধেনু
সুর নর হরষিত মন।

আগে আগে বৎস পাল পাছে পাছে ব্রজ বাল
হৈ হৈ শব্দ ঘন রোল।

গোষ্ঠ গমন

মধ্যে নাচি যায শ্যাম দক্ষিণেতে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর।

নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর বেশ।

আসিয়া যমুনাতীরে কতরঙ্গে খেলা করে
কতশত কৌতুক বিশেষ।

কেহ যায় বৃষ ছাঁদে   কেহ কার চড়ে কাঁধে
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে   কি শোভা যমুনা কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥

রাম তখন বাঁশী বাজাইতেন না। কোন ব্রজাঙ্গনা সেই বাঁশরীর রবে উধাও প্রাণে ছুটিয়া আসিতেন না। তাঁব রাই কিশোরী ছিল না যে তুঙ্গ মণিমন্দির হইতে তাঁহার গোষ্ঠ গমন দেখিবে। তাঁব সখাও ছিলনা যে তাঁকে মণিমন্দিরে স্থিব বিজলী রাই আছে দেখাইয়া দিবেন।

তুঙ্গ মণিমন্দিবে   ঘন বিজলি সঞ্চারে
মেঘরুচিবসনপরিধানা।
যত যুবতী মণ্ডলী   পন্থ ইহ পেখনু
কেহই নহে বাই কো সমানা॥
(ভাই) বিহি তুহাবী সুখ লাগি।

মণিমন্দিরে বাধা

সাজাল ইহ নায়রী   রূপে গুণে সায়রা
ধনিবে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥
নিমিষে নব নূতনা   ইহ মৃগীলোচনা
অতএব বলি তুয়ারি অনুরাগী।
দিবস অরু যামিনী   রাই অনুরাগিণী
তোঁহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি।
রতন অট্টালিকা   উপরে বসি রাধিকা
হেরি হরি অচলপদপাণি।

রসিকজনমানসে হরিগুণসুধারসে
হোবে বহু শশিশেখর বাণী ॥

বামও বেণু বাজাইয়া পদ রহিয়া রহিয়া গোচাবণে যান নাই এবং তাঁব কিশোবীও তাকে দেখিয়া সখীদিগকে এরূপ বলেন নাই।

বেণু বাজাইয়া নন্দেব নন্দন যায়।
যায় পদ বহিয়া বহিয়া রহিয়া গো ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ পায় রহি বহি চলি যায়।
পদ বহিয়া বহিয়া রহিয়া গো ॥
বুঝি উহার কেহ আছে আসিতেছে অতি পাছে।
তাইতে চাহিছে ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গো ॥
প্রেমের প্রলাপ
শ্রীদাম টানে বন পানে রাণী টানে ঘব পানে।
মোরা টানি নয়নে নয়নে নয়নে গো ॥
যদি ব্রজের বালক হতাম তবে উহার সঙ্গে যেতাম।
মাঝে যেতাম নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো ॥
যদি ব্রজের ধূলি হোতাম বঁধুর পথে পড়ে রহিতাম।
যেত বঁধু যুগল পদে দলিয়া দলিয়া দলিয়া গো ॥
হায় আমরা কি করিলাম নবনী পাসরি এলাম।
খানিক রাখিতাম ননী দেখায়ে দেখায়ে দেখায়ে গো ॥
রবি বড় তাপ দিছে চাঁদ মুখ ঘামিছে।
অলকা তিলকা যায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে ভাসিয়ে গো ॥
হেন মনে উঠে দয়া মেঘ হয়ে করি ছায়া।

তাহার ছায়ায় যেতো জুড়ায়ে জুড়ায়ে জুড়ায়ে গো ॥
যদি ব্রজের বাতাস হতাম　　যাবার কালে বয়ে যেতাম
দিতাম ঘাম মুছায়ে মুছায়ে মুছায়ে গো।
গোবিন্দ দাসের বাণী　　　শুন রাই কমলিনী
বিধি তোরে গড়িয়াছে সকল ছানিয়ে ছানিয়ে গো ॥

হাউড়ো বাম একা অনেকগুলি গরু লইয়া প্রাতে মাতুলের গোয়াল হইতে বাহির হইতেন। মাঠে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তিনি আকাশ পানে তাকাইয়া নিজের মনে চলিতেন। কোন গরু গৃহস্থের বাগানে, কোন গরু ক্ষেতে পড়িয়া পরের অপচয় করিত। বামের ভাষায় বলিতে গেলে "তিনি আকাশ তারা দেখিতেন, গো-মাতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন।" গো-মাতাদের আনন্দ হইত বটে কিন্তু যে সমস্ত দুঃখী কৃষিজীবির শস্য নষ্ট হইত সেই সব ব্যক্তি নিরানন্দ হইতেন। তাঁরা গো-মাতাদিগকে লগুড় দ্বারা ভক্তি দেখাইতেন এবং বামকেও অনুরূপ সম্বর্দ্ধনা করিতেন। ধমকেও বামের অন্তমনস্কতা যাইত না। আকাশ তারা দেখিবার রোগ তিক্তৌষধি প্রয়োগেও কাটিত না। নিত্যই বামের নামে মাতুলের নিকট অভিযোগ আসিত। নিত্যই বাম আত্মীয়েরও নিকট যথোচিত পুরস্কার পাইতেন। এইরূপে ১২৬৩।৬৪ সাল কাটিয়া গেল।

বামের গোষ্ঠ

শ্যামের ও বামের বাহ্য গোচারণে এই বাহ্য প্রভেদ। আধ্যাত্মিক গোচারণ উভয়েরই এক। উভয়ে জীবগণের মনোধেনুকে চরাইতেন ও চরাইতেছেন।

ধীচারণা

উভয়েই বাঁশী বাজাইয়া তাপিত জীবকে টানিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে গোচারণ-লীলা পরে প্রকাশ পাইবে।

৮। গৃহকৃত্য

—:*:—

আনীতঃ স্বগৃহং বামস্তারা-ধ্যানার্চ্চনে রতঃ।
গৃহকৃত্যেষুদাসীনস্তস্থৌ গৃহী ন চাগৃহী॥

(মাতুলালয় হইতে) স্বগৃহে আনীত হইলে বাম (পূর্ব্ববৎ) তারাধ্যানে ও তারার্চ্চনে ব্রতী থাকিয়া গৃহকার্য্যে উদাসীন হওয়ায় না গৃহী না গৃহত্যাগী ছিলেন।

বাম বা রাম কেহই উপকারী মাতুলের ব্যবহারে প্রতিবাদ করিতেন না। মাকেও ঐ বিষয় সংবাদ দিতেন না। রাম ভয়ে ভয়ে থাকিতেন। বাম তারা মার আদুরে ছেলে। তারা মারই কাছে আব্দার করিতেন। আর কারও কাছে আব্দার করিতে শিখেন নাই। তারা মাকে মনে মনে জানাইতেন— "মা কেন চেবা করিলি, তাইতো সকলের কাছে ধম্‌কানি খাই।"

স্বগৃহে

মা কিন্তু ছেলেকে আঁচলের নিধি করিয়া রাখিবার জন্য তাঁকে চেবাই রাখিলেন, চড়্‌কো করিলেন না।

মাতুলগৃহের কথা কয়েক মাস মধ্যেই দুখিনী জননীর কাণে গেল। তিনি আটলা হইতে ছুটিয়া আসিলেন। 'চক্ষুঃকর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল! তিনি বাদানুবাদ করিলেন না, বিনীতভাবে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পুত্র দুইটীকে লইয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন। আত্মীয় মহাশয় মায়া মমতা জানাইয়া ছেলেদের দোষ দিয়া বিদায় দিলেন।

বাম বাড়ীতে ১২৬৪।৬৫ সালে ফিরিয়া আসিয়াও পূর্ব্ববৎ আনমনা। সংসারের কোন কাজেই লাগেন না। চাষবাস দেখেন না, হাট বাজার করেন না। লেখাপড়ারও নাম নাই। মাঠে ভাগধান আনিতে গেলে, আকাশ তারা দেখেন। প্রজারা ধান ও খড় দিল, কি না দিল—তাহার খেয়াল নাই। গরু বাঁধিতে গেলে হাতের দড়ি হাতেই থাকে, বাঁধিতে ভুলিয়া যান। খড় কাটা প্রভৃতি তো দূরের কথা।

অন্যমনাঃ

বামের প্রিয় কর্ম্ম ঠাকুর পূজা করা, তারা তারা বলিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়ান। তাতেও শৃঙ্খলা নাই, মন্ত্র নাই, শুদ্ধাচার নাই। করূপি, কল্কে, মেটু প্রভৃতি যে ফুল পাইলেন তুলিলেন। সেইখানে জয় তারা মা নে বলিয়া ছড়াইয়া দিলেন। কচু পাতে আম জাম বা ফুলের নৈবেদ্য সাজাইয়া মাঠে বা গাছের তলায় মাকে প্রাণের ভাষায় [illegible]র আগ্রহে নিবেদন করিয়া দিলেন। কখন আম গাছে উঠিয়া ফল আগে খাইয়া মিষ্টি লাগিয়াছে, "তারা মা খা বলিয়া আর এক কামড় দিলেন।" কখনও দাস্য ভাব, কখনও পুত্র ভাব, কখনও বা শ্রীদাম সুদামের ভাব।

তারা পূজা

সুমিষ্ট ফল খাওরে কৃষ্ণ আমরা খেয়েছি।
ফল খেয়ে ভাই নাচ্‌তে হবে আমরা নেচেছি॥

মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া তারাপীঠে যান। তারা মাকে দেখিয়া আসেন। স্বীয় ভাবিরাজ্য মহাশ্মশানে বেড়ান, ভাবিসিংহাসন বশিষ্ঠের আসন সাদরে দেখেন। তারা মার পাদপদ্ম খানিতে বনফুল, বিল্বদল প্রভৃতি ছড়াইয়া দেন। তারাপীঠের সাধকদিগকে ভক্তি করেন। মোক্ষদানন্দ তাঁকে ভালবাসেন। শ্মশানেশ্বর মহাপুরুষ ভাবিগুরু ব্রজবাসী কৈলাস-পতি ক্ষ্যাপাও তাঁকে পুত্রবৎ আদর যত্ন করেন। তিনি ক্ষ্যাপার গাঁজা সাজেন, প্রসাদ পান। কৈলাসপতি সময়ে সময়ে আট্‌লায় যাইলে বাম তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন, অবহিত-চিত্তে তাঁহার বচনসুধা পান করেন। একদিন বাম মাকে না বলিয়া নিজবাড়ীর নারায়ণশীলা তারাপীঠে আনিয়া শিমূলতলায় তারা মার পাদপদ্মে রাখেন। বাটীতে পূজার সময় শিলার খোঁজ পড়িল। শিলা নাই, বামও নাই। সকলেই বলিল এ বামের কাজ। সংবাদ পাওয়া গেল, যে বাম তারাপীঠে। তথা হইতে বামকে শালিগ্রাম শিলাসহ আনা হইল।

তারাপীঠে

মা কখনও বামকে এই সময় ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। বাম কখনও নির্জ্জনে তারাধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, কখনও বা তারা তারা রবে ঘর ফাটাইতেন। কখনও বা তাঁর চক্ষুরূর্দ্ধগত, মুখ দিয়া ফেণ নির্গত হইতেছে দেখিয়া মা ভয়ে দ্বার খুলিয়া দিতেন।

মাতৃতাড়নে

৯। দৈবীসম্পৎ

সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণভেদে জীবের প্রকৃতি ত্রিবিধা। সাত্ত্বিক প্রকৃতি জ্ঞাননিষ্ঠ, রাজসিকপ্রকৃতি কর্ম্মনিষ্ঠ, তামসিক মোহনিষ্ঠ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভাব দৈব, রাজসিক প্রকৃতির ভাব রাক্ষস, তামসপ্রকৃতির ভাব আসুর। দৈবভাবের গুণাবলি দৈবসম্পৎ। গীতায় তাহার বিবরণ যথা :—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য পাণ্ডব॥

১৬ অঃ ১-৩ শ্লোক।

নির্ভীকতা সত্ত্বসংশুদ্ধি বা চিত্তের নির্ম্মলতা, আত্মজ্ঞানলাভে পরিনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায় বা বেদাভ্যাস, তপস্যা, সারল্য, অহিংসা, সত্য, ক্রোধাভাব, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, দয়া, লোভাভাব, মার্দ্দব অর্থাৎ অক্রূরতা, অকার্য্যকরণপ্রবৃত্তিতে লজ্জা, অচাপল্য অর্থাৎ ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচ, দ্রোহশূন্যতা, অত্যভিমানাভাব—এই ষড়্‌বিংশগুণ, হে পাণ্ডব!

যিনি দৈবীসম্পৎ লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ দৈবভাবাপন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁতে প্রকাশ পায়।

এই গুণ সমুদয়ই যোগশাস্ত্রের যমনিয়মাদি

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

পাতঞ্জল, সাধন পাদে ৩০ সূং

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানি নিয়মাঃ

ঐ ঐ ৩২ সূং

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা অলোভ, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শমদম, অপরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুপরীহার, এই কয়টী যমশব্দবাচ্য। ব্যাহ্যা· ভ্যন্তরশৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরচিন্তা এইকয়টী নিয়ম।

যোগের অষ্ট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টেবাঙ্গানি"

ঐ ঐ ২৯ সূং

অষ্টাঙ্গযোগের ফল কৈবল্য বা মোক্ষ।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের মতে মোক্ষসাধন—

আচার্য্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থেষু বিবেকিতা।
তৎকর্ম্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ॥
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্ব্বভূতাত্মদর্শনম্।
মোক্ষ সাধন — ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাং চ জীর্ণকাষায়ধারণম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্রালস্যবিবর্জ্জনম্।
শরীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্॥

নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সত্ত্বযোগ্যমৃতীভবেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৩য় অঃ

গুরুসেবা, শাস্ত্রবিবেকিত্ব, বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ, প্রিয়হিত-বচন, রমণীদর্শনস্পার্শনপরীহার, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন পরিগ্রহত্যাগ, জীর্ণ গৈরিকবস্ত্রধারণ, ইন্দ্রিয়প্রত্যাহার, তন্দ্রাবর্জ্জন, আলস্যবর্জ্জন, অনিত্যতাশুচিতাদিদোষানুশীলন, সূক্ষ্মজীববধাদিদোষদর্শন, প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, নিস্পৃহতা ও ইন্দ্রিয়সংযম। এই সকল উপায় দ্বারা জীব সম্যক্ শুদ্ধ হইয়া সত্ত্বপ্রধান হয় এবং শেষে অমরত্ব লাভ করে।

উক্ত গুণাবলির চারিটী প্রধান গুণ—শম দম তিতিক্ষা ও উপরতি বা বৈরাগ্যই—বেদান্তে সাধনচতুষ্টয় অর্থাৎ মোক্ষের চারিটী সাধন বলিয়া কথিত।

বাম মুক্তপুরুষ। উপরোক্ত মোক্ষসাধন তাঁর সহজাত। বাল্যকাল হইতে উক্ত দৈবসম্পৎ তাঁতে ছিল। তিনি সত্য ও সারল্যের মূর্ত্তি, বৈরাগ্যের বিগ্রহ। বিষয়ভোগে কখনও তাঁর স্পৃহা ছিল না। তারামাই তাঁর একমাত্র অনুরাগের বিষয়। জীবে দয়া, ধৃতি, নির্ভীকতা, অনৌদ্ধত্য, ওজস্বিতাদি যৌবনেই উন্মেষিত হয়। তন্ময়ত্ব তাঁর ঈশ্বরপ্রণিধানের পরিচায়ক। কায়মনোবাক্যে গুরু-কৈলাসপতির সেবাও করিয়াছেন। ইহা বৈদিকযুগ নহে। সুতরাং বেদাধ্যয়ন ও বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান করেন নাই। শাস্ত্রানুশীলন না করিলেও তৎফল বিবেকিত্ব এবং জ্ঞাননিষ্ঠার আভাস এই

বয়সেও তাঁতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁর মুগ্ধ বালক স্বভাব সত্ত্বসংশুদ্ধি বা চিত্তনির্ম্মলতার নিকষ। শম দম ও তিতিক্ষার উল্লেখ অনাবশ্যক।

৩। বিকাশ তরঙ্গ

—:০:—

১। সন্ন্যাস

অসারমুদ্দিশ্য যদাহ মাতা কুরুষ্ব কর্ম্মেতি তদেব পুত্রঃ।
সারার্থমাদায় জহৌ নিকেতং স নিত্যসন্ন্যাস্যপি লোকভূত্যৈ॥

অসার সংসারকর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া মাতা যে পুত্রকে কর্ম্ম কর বলেন, পুত্র তাহার সারার্থ অর্থাৎ সারকর্ম্মোদ্দেশপরত্ব গ্রহণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ সন্ন্যাসী হইলেও লোক শিক্ষার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন।

সম্ পূর্ব্বক ন্যস্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে সন্ন্যাস শব্দ নিস্পন্ন। ইহার যৌগিকার্থ সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ।

শ্রৌত সন্ন্যাস লক্ষণ

গীতায় কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকে সন্ন্যাস এবং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকে ত্যাগ বলা হইয়াছে (১৮ অ০ ২ শ্লো০) সন্ন্যাসীর শ্রৌত লক্ষণ ত্রিবিধৈষণাবিনির্ম্মুক্ত। বিত্তৈষণা অর্থাৎ ধনাদিকামনা, পুত্রৈষণা অর্থাৎ

নামকামনা, লোকৈষণা অর্থাৎ পারত্রিককল্যাণকামনা যিনি জয় করিয়াছেন তিনি সন্ন্যাসের অধিকারী।

সদম্নে বা কদম্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।
সমবুদ্ধি র্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥

যিনি সর্ব্বদাই কি সদম্নে কি কদম্নে কি লোষ্ট্রে কি স্বুবর্ণে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ উত্তমাধম দ্রব্যে সমবুদ্ধি তিনি সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বিবিধ কাল শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কল্প।

ব্রহ্মচর্য্যং সনাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহীভূত্বা বনী ভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ—জাবালোপনিষৎ ৪র্থ খণ্ডে।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপনে গৃহী, গার্হস্থাবসানে বানপ্রস্থ, শেষে প্রব্রজ্যাগ্রহণ বিধেয়।

স্মৃতি শ্রুতির প্রতিধ্বনি দিতেছেন।

অধীত্য বিধিবৎ বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বাচ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ॥

মনুসংহিতা ৬ অ০, ৩৬ শ্লো০।

বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন করতঃ শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া যথাশক্তি যজ্ঞাদি সম্পাদনের পর মোক্ষবিষয়ে মনোনিবেশ করিবে।

উদ্দাম প্রবৃত্তিনিচয়ের উন্মেষের পূর্ব্বেই পঞ্চমবর্ষ হইতে অন্যূন চতুর্বিংশতিতম বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। তদ্দারাও ভোগ বাসনা বিলুপ্ত না হইলে সমাবর্ত্তন ও দারপরিগ্রহপূর্ব্বক

গার্হস্থধর্ম্মপালন। তাহাও প্রবৃত্তিচরিতার্থ নহে।

ক্রম সন্ন্যাসী

গৃহস্থাশ্রমে প্রবৃত্তিনিবৃত্তির সুন্দর সম্মিলন। সেখানেও প্রবৃত্তিদমনের নিয়মাবলী। পুত্রার্থেই ভার্য্যাগ্রহণ। সৎপুত্র না জন্মিলে সমাজরক্ষা অসম্ভব। ভার্য্যা আবার পত্নী অর্থাৎ পতির সহধর্ম্মিনী হইবেন।

ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ২১ অ০

ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সম্যক্ সিদ্ধির জন্য ভার্য্যা ভর্ত্তার সহায়। যাগযজ্ঞাদি দ্বারা সমাজের ও নিজাত্মার কল্যাণসাধন করতঃ বয়সের সহিত সংযমের প্রভাবে ভোগবাসনা মলিন হইলে পঞ্চাশৎ বর্ষের পর সংসার হইতে অবসরগ্রহণ। ইহা শরীরের আরাম জন্য নহে, আত্মার উন্নতির জন্য। এ পথেও শিক্ষাক্রম। প্রথমে বানপ্রস্থ। পত্নীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে একাকী নচেৎ সপত্নীক বনগমন। প্রথমাবস্থায় পর্ণকুটীরাদিতে বাস, ভূমিশয্যা, মুন্যন্নে জীবনধারণ, অগ্নিপক্বাশন বা কালপক্কভোজন ইত্যাদি ত্যাগের অনুশীলন। তখনও অগ্নিহোত্র-চাতুর্ম্মাস্য-পৌর্ণমাস্যাদি ব্রত, দেবার্চ্চন, পিতৃপূজা, অতিথিসেবা প্রভৃতি করণীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সাগ্নিক তরুতলে বাস, অষ্টগ্রাস পর্য্যন্ত ভিক্ষা, অন্তর্যজন, এবং তৃতীয়াবস্থায় বায়ুভক্ষণবৃত্তি প্রভৃতি। এইরূপে মমত্ব লুপ্তপ্রায় হইলে সন্ন্যাস গ্রহণীয়। * ইহাই

* মনুসংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা তৃতীয়াধ্যায়—বানপ্রস্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

ক্রমসন্ন্যাস। আপস্তম্বাদিমতে চতুরাশ্রমই যথাক্রমে অবশ্য পালনীয়।

শ্রুতিতে সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বিতীয় কল্প।

যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্বা বনাদ্বা, অথ ব্রতী বা পুনরব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিঃ অনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

অক্রম সন্ন্যাস

(জাবালোপনিষৎ ৪র্থ খণ্ড) অনিয়ত সন্ন্যাসের ধারা অন্যরূপ (বিরক্ত হইলে) ব্রহ্মচর্য্য হইতেই, পক্ষান্তরে গৃহস্থাশ্রম হইতে কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস লইবে। জন্মাবধি অধ্যয়নাদিব্রত পালনান্তে, কিংবা ব্রতাদি পালন না করিয়া, বিদ্যাব্রত সমাপন পূর্ব্বক সমাবর্ত্তনের জন্য স্নাত হইয়া, কিম্বা ঐরূপ স্নাত না হইয়া, পত্নীমরণে নিরগ্নি কিম্বা পত্নী গ্রহণ ও অগ্ন্যাধ্যান না করিয়া, এমন কি যে দিন বৈরাগ্য উদিত হইবে, সেদিন সন্ন্যাস লইবে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি এইরূপ সন্ন্যাসের পক্ষপাতী। ইহা যুক্তিসঙ্গত। যদি ব্রহ্মচর্য্যপালনেই কিম্বা গার্হস্থ্যাবলম্বনেই কিম্বা স্বতঃ কাহারও শমদমাদি জাগিয়া বৈরাগ্য উদিত হয়, তিনি কেন সংসারে থাকিবেন ?

এতদ্ব্যতীত শ্রুতিতে আতুর সন্ন্যাস নির্দ্দিষ্ট। তাহা বীরাধ্বানে, অনাশকে, জলপ্রবেশে, অগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে ঘটিতে পারে।

যস্তু শাস্ত্রমনুস্মৃত্য বীর্য্যবান্ বাহিনীমুখে।
সম্মুখে বর্ত্ততে শূরঃ স স্বর্গান্ন নিবর্ত্ততে॥
বীরশয্যা চ বীরাধ্বা, বীরাসনস্থিতিঃ স্থিরা॥

অগ্নিপুরাণে

যে বীর শাস্ত্রানুসারে সম্মুখসমরে দেহপাত করেন তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হন। তাঁর আচরণের নাম বীরাধ্ব, বীরশয্যা বা বীরাসনস্থিতি। তিনিও শরীরে নির্ম্মম সুতরাং সন্ন্যাসী। অনাশকাদির বর্ণনা আদিত্যপুরাণাদিতে আছে। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্থ বা মহাপাতকদূষিত হইয়া যিনি স্বীয় দেহপাতের সময় আসন্ন হইলে, স্বর্গাদি কামনায় অনশনে, অগ্নিপ্রবেশে বা জলনিমজ্জনে বা উচ্চস্থান হইতে প্রপতন দ্বারা কিম্বা হিমালয়াদিতে মহাপ্রস্থান করতঃ দেহত্যাগ করেন তিনিই আতুর সন্ন্যাসী।

আতুর সন্ন্যাস

উপনিষদে জ্ঞানকর্ম্মানুসারেও সন্ন্যাসের ভেদ প্রদর্শিত— যথা জ্ঞান-সন্ন্যাস, বৈরাগ্য-সন্ন্যাস, কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও জ্ঞান-বৈরাগ্যসন্ন্যাস। পুরাণেও অনুরূপ ভেদ আছে।

জ্ঞান সন্ন্যাদি

যঃ সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চৈব নির্ভয়ঃ।
উচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতঃ॥
বেদমেবাভ্যসেৎ নিত্যং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
উচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুক্ষুর্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
যস্ত্বগ্নিমাত্মসাৎ কৃত্বা ব্রহ্মার্পণপরো দ্বিজঃ।
স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মসন্ন্যাসী মহাযজ্ঞপরায়ণঃ॥
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং জ্ঞানীত্বভ্যধিকো মতঃ।
ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ॥

কূর্ম্মপুরাণে ২৮ অ০

যিনি সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিসর্ব্বদ্বন্দ্বসহ, নির্ভীক এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত তাঁকে জ্ঞানসন্ন্যাসী বলে। যিনি জিতেন্দ্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া নিত্যই বেদাভ্যাস করেন তিনি বেদসন্ন্যাসী। যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ছাড়িয়া সমস্তই ব্রহ্মার্পণ করতঃ সর্ব্বদা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তাঁর কোন কার্য্য নাই, বাহ্যবেশাদি চিহ্নও নাই। তিনিই যথার্থ বিদ্বান্।

গীতাতেও কর্ম্মসন্ন্যাস (৫ অ০ ২ শ্লো০) এবং যোগসন্ন্যাস (৪ অ০ ১ শ্লো০) এবং উভয়ের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত। (৫ অ০ ৪ শ্লো০) কর্ম্ম সন্ন্যাস শব্দে সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগ (১২ অ০ ৬ শ্লো০) য নৈষ্কর্ম্ম (১৮ অ০ ৪৯ শ্লো০) বুঝায়। যোগ-সন্ন্যাসের নামান্তর কর্ম্মযোগ (৫ অ০ ২ শ্লো০)। ইহার অর্থ শ্রীভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মকরণ।

গীতায় সন্ন্যাস

শ্রৌত সন্ন্যাস গ্রহণ পদ্ধতির সঙ্ক্ষিপ্তসার যথা—প্রাজাপত্যেষ্টি বা আগ্নেয়ীষ্টি বা ত্রৈধাতবীয়েষ্টি করতঃ সমন্ত্রক আগ্ন্যাঘ্রাণ পূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নিসমারোপণ অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগ। অগ্নি না থাকিলে অপ্‌হোম করতঃ সমন্ত্রক পাত্র হইতে সাজ্যচরুভোজন। শেষে শিখাসূত্রত্যাগ। আতুরসন্ন্যাসেও সমর্থপক্ষে ঐরূপ বাহ্যানুষ্ঠান, অসমর্থপক্ষে উক্ত অনুষ্ঠান মানসিক। স্মৃতি-মতে সার্ব্ববেদসদক্ষিণ-প্রাজাপত্যেষ্টি করতঃ আত্মাতে অগ্নিসমারোপণ পূর্ব্বক বৌধায়নাদ্যুক্ত পুরশ্চরণ ও শ্রাদ্ধাদি বিধেয়।

বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ পদ্ধতি

জাবালমতে — জাবালোপনিষৎ সন্ন্যাসীকে শ্রেণীদ্বয়ে বিভাগ করিয়াছেন—১। পরিব্রাট্ ২। পরমহংস। পরিব্রাটের লক্ষণ যথা—

পরিব্রাট্ — অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি। ৫ম খণ্ডে।

গৌরিকবসন, মুণ্ডিতকেশ, স্ত্রীসঙ্গত্যাগী, বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্ন অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, অদ্রোহী, ভিক্ষাজীবী হইলে পরিব্রাট্ ব্রহ্মলাভ করিবেন। তাঁর ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য, জলপবিত্র প্রভৃতি সম্ভার ন্যায্য।

পরমহংসের পরিচয় যথা—

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং পাত্রং শিক্যং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেৎসৃজ্য ভূঃস্বাহেতি অপ্সু পরিত্যজ্য আত্মানমন্বিচ্ছেৎ যথাজাতরূপধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ তত্ত্বব্রহ্মমার্গে সম্যক্সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্ উদরপাত্রো, লাভালাভে সমোভূত্বা * * * *

পরমহংস — অনিকেতবাস্তব্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠঃঅশুভকর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি।

জাবালোপনিষৎ ৬ খণ্ডে

পরিব্রাজ্যনিয়মপালনে ত্যাগ বদ্ধমূল হইলে সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডাদিও ত্যাগ করিবেন। কেবল ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকিবেন। তখন তিনি জন্মকালের ন্যায় উলঙ্গ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ এবং শুদ্ধ। প্রাণধারণের জন্যই একটি মাত্র গৃহস্থের বাটীতে শাস্ত্রোক্ত

কালে অনাসক্তভাবে ভিক্ষা করিবেন। ঐ ভিক্ষাও পাত্রে লইবেন না। তিনি মুখব্যাদান করিলে গৃহস্থ যথাশক্তি কিঞ্চিৎ আহার তাঁর মুখে দিবেন। ইহার নাম উদরপাত্র। লাভালাভে, ইষ্টানিষ্টে তিনি সমবুদ্ধি হইবেন। আত্মনিষ্ঠ হইয়া প্রাক্তনসংস্কার নির্ম্মুলন করিবার প্রয়াস পাইবেন। বাসনা ক্ষয় হইলে দেহত্যাগ করিবেন। পরমহংসের উন্নতস্তরে নিয়মের তাদৃশ বন্ধন নাই।

তত্র পরমহংসা নাম সম্বর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতুদুর্ব্বাসঋভুনিদাঘ জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-বৈতরকপ্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গাঅব্যক্তরূপা অনুন্মত্ত উন্মত্তবদাচরন্তঃ।

জাবালোপনিষৎ ৫ম খণ্ডে

ঐ পরমহংসগণের মধ্যে সম্বর্ত্তক প্রভৃতি চরমোন্নতগণের বেশ ও আচার আশ্রমবিরুদ্ধ। তাঁহারা উন্মত্ত না হইলেও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করেন। সম্বর্ত্ত প্রাক্তনসিদ্ধ। তিনি কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

অপি চ স্মর্য্যতে।　　　　ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩৮

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং নগ্নচর্য্যাদিযোগাৎ অনবেক্ষিতব [illegible]পি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে। শঙ্করভাষ্য।

অরুণপুত্র শ্বেতকেতু দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করতঃ অধ্যয়নহেতু পাণ্ডিত্যাভিমানপূর্ণ হইয়া গৃহে সমাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে পিতা জিজ্ঞাসা করেন—বৎস! এমন কি শিক্ষা করিয়াছ যাহা জানিতে পারিলে সর্ব্ব বিষয় জানা যায়। তিনি উত্তর দিতে পারিলেন না।

সম্বর্ত্তাদি অব্যক্তাচার

পুনরায় গুরুগৃহে যাইলেন। ঐ প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না। তখন অরুণ শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মোপদেশ দেন। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই মহাবাক্য ঐ শ্বেতকেতুতেই প্রযুক্ত। দুর্ব্বাসা অত্যন্ত কোপনস্বভাব, রুদ্রের অবতার। ঋভু ব্রহ্মার পুত্র। নিদাঘ ব্রহ্মনন্দনপুলস্ত্যের পুত্র, দেবিকাতীরবাস্তব্য ঋভুর শিষ্য। জড়ভরতাদি পুরাণপ্রসিদ্ধ। দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর অবতার, কার্ত্তবীর্য্যের গুরু, স্ত্রীমদিরাসেবী, কৌলাচারী।

সন্ন্যাসোপনিষদে সন্ন্যাসী ছয় প্রকার—কূটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত। কূটীচক সন্ন্যাসীর প্রথমাবস্থা তখন শিখাসূত্র, গৃহেবাস, পিতৃশুশ্রূষাদি আছে। বহূদক দ্বিতীয় দশা। তিনিও শিখাসূত্রধারী, গৃহবাসী। মধ্যে মধ্যে তীর্থভ্রমণাদি করেন। ক্রমশঃ মমত্ব ক্ষীণ হইলে হংসত্বপ্রাপ্তি। তখনও শিখাসূত্র থাকিতে পারে। আরও উন্নত হইলে পরমহংস। তখন শিখাসূত্রত্যাগ অর্থাৎ দেবার্চ্চন, পিতৃক্রিয়াদি সর্ব্ববিধ গৃহস্থ কৃত্যের অবসান। তুরীয়াতীত সর্ব্বত্যাগী, দিগম্বর, দেহমাত্রাবশিষ্ট। তিনিও বিধিনিষেধের অধীন। "অবধূতস্তনিয়ম"। অবধূতই চরম সন্ন্যাসী। তিনি বিধির কিঙ্কর নহেন। নারদ পরিব্রাজকাদিতেও এইরূপ সন্ন্যাসীভেদ। পরম হংসোপনিষদে সন্ন্যাসীর নাম পরমহংস। তাঁর দুই শ্রেণী। পরমহংসের সুবর্ণাদি পরিগ্রহ নাই। কোন কোন শ্রুতি সন্ন্যাসীর সঞ্চয়ও স্বীকার করেন। অবধূতোপনিষদে অবধূতের ভোগও স্বীকৃত।

সন্ন্যাসোপনিষদাদির মত কূটাচকাদি

অবধূত

শ্রুতি সকলের সমন্বয় করিতে গেলে কুটীচক, বহূদক ও হংস পরিব্রাট্শ্রেণীভুক্ত; পরমহংস ও তুরীয়াতীত পরমহংসের প্রথম ও দ্বিতীয়, অবধূত পরমহংসের অন্তিম অবস্থা। পরিব্রাট্ অল্পবিস্তর সঞ্চয়, দেবার্চ্চন শিষ্যসংগ্রহাদি করিতে পারেন।

শ্রুতিসমন্বয়

কালান্তরোপভোগার্থং সঞ্চয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শুশ্রূষালাভপূজার্থং যশোর্থং বা পরিগ্রহঃ।
শিষ্যাণাং প্রতি কারুণ্যাৎ শিষ্যসংগ্রহ ঈরিতঃ॥

পরিগ্রহ

সন্ন্যাসোপনিষৎ

পরমহংসের প্রথম দশায় কৌপীনাদি যথাসম্ভব সম্ভার এবং স্বাধ্যায় থাকিবে। তাঁর দ্বিতীয় দশার চিত্র যথা—

আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারঃ ন নিন্দা ন স্তুতি-যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ভিক্ষুঃ। নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রং ন ধ্যানং নোপাসনং ন চ লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথক্, না-পৃথক্, নাহং ন ত্বং ন সর্ব্বং চ, জ্ঞানস্থিতিরেব ভিক্ষুঃ।

পরমহংসোপনিষৎ

ভিক্ষু দিগম্বর। তাঁর নমস্কার অর্থাৎ দেবার্চ্চন নাই, স্বধাকার অর্থাৎ পিতৃকৃত্য নাই। তাঁর স্তুতিনিন্দায়, আবাহন-বিসর্জ্জনে সমজ্ঞান। তাঁর মন্ত্রজপ ধ্যান বা উপাসনার আবশ্যকতা নাই। তাঁর কোন পার্থিব বিষয়ে লক্ষ্য অলক্ষ্যও নাই। কি নির্জ্জনে কি জনসঙ্ঘে তিনি সমান থাকিবেন। তাঁর আমি তুমি জ্ঞান নাই, বাহ্যজ্ঞানও নাই। ভিক্ষু জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ।

পাছে তাঁর পতন হয় তজ্জন্য শ্রুতি তাঁর সুবর্ণাদি-পরিগ্রহ ও শিষ্যসংগ্রহ ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিতেছেন।

সৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ন লোকং নাবলোকং চ।
অবাধকঃ ক ইতি চেৎ বাধকোঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং
রসেন দৃষ্টং স ব্রহ্মহা ভবতি। * * * পরমহংসোপনিষৎ

ভিক্ষু কিছুতেই সুবর্ণাদি লইবেন না এবং লোকসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন। যদি বল তিনি ব্রহ্মবিৎ, তাঁর পক্ষে আবার বাধক বা নিষেধ কি আছে? তদুত্তর এই যে তাঁরও বাধক নিশ্চয়ই আছে। কারণ ভিক্ষু সুবর্ণকে রসের সহিত অর্থাৎ আসক্তির সহিত দেখিলেও তিনি ব্রহ্মঘাতী হন ইত্যাদি।

নিষ্পরিগ্রহ

তৃতীয় স্তরের পরমহংস বা অবধূত বিধিনিষেধের কিঙ্কর নহেন। তাঁর ত্যাগ ও ভোগ উভয়ই তুল্য। ভোগ দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। তাঁর ভোগ আসক্তিশূন্য।

যথা রবিঃ সর্ব্বরসান্ প্রভুঙ্‌ক্তে হুতাশনশ্চাপি হি সর্ব্বভক্ষ্যঃ।
তথৈব যোগী বিষয়ান্ প্রভুঙ্‌ক্তে ন লিপ্যতে পুণ্যপাপৈশ্চশুদ্ধঃ॥
অবধূতোপনিষৎ।

যেমন সূর্য্য কটুম্লমধুরাদি ষড়্‌রস আকর্ষণ করিয়াও বিকৃত হন না, এবং যেমন হুতাশন পূতাপূত সর্ব্ববস্তু ভক্ষণ অর্থাৎ ভস্মীভূত করিয়াও অপবিত্র হন না; তেমন যোগী অর্থাৎ অবধূত বিষয় উপভোগ করেন কিন্তু পাপপুণ্যে স্পৃষ্ট হন না। তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ।

নির্লিপ্তভোগ

গীতায় সন্ন্যাসীর নিত্যকর্ম্ম বিহিত কিন্তু তাহা ফলকামনা-শূন্য হওয়া চাই।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

৬ষ্ঠ অ০ ১ম শ্লো০

যিনি ফল কামনা না করিয়া নিত্য কর্ম্ম করেন তিনিই কর্ম্মযোগী ও সন্ন্যাসী। অগ্নিত্যাগী বা কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নন।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে কর্ম্ম যখন দোষযুক্ত অর্থাৎ অদৃষ্টফলদ ও ক্ষয়ি, তাহা সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাজ্য। অপর পণ্ডিতগণ বলেন যে যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। এই দুই মতের সমাধান ভগবান্ এই করিয়াছেন যে যজ্ঞদানতপঃ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠেয়।

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

৫অ০ ১০শ্লো০

যিনি ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া, আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন তাঁর কর্ম্মফলে পাপ পুণ্য স্পর্শ হইতে পারে না। ইহা যুক্তিযুক্ত। কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইলে, আমার বলিয়া জ্ঞান না থাকিলে আমি সেই কর্ম্মফল কেন পাইব? যদি বলেন অগ্নিতে অঙ্গুলি না জানিয়া দিলেও অঙ্গুলি কি দগ্ধ হয় না? উত্তর এই যে অগ্নিও ব্রহ্ম, অঙ্গুলিও ব্রহ্ম, দহনও ব্রহ্ম, অনুভবও ব্রহ্মের—এই জ্ঞান হইলে দাহজনিত দুঃখানুভব আসিতে পারে না। ঐরূপভাবে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, তৎফলে জ্ঞাননিষ্ঠা বা ব্রহ্মলাভ। সুতরাং গীতার মতে চতুর্থাশ্রমীমাত্র সন্ন্যাসী নন। যে কেহ অধ্যাত্মচেতা হইয়া নিত্যকর্ম্ম করিবেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং এইরূপ ভাবে যিনি কর্ম্ম না করেন তিনি সন্ন্যাসী নন। কর্ম্মফল-সন্ন্যাসই সন্ন্যাস, কর্ম্মসন্ন্যাসই সন্ন্যাস নহে। কর্ম্মফলসন্ন্যাসের ফলে শেষে কর্ম্মসন্ন্যাস আসিবে। ঐ অবস্থায় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

গীতার সন্ন্যাসী

স্মৃতিতে সন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু, যতি, মুনি ইত্যাদি। কুটীচকাদিব অবান্তর ধর্ম্মভেদ স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। যতির পালনীয় ধর্ম্ম যথা :—

সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রিয়েৎ ॥
অপ্রমত্তশ্চরেৎ ভিক্ষাং সায়াহ্নে নাভিলক্ষিতঃ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ ॥
সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ বিহায় চ।
ভয়ং হৃত্বা চ ভূতানামমৃতীভবতি দ্বিজ ॥
কর্ত্তব্যাশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেন বিশেষতঃ।
জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ স্বাতন্ত্রকরণায় চ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যে ৩য় অধ্যায়ে যতিপ্রকরণে

যতি সর্ব্বভূতহিতে রত এবং শমাদিগুণসম্পন্ন। তাঁর বাহ্য-সম্ভার ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু। তিনি সর্ব্বত্যাগী, আত্মারাম। কেবল ভিক্ষার জন্য প্রত্যহ সায়াহ্নে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ না করতঃ গ্রামে আসিবেন। কোন প্রমাদের কার্য্য করিবেন না। প্রাণযাত্রার উপযোগিনী ভিক্ষা লইবেন। আশ্রমপীড়া না হয় সেইজন্য যে গ্রামে বহু ভিক্ষুক আছে সে গ্রামে যাইবেন না। তিনি সর্ব্বথা ইন্দ্রিয়সংযমী হইবেন। আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ভিক্ষুর বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞানলাভই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তিনি প্রাণায়াম, গায়ত্রীজপ, ধ্যানধারণাদি ও তপশ্চরণ, স্বাধ্যায়াদি করিবেন। (মনুসংহিতার ৬ষ্ঠ অঃ) মান লাভকে তিনি বিষবৎ দেখিবেন। তাঁর শিষ্যসংগ্রহ নাই, পরধর্ম্মে উপেক্ষা নাই, বাগ্‌বিতণ্ডা নাই। তিনি স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান, সর্ব্বজীবে

স্মার্ত্ত সন্ন্যাসী

সমদর্শন। অষ্টাঙ্গমৈথুন তাঁর বর্জ্জনীয়। স্ত্রীচিত্র পর্য্যন্ত তাঁর দ্রষ্টব্য নহে।

ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাং চ ন স্পৃশেৎ যঃ স ভিক্ষুকঃ।
যতিধর্ম্মনির্ণয়ে।

যতির পরিগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা ঃ—

কৌপীনাচ্ছাদনং বাসো কন্থাং শীতনিবারিণীম্।
পাদুকে চাপি গৃহ্ণীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥

যতি লজ্জানিবারণের জন্য কৌপীন, শীতনিবারণের জন্য একখানি কন্থা ও পাদুকাযুগল লইবেন, তদধিক লইবেন না।

তৎসম্ভার

মিতাক্ষরাধৃতবচনমতে তিনি অধ্যাত্মপুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে পারেন। যতির মঠাধিপত্য নাই।

সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী যতির্যদি মঠাধিপঃ।
তস্যৈব নিষ্কৃতি র্নাস্তি চাণ্ডালাৎ জনগর্হিতা॥
হেমাদ্রিধৃত দেবলবচনম্।

যতি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। যদি তিনি লোভে মঠাধিপতি হন তাঁর নিষ্কৃতি নাই; সর্ব্বজননিন্দিত চণ্ডাল অপেক্ষা তিনি হীন হইবেন।

যতির ব্রত ও উপব্রত—

মঠাধিপত্য

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং মৈথুনস্য চ বর্জ্জনম্ !
প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতবচনম্।

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য ও অষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জ্জন যতির

ব্রত। অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, অপ্রমাদ, শৌচ ও আহার-শুদ্ধি যতির উপব্রত।

যতির ব্রতোপব্রত

ব্রতোপভঙ্গে যতির পাতক ঃ—

মঞ্চকং শুক্লবস্ত্রং চ স্ত্রীকথা লৌল্যমেব চ।
দিবাস্বাপশ্চ যানং চ যতীনাং পততানি ষট্ ॥

যতিধর্ম্মনির্ণয়ধৃত বচনম্।

খট্বায় শয়ন, শুক্লবস্ত্রপরীধান, রমণীবিষয়িণী কথা, তৎ সঙ্গমে লোভ, দিবসে নিদ্রা, যানারোহণ, এই ছয়টি যতির পাতক। পতনশব্দ পাতকবাচক।

পাতকবিশেষে যতির প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ বিহিত। প্রায়শ্চিত্তের ফল সম্বন্ধে স্মৃতির মতভেদ আছে। পাপের শক্তি দ্বিবিধা—নরকোৎপাদিকা, ব্যবহারবিরোধিকা। মিতাক্ষরাদি-মতে জ্ঞানকৃতপাপে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নরকোৎপাদিকাশক্তির নাশ হয় না, ব্যবহারবিরোধিকাশক্তির নাশ হয়। অজ্ঞানকৃত-পাপে প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই নষ্ট করে।

প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে ॥

যাজ্ঞবল্ক্যে ৩ অ০ ২২৬ শ্লো০।

রঘুনন্দন "ব্যবহার্য্য" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "অব্যবহার্য্য" পাঠ ধরিয়া বলেন যে মহাপাতকাদিতেও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পারত্রিক শুদ্ধি হয় ঐহিক শুদ্ধি হয় না। ভবদেবমতে উক্ত বচনে অব্যবহার্য্যপদ নিন্দার্থক। শূলপাণি ব্যবহার্য্য ও

অব্যবহার্য্য উভয়বিধ পাঠ ধরিয়াছেন। তন্মতে ব্যবহার্য্য পাঠের অর্থ এই যে অজ্ঞানকৃতপাপে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জ্ঞানকৃতপাপের ক্ষয় হয় না কিন্তু ব্যবহার্য্য মাত্র হয়। ঐরূপ অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে অর্দ্ধ পাপ ক্ষয় হয় ও তদনুষ্ঠাতাব সহিত সম্ভাষণস্পর্শনাদি লঘু ব্যবহার দোষের হয় না। অব্যবহার্য্য পাঠেব তিনি এইরূপ অর্থ করেন যে শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তকরণে পাপক্ষয় নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু ব্যবহার্য্য হয় না। পরাশর মাধবে নানা মত সমালোচিত।

যতির প্রায়শ্চিত্ত

সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ করতঃ পুনরাবর্ত্তন বা পুনগার্হস্থাশ্রম-গ্রহণ অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিলে যতির আরূঢ়পতিত এই সংজ্ঞা হয়। আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে,—ব্রতোপব্রত ভঙ্গেও যতি আরূঢ়পতিত হন। তাহা সমীচিন বোধ হয় না।

উত্তমাংবৃত্তিমাশ্রিত্য পুনরাবর্ত্তয়েৎ যদি।
আরূঢ়পতিতো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্ববিধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥

যতিধর্ম্মধৃতমনুবিষ্ণুবচন !

আরূঢ়পতিতের নামান্তর প্রব্রজ্যাবসিত, স্বধর্ম্মচ্যুত। আরূঢ়পতনের নাম প্রত্যাবর্ত্তন, অবরোহ, প্রত্যাপত্তি ইত্যাদি। মিতাক্ষরামতে প্রত্যাপত্তির অর্থ গার্হস্থাশ্রম পরিগ্রহ। “প্রত্যাপত্তির্গার্হস্থাশ্রমপরিগ্রহঃ। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে ২৮০ শ্লোক) শঙ্করাচার্য্য-মতে আরূঢ়পতিত সন্ন্যাসীর প্রায়শ্চিত্তফলে ব্রহ্মবিদ্যায়

আরূঢ়পতিত

অধিকার ঘটে কিন্তু ঐহিক শুদ্ধি বা ব্যবহার্য্যতা হয় না।

"বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ।"

ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৪৩। শঙ্ক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ইহার অনুকূল শ্রুতি—"অরণ্যমীয়াৎ ন পুনরেযাৎ" অরণ্যে যাইবে অর্থাৎ সন্ন্যাস লইবে। তাহা হইতে পুনরায় গার্হস্থে আসিবে না। শাস্ত্রে আরোহ অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি বা ঊর্দ্ধাশ্রমপ্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে, অবরোহ বা ঊর্দ্ধাশ্রম হইতে নিম্নাশ্রমপ্রাপ্তির বিধান নাই।

প্রব্রজ্যাবসিতের দণ্ড বিপ্রের পক্ষে নির্ব্বাসন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দাসত্ব।

প্রব্রজ্যাবসিতা যত্র ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নির্ব্বাসং কারয়েৎ বিপ্রং দাসত্বং ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যে ২য় অ০ ১৮৩ শ্লো০

এ স্থলেও মিতাক্ষরার মত যে প্রায়শ্চিত্ত না করিলেই ঐরূপ দণ্ড। যতি সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া তৎ পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে তিনি দণ্ডার্হ নন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতঃ প্রব্রজ্যাসিত হইবার পর গৃহীত পত্নী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। দক্ষের মতে যিনি পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাস লইয়া স্বধর্ম্মে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে না থাকেন অর্থাৎ পুনরায় গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেন, রাজা তাঁর ললাটে কুকুরের নখ অঙ্কিত করিয়া নিষ্কাশিত করিবেন।

আর পতনের দণ্ড

পারিব্রাজ্যং গৃহীত্বা তু যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি।
শ্বপদেনাঙ্কয়িত্বা তং রাজা শীঘ্রং বিবাসয়েৎ ॥

দক্ষ সংহিতা ৭ম অং ৩৪ শ্লোং

প্রব্রজ্যাপালনের ফল :—

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥

মনু ৬ষ্ঠ অং

এইরূপ বিধিনিষেধপরিপালনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সকল সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শীতোষ্ণাদি সর্ব্বদ্বন্দ্বপরিহারে যতি ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত হন।

সন্ন্যাসের ফল

উপরোক্ত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সন্ন্যাসী কলিযুগের প্রারম্ভে যে অত্যন্ত বিরল হইয়াছিলেন তাহা ঊর্দ্ধরেতসাশ্রম সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে জৈমিনীবাদরায়ণের বিপ্রতিপত্তিতেই ব্যক্ত। শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডন মিশ্রের প্রথম কথোপকথনেও বুঝা যায় যে কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ একরূপ অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত ছিল।

কলিযুগে শ্রৌত সন্ন্যাস

বৃহন্নারদীয়াদি পুরাণে কলিকালে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে নিষেধও বর্ত্তমান যুগে শ্রৌত সন্ন্যাসের অনুপযোগিতার ও বিরলতার সাক্ষ্য দিতেছে। শঙ্করাচার্য্য কলিকালে সন্ন্যাসের পুনঃ প্রবর্ত্তক। তাঁর প্রয়াসেও বৈদিক সন্ন্যাসীর পূর্ণ ত্যাগ আসে নাই। আচার্য্য স্বয়ং যথাজাতরূপধর, উদর

পাত্র, বাদবিতণ্ডাশূন্য পরধর্ম্মঘট্টনপরীহারী তুল্যনিন্দাস্তুতি ছিলেন না। তাঁর শিষ্যবর্গ মঠাধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এখনও গোবর্দ্ধনাদিমঠের জগদ্গুরু শঙ্কর শ্রৌতসন্ন্যাসীর ত্যাগ লন নাই। তাঁদের স্বর্ণ ছত্র, রৌপ্য পাদুকা, সিংহাসন, হস্ত্যশ্বযানবাহনাদি, শিষ্য সেবক দাস প্রভৃতি শ্রৌত সন্ন্যাসের বিরোধী। কলির সন্ন্যাস মুখ্য নহে ভাক্ত। স্মৃতিমতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পক্ষে কলিকালে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ।

কলিতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসই সম্ভবপর এবং সম্প্রচলিত। শঙ্কর সম্প্রদায়ের যোগ-ভোগ তান্ত্রিক-সন্ন্যাসপ্রভাবের পরিচায়ক।

তান্ত্রিক সন্ন্যাস

অধিকাংশ তন্ত্রমতে কলিতে বৈদিক সন্ন্যাস বা দণ্ড ধারণ নাই। মহানির্ব্বাণাদি মতে বর্ত্তমান যুগে আশ্রম দুই—গার্হস্থ ও ভৈক্ষুক এবং বর্ণ পাঁচ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও সামান্য। জাতমাত্রই মনুষ্য গৃহস্থ, সংস্কারগ্রহণে গার্হস্থাশ্রমী। ভৈক্ষুকাশ্রমের নামান্তর অবধূতাশ্রম। তন্ত্রোক্তপদ্ধতিমতে অবধূতাশ্রমগ্রহণের নাম সন্ন্যাস-গ্রহণ। সন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু, যতি ও অবধূত।

গার্হস্থো ভৈক্ষুকশ্চাপি আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি বা প্রিয়ে ॥ ৮ ॥

* * * * *

ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্ত দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥

শৈবসংস্কারবিধিনাবধূত্বাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১ ॥

মহানির্ব্বাণে ৮ উ০।

নির্ব্বাণতন্ত্রমতে সন্ন্যাস দ্বিবিধ মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য সন্ন্যাসে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। তাহাতে দণ্ড ধারণ আছে। গৌণ সন্ন্যাস সর্ব্ববর্ণপর। তাহাতে দণ্ড ধারণ নাই। মুখ্য সন্ন্যাসীর নাম সন্ন্যাসী, গৌণ সন্ন্যাসীর নাম অবধূত। অবধূতের সাধারণতঃ বাহ্য লিঙ্গ—লম্বিতকেশ, রুদ্রাক্ষমালা, সিন্দুরবিন্দু প্রভৃতি। (নির্ব্বাণতন্ত্রের ১৩ পটল ও ১৪ পটল দ্রষ্টব্য) যোগিনীতন্ত্রমতে অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাসাশ্রম। তদ্-গ্রহণে সর্ব্ববর্ণের অধিকার থাকিলেও শূদ্রাবধূত ব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা ভৈরবী গ্রহণ করিতে পারেন না। (যোগীতন্ত্রে ৬ষ্ঠ) কুলার্ণবাদিতে যে কৌলের পক্ষে সন্ন্যাসব্রত-ধারণ নিষিদ্ধ তাহা শ্রৌত সন্ন্যাসপরব্যাখ্যেয়।

তন্ত্রেও সন্ন্যাস গ্রহণের কাল দ্বিবিধ। প্রথম গার্হস্থ্য-সমাপনান্তে, দ্বিতীয় বৈরাগ্যোৎপত্তিতে। গার্হস্থাশ্রমধর্ম্মপালনে ইন্দ্রিয়সংযমাদি হয়, এবং তদপালনে সমাজের ক্ষতি। সুতরাং গার্হস্থ যথাবিধি পালনীয়। কিন্তু বৈরাগ্যই যখন সন্ন্যাসের মূল সুতরাং তন্ত্রও বৈরাগ্যোদয়ে সন্ন্যাস স্বীকার করেন।

জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥
মহানির্ব্বাণে ৮ম অ০ ১৫ শ্লো০

জন্মিবামাত্রই মনুষ্য গৃহস্থ হন কিন্তু দশবিধ সংস্কারের কোন সংস্কার পাইলেই গৃহস্থাশ্রমী হন। হে মহেশ্বরি! প্রথমে গৃহস্থধর্ম্ম পালনীয়। কিন্তু যখনই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হইবে তখনই সকল ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম লইবে। প্রথম শ্লোকটীতে ক্রম সন্ন্যাস, দ্বিতীয়টীতে অক্রম সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে।

সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদগচ্ছেৎ নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
মহানির্ব্বাণে ৮ম অ০ ২২৫ শ্লো০

গৃহধর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শত্রুগণকেও পরিতুষ্ট করিয়া মমতাশূন্য, নিষ্কাম হইয়া বিশেষরূপে ইন্দ্রিয় জয় ঘটিলে গৃহ হইতে চলিয়া যাইবে। এইরূপ বচন ক্রমসন্ন্যাসপর, অক্রম-সন্ন্যাসের বাধক নহে।

বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাং।
ত্যক্ত্বাসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রবজ্যন্নারকী ভবেৎ ॥
মহানির্ব্বাণে ৮ম অ০ ২২৩ শ্লো০

বৃদ্ধ পিতা মাতাকে, শিশুসন্তানকে, ধর্ম্মপত্নীকে, অসমর্থ বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলে নরকে যায়।

এই বচন ও অনুরূপ বচনাবলী ক্রমসন্ন্যাসের স্তুতিমাত্র;

কারণ প্রতিপালনে অসমর্থ বন্ধু বা আত্মীয়কে ত্যাগ করিয়া যদি সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে কাহারও সন্ন্যাস সম্ভবপর হয় না।

এইরূপ ক্রমসন্ন্যাসের অর্থবাদ নারদ পরিব্রাজকাদি শ্রুতিতেও প্রদত্ত। শ্রৌতসন্ন্যাসের অক্রমত্ব সর্ববাদি সম্মত, সুতরাং তন্ত্রেরও ক্রমসন্ন্যাসার্থবাদ অক্রমত্বনিষেধক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আর মহানির্ব্বাণ বা নির্ব্বাণতন্ত্রের আপাততঃ গার্হস্থ্য-প্রতিপাদনপর বচনের যথাশ্রুতার্থ ধরিলেও উপনয়ন সংস্কার দ্বারাই মহানির্ব্বাণমতে গৃহস্থাশ্রমিতাপ্রাপ্তি। দারগ্রহণই গার্হস্থ্য প্রাপক নহে।

ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্।
প্রাপ্তা গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয়॥

মহানির্ব্বাণে ৯ম অ০ ২২২ শ্লো০

আচার্য্য উপনেতব্য মানবকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমার কি আশ্রম? মানবক আচার্যের পদযুগল ধারণ করতঃ বলিবেন আমাকে আশ্রমী করুন। আচার্য্য তখন তাঁহাকে সব্যাহৃতি গায়ত্রী দিয়া বলিবেন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে তোমার শরীর পবিত্র হইয়াছে। আর তোমার ব্রহ্মচর্য্যবেশের আবশ্যক নাই, তুমি তাহা পরিত্যাগ কর। তুমি গৃহস্থাশ্রম পাইয়াছ। সেই আশ্রমের বিহিত পিতৃদেবার্চ্চনাদি কর।

উপনয়নেই গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্তি

নির্ব্বাণতন্ত্রে ১৩ পটলে মুখ্যসন্ন্যাসগ্রহণপদ্ধতি বিস্তারিত

ভাবে প্রদত্ত। ঐ বিধি গৌণসন্ন্যাসেও প্রযোজ্য। অবধূতাশ্রম-ধারণের জন্য শৈবসংস্কারবিধি মহানির্ব্বাণের অষ্টমোল্লাসে লিখিত।

তান্ত্রিক সন্ন্যাস পদ্ধতি

তাঁর মর্ম্ম এইরূপ ঃ—দৈবতর্পণ, পিতৃতর্পণ, ঋষিতর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ, আত্মশ্রাদ্ধ, ত্র্যম্বকমন্ত্র-জপ, ব্যাহৃতিহোম, প্রাণহোম, তত্ত্বহোম, শিখাসূত্রহোমাদি। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকের সন্ন্যাস-গ্রহণে উক্ত অনুষ্ঠানাদির আবশ্যকতা নাই। কেবল নিজমন্ত্রে শিখাচ্ছেদ।

অবধূত প্রথমতঃ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। ব্যক্তাবধূতের শাস্ত্রোক্ত বাহ্যলিঙ্গ থাকিবে। অব্যক্তাবধূতের বেশ গৃহস্থবৎ। অবধূত গৃহেও থাকিতে পারেন, গৃহত্যাগও করিতে পারেন। গৃহস্থিতাবধূতের নাম গৃহানুগ। গৃহত্যাগীর নাম চিতানুগ।

অবধূতভেদ

কোন কোন তন্ত্রে অবধূতকে যতি ও যোগী বলা হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্রে যোগী-শব্দে ষট্‌চক্রভেদক পশ্বাচারী যোগী মাত্র বুঝায়। নিরুত্তরতন্ত্রে যোগী বা অবধূত ত্রিবিধ—ভক্ত, সালম্ব ও নিরালম্ব। মহানির্ব্বাণে অবধূতের ভেদ প্রথমতঃ জ্ঞানতারতম্যানুসারে। জ্ঞানদুর্ব্বল স্বজাতিচিহ্ন রাখিয়া গৃহে থাকিয়া আত্ম-শোধনের জন্য জ্ঞান সাধন করিবেন। (১৪ উ০ ১৫০-৫১ শ্লো০) মহানির্ব্বাণে অবধূতের অন্য চারিপ্রকারও ভেদ দেখা যায়। আদৌ ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূত। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মাবধূত। শক্তিমন্ত্রোপাসক পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া

সন্ন্যাস লইলে শৈবাবধূত। তন্ত্রান্তরে শৈবাবধূতের নাম শাক্তা-বধূত বা কৌলাবধূত। পূর্ণাপূর্ণভেদে ব্রাহ্ম ও শৈব অবধূত আবার দ্বিপ্রকার! অপূর্ণের নামান্তর পরিব্রাট্, পূর্ণের নাম পরমহংস। পরিব্রাট্ গৃহী বা উদাসীন। পরমহংস সন্ত্যক্তগৃহ।

(মহানির্ব্বাণে ১৪ উ০ ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ শ্লো০

শৈবপরিব্রাট্, ব্রাহ্মপরিব্রাট্ শৈবপরমহংস, ব্রাহ্মপরমহংস—এই চারি শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্তের পারিভাষিক সংজ্ঞা হংস। সকলেই কুলযোগী বা কুলসন্ন্যাসী। (১৪ উ০ ১৭২, ১৭৪ শ্লো)

তান্ত্রিকসন্ন্যাসীও যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, অসঞ্চয়ী, নির্লোভ, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। তাঁর অধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যায়ন ও তত্ত্ববিচার আছে।

শ্রৌত ও মহানির্ব্বাণে ৮ম উ০ ২৮২ শ্লো০

তান্ত্রিক সন্ন্যাসী তাঁর দৈবে অর্থাৎসকামযাগাদিতে, পিত্রে অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে, আর্যে অর্থাৎ অপরাবিদ্যার অনুশীলনে অধিকার নাই।

মহানির্ব্বাণে ৯ম উ০ ৯৬৬ শ্লো০)।

তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ যথা—

ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়াঃ।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণে ৮ম উ০ ২৭৯ শ্লো০

তিনি ধাতু অর্থাৎ ধনাদি লইবেন না। পরনিন্দা, অনৃত, স্ত্রীলোকের সহিত কেলি, রেতঃপাত, পরদ্রোহবর্জ্জন করিবেন।

এ সব বিষয়ে শ্রৌত ও তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর তুল্যরূপতা। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অবধূত বিধায় বীর ও কৌল সন্ন্যাসী বাহ্য পঞ্চতত্ত্ব লইতে পারেন। কেহ কেহ বলিতে চান যে সর্ব্ববিধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর বাহ্যপঞ্চতত্ত্বগ্রহণাধিকার নাই। তাহা তন্ত্রাভিমত বলা যায় না। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে হংসনামক ব্রাহ্মাবধূতেরই পক্ষে মৈথুনতত্ত্বসেবন নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ তন্ত্রের বিধান যথা—

সম্বিদাসেবনং কুর্য্যাৎ সদা কারণসেবনম্।

নির্ব্বাণতন্ত্রে ১৪ পটলে।

সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই সম্বিদা অর্থাৎ ভাঙ্গ খাইবেন এবং সর্ব্বদাই কারণ বা মদ খাইবেন।

পঞ্চতত্ত্ব সেবন।

ত্রায়তে হি কুলদ্রব্যং কুলযোগীশ্বরার্পিতম্।

কুলার্ণবে ৯ উল্লাসে।

যদি কুলযোগীশ্বর অর্থাৎ কৌলাচারী অবধূতকে কুলদ্রব্য দেওয়া যায় তাহা দাতার ত্রাণ ঘটায়।

এইরূপ স্থলে পঞ্চতত্ত্ব যে বাহ্য তাহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ।
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্ব্বচক্রেষু কামিনী॥

নিরুত্তরতন্ত্রে ১০ পটলে।

ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বীরচক্রে এবং কুলযোগী সর্ব্বচক্রেই

কামিনীপূজা করিবেন, অর্থাৎ ভৈরবীকে পঞ্চমকার দিবেন ও তাঁহার প্রসাদ পাইবেন।

সর্ব্বমদ্যং সর্ব্বশুদ্ধিং সর্ব্বমীনং কুলেশ্বরি।
সর্ব্বমুদ্রাং সর্ব্বপুষ্পং স্বয়ম্ভুকুসুমং তথা।
প্রদদ্যাৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ॥

নিরুত্তরতন্ত্রে ১০ পটলে।

সাধকশ্রেষ্ঠ শব্দে যতি বা অবধূতকে বুঝাইতেছে।

কৌলাবলীতন্ত্রের ২২ উল্লাসে এবং অন্যান্য বীরমার্গের তন্ত্র সমূহে অবধূতের যেরূপ আচার নির্দ্দিষ্ট, তাহাতে বীরাচারী অবধূতের প্রাকৃতপঞ্চতত্ত্বসেবনে বাধা নাই এবং তাহা সম্প্রদায়ানুমোদিত। পশ্বাচারী ও দিব্যাচারী অবধূতের পঞ্চতত্ত্বসাধন মানস। আচার ও পঞ্চতত্ত্বের পরিচয় স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। এই পর্য্যন্ত এ স্থলে বক্তব্য যে তান্ত্রিকের বীরাচারে প্রাকৃতপঞ্চতত্ত্বসেবন সাধনার জন্য, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য নহে। তাহার উদ্দেশ্য মহৎ, মাত্রাও আছে। অনিয়ত সেবনে প্রত্যবায়। ঐ প্রত্যবায়ে তন্ত্র প্রায়শ্চিত্তের এমন কি দণ্ডের বিধান করিয়াছে।

অবধূতের নিষ্কাম ভোগ।

অবধূতের ভোগ আদৌ কামাত্মক নহে। গীতার যোগীর ন্যায় তিনি অনাসক্তভাবে ভোগ করিবেন।

ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥
মহানির্ব্বাণে ৯ উঃ ১৭৮ শ্লোক।

ইন্দ্রিয়ই কর্ম্ম করিতেছে অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় মনঃপ্রণোদিত হইয়া রূপশব্দাদি গ্রহণে এবং বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় কথনাদিব্যাপারে প্রবৃত্ত। আত্মা নির্লিপ্ত কেবল-মাত্র দ্রষ্টা। অবধূত এইরূপ ভাবিবেন।

তন্ত্র সমন্বয়ে অবধূতের তিনশ্রেণী দাঁড়ায়। প্রথম অপূর্ণ বা জ্ঞান দুর্ব্বল বা ভক্ত। এই শ্রেণী বৈদিক কুটীচক ও বহূদকের তুল্য। ইঁহাদের স্বজাতিচিহ্নধারণ, গৃহেস্থিতি, স্বাধ্যায়াদি বিহিত। দ্বিতীয় শ্রেণী পূর্ণ বা জ্ঞানী। পূর্ণের কোন গৃহকৃত্য নাই। পূর্ণ আবার জ্ঞানতার-তম্যানুসারে সালম্ব বা নিরালম্ব। সালম্বই পরিব্রাট্। তিনি শ্রুতির হংস পরমহংস ও তুরীয়াতীতের সদৃশ। এঁদেরও সাধনা আছে, বিধিনিষেধ আছে। তৃতীয় নিরালম্ব সর্ব্বদা ব্রহ্মময়, বাহ্য সাধন বিহীন, বিধি নিষেধের অতীত, স্বেচ্ছাচারী। তিনিই শ্রুতির অবধূত। শ্রুতির ন্যায় তন্ত্র তাঁকে অব্যক্তাচার, অব্যক্তলিঙ্গ বলিয়াছে। (কুলার্ণবে) তাঁর বেশের ও আচরণের কোন নিয়ম নাই। তিনি কুলযোগীশ্বর। তাঁর ভক্ষাভক্ষ্য বিচার নাই। তিনি কিছুতেই অশুচি হন না। তিনি পাপপুণ্যে বদ্ধ নন, তাঁর জন্ম নাই।

যেন কেনাপি বেশেন যেন কেনাপ্যলক্ষিতঃ।
যত্র কুত্রাশ্রমে তিষ্ঠন্ কুলযোগীশ্বরঃ সদা॥
সর্ব্বস্পর্শো যথা বায়ুঃ যথাকাশশ্চ সর্ব্বগঃ।
সর্ব্বভক্ষ্যো যথা বহ্নিস্তথা যোগী সদা শুচিঃ॥
তথা ম্লেচ্ছগৃহান্নাদি যোগিহস্তগতং শুচি।
ক্ষীয়তে ন চ পাপেন বধ্যতে ন চ জন্মনা॥

কৌলাবলী।

ভাবসঙ্কলন।

বায়ু যেমন সর্ব্ববস্তু স্পর্শ করিয়াও, আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইলেও, অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্ হইয়াও শুচি, যোগী সেইরূপ সদা শুচি। ম্লেচ্ছগৃহের ও অন্ন প্রভৃতি যোগীহস্তস্পর্শে শুচি হয়। যোগী পাপ দ্বারা ক্ষীণ হন না, জন্ম দ্বারাও বদ্ধ নহেন। অবধূত চূড়ামণি মতে তিনি দ্বিতীয় মহেশ।

শ্রীবামের গৃহত্যাগ।

শ্রীবাম স্বভাবতঃ সন্ন্যাসী ও পূর্ণজ্ঞানী। তাঁর সন্ন্যাস-গ্রহণ কেবল লোকশিক্ষার জন্য। দ্বিজের পক্ষে উপনয়নের পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণীয় নহে বলিয়াই উপনয়ন লন। মাতার অনুমতি ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। তজ্জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জীবনীতে কুম্ভীরাক্রমণাদি ঘটনা। শ্রীগৌর অনেক বুঝাইয়া মাতার অনুমতি পাইয়াছিলেন। বাম আমার গুপ্তাবতার। তিনি মাতৃনিয়োগের সদর্থকল্পনে উহা প্রাপ্ত হন। সংসারের

কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না দেখিয়া মা তাঁহাকে প্রথম প্রথম তাড়না করিতেন। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় মাতা পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন "বাবা! কাজ কর।" মাতা সংসারিক কর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। অসংসারী বালক তাহা অসংসারিক কর্ম্মপর বুঝিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

বামের সন্ন্যাস শ্রৌত নহে তান্ত্রিক বটে। দারপরিগ্রহ করেন নাই বলিয়া তাঁর তান্ত্রিক সন্ন্যাসে অধিকার ছিল না ইহা অপসিদ্ধান্ত। উপনয়ন দ্বারাই তাঁর গৃহস্থাশ্রমিত্ব-পালন হইয়াছিল। তিনি ব্যক্তাবধূত, চিতানুগ। সুতরাং গৃহত্যাগ করেন, দৈবার্ষপিতৃকৃত্যাদি ছাড়িয়াছিলেন। তাঁর ন্যায় ব্রাহ্মাবধূতের শিখাসূত্রহোমাদি বাহ্য শৈবসংস্কারের আবশ্যক হয় নাই। পূর্ণব্রহ্মাবধূত বা হংসযতির কতক লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশ পায়। তিনি বাহ্যতঃ বীরভাবী ও বীরাচারী ছিলেন। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে বাহ্য মৈথুন স্বীকার করেন নাই। ইহাও তন্ত্র সম্মত।

তন্ত্রে সাধনার দুই কুল, কালীকুল ও শ্রীকুল। কালীকুলে বীরাচার। ইহাতে নীলক্রম ও চীনক্রমাদি। নীলক্রমে শুষ্কপন্থা, চীন ক্রমে আর্দ্র পন্থা। আর্দ্রপন্থীর প্রাকৃত মৈথুন। শুষ্কপন্থীর অন্তর্মৈথুন। শুষ্কপন্থী সময়মার্গী, তিনি যোগীর ন্যায় সহস্রারে

শুষ্কাহ্লী।

কুণ্ডলিনীর মেলনে পরমমৈথুনানন্দ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মেলনে সামরস্যজনিত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং নীত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রে কুণ্ডলীশক্তিং সামরস্যসুখোদয়ঃ॥

কুলার্ণবে।

কুণ্ডলিনীশক্তিকে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বার বার লইয়া চৈতন্যরূপচন্দ্রের সহিত মিলাইয়া উভয়ের সমানরসতাপ্রযুক্ত যোগী ব্রহ্মানন্দ পান। বামের পঞ্চমমকার বর্জ্জনের কারণ বোধ হয় লোকশিক্ষা। সন্ন্যাসীর বাহ্যমৈথুন সংসারীর চক্ষে বিসদৃশ। বাম শ্মশানে বসিয়াও সংসারীর উদ্ধার জন্য সংসারীকে আকর্ষণ করিয়া ত্যাগ শিক্ষা দেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগই আমাদের নিকট ত্যাগের নিকষ। তাই তিনি ঐ দুটী ত্যাগ করেন। তিনি যে অন্তর্মৈথুনশীল তার আভাসও দিতেন। তিনি বলিতেন "তারাই আশ্চর্য্য ভৈরবী"। ডাবুকের কৈলাসপতি আর্দ্রপন্থী ছিলেন। এ যুগে উহা লোকশিক্ষার বিরোধী ইহা জানাইবার জন্যই কি বাম তাঁকে বলিতেন "কৈলাসপতি রাজা গোঁসাই"? মৈথুন-বর্জ্জন ভিন্ন বাম আর কোন বাহ্যানুষ্ঠানে কোন বিধিনিষেধ মানিতেন না। তিনি নিত্য প্রাকৃতচতুর্মকারে বাহ্যযজন করিতেন না। কুলকুণ্ডলিনীতে কারণহোম করিতেন বটে, কিন্তু তাহার কিঙ্কর ছিলেন না। কারণের লাভালাভ তাঁর

পক্ষে সমান ছিল। পরমার্থতঃ তাঁর দিব্যভাব, দিব্যাচার। তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

২। দীক্ষা।

স দ্বারকাং প্লাবনপূরভীষণাং
তীর্ণঃ শ্মশানে ভবসিন্ধুপারগঃ।
গুরুশ্চ তস্মৈ প্রাতিভাং প্রথানুগং
দিদেশ লৌকিকোত্তরবেধদীক্ষয়া ॥

ভবসাগরের পরপারগত সেই বাম বন্যাপ্লাবনপ্রবাহে ভীষণ দ্বারকা নদী উত্তীর্ণ হইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং তৎকালেই সনাতনপ্রথানুসারে শ্রীগুরু অলৌকিক বেধদীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে প্রাতিভজ্ঞান দান করিলেন।

আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতে বাম জন্মের মত গৃহ ছাড়িয়া তারাপীঠের দিকে ছুটিলেন। শাক্যসিংহাদির ন্যায় যৌবনে তিনি নিগড়বদ্ধ হয় নাই যে যুবতী রমণী বা সুকুমার কুমারের জন্য তাঁর মন টলিবে। গ্রামপার হইয়া মাঠে পড়িলেন। পথ অভ্যস্ত। তারাপীঠ ক্রোশ মাত্র দূরে। তারামন্দিরের চুড়া শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন। বহুবার ঐ পথে তিনি তারামার শিলাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে ছুটিয়াছিলেন। কতবার ঐ মন্দিরের চুড়া দূর হইতে তাঁর নয়নপথে পড়িয়াছে। আজ তার অন্যভাব।

জননী কাজ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি আজ কাজে চলিয়াছেন। আজ ত্বধুমার কোল ছাড়িয়া সনাতনী তারা-মার কোলে যাইতেছেন। আজ ত্বধুমার অনিত্য স্তন পরিবর্ত্তে তাবামাব পীযূষপূরিত স্তন পাইবার জন্য ছুটিতে-ছেন। ত্বধুমা মরিবে। ওমা মরিবে না। অমর মায়ের ক্রোড়ে অমর পুত্র অমৃতময় স্তন পান করিবেন। আনন্দেব সীমা নাই। সহজেই তিনি মুক্তবিহঙ্গম। কেবল দিনকতকের জন্য লোকচক্ষে যেন সংসারপিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলেন। সে পিঞ্জরদ্বার উন্মুক্ত। বিহগবর উধাওপ্রাণে অনন্তগগনে ছুটিতেছে। তাঁর ভাবহিল্লোল সংসাব কীট আমরা কি বুঝিব ? কি বর্ণনা কবিব ? আজ তিনি নিজক্ষেত্রে নিজজনেব সহিত নিজকার্য্যে ব্রতী হইবেন। আজ তিনি যে লীলাভিনয় জন্য অবতীর্ণ সেই লীলানাটকের প্রস্তাবনা সমাপ্ত করিয়া প্রথমাঙ্ক আবম্ভ করিতেছেন। সংসারী জীবগণ একবাব অনিমেষনয়নে এই নাটক দেখ। সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে।

নদীপাব

বামকে ধরে কে দ্রুতপদে মুক্তিপথে ছুটিতেছেন। মাঠ পার হইয়া কবিচন্দ্রপুর গ্রামে পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কবিচন্দ্রপুরের পূর্ব্বসীমায় উপস্থিত। কল্লোলিনী দ্বারকা কলকল নাদে বহিয়া যাইতেছে। পরপারে তারাপীঠ। নদীতে বান

পড়িয়াছে। যে বাম ভবনদীর কাণ্ডারী তাঁর গতি কি সামান্য নদী রোধ করিতে পারে? তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে সাঁতার দিয়া মহাশ্মশানে উঠিলেন। ঐ শ্মশানে কৈলাসপতি ক্ষ্যাপার ঘাটে দাঁড়াইলেন। বাঁধা ঘাট নাই। বালীর চড়ায় ভাঙ্গা ঘাট। কৈলাসপতি ঐ স্থান দিয়া দ্বারকার পরপারে যাতায়াত করিতেন বলিয়া উহা তাঁর ঘাট বলিয়া খ্যাত। বামের সম্মুখে

মহাশ্মশানে।

মহাশ্মশান বন্যায় মগ্ন। বাম কি ভাবিতেছেন এই আমার আলয়; এই শ্মশানের শবশিবাই আমার অনুচর, ইহার চিতাভস্মই আমার চন্দনপরাগ, ইহার শবকন্থাই আমার বিচিত্রাম্বর, ইহার নৃমুণ্ডমালাই আমার মতির মালা। তিনি যে বাম। বাম লীলার প্রকাশ জন্য আসিয়াছেন। স্বার্থমুগ্ধ কামকিঙ্কর জগতে নিস্বার্থত্যাগের আদর্শ চিত্র দিবার জন্য তাঁহার অবতরণ। অগৃহী হইয়াও বিংশতিবৎসর গৃহে ছিলেন। যথেষ্ট হইয়াছে। এইবার অন্তর্বাহ্যতঃ গৃহত্যাগ।

গুরুসম্মিলন।

হঠাৎ কণ্ঠধ্বনি উঠিল—"ব্রাহ্মণ বালক দাঁড়াও, তুমি পাইবার অধিকারী।" অল্পবয়স্ক বামের ঘোর ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখেন পরপারে ব্রজবাসী কৈলাসপতি ক্ষ্যাপা। তিনি তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব। তিনি বসিষ্ঠাসনের অধিকারী। তিনিই এ শ্মশানের অধীশ্বর। তিনি বামের হৃদয়ে ভাসিতেছেন। বাম তাঁর

দ্বারা আকৃষ্ট। বহুদিন হইতে তিনি বামকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছেন। বামের লগ্ন আসিয়াছে। তিনিও ঐ মুহূর্ত্তে উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে অপরতীর হইতে খর স্রোতস্বিনী দ্বারকার উপর দিয়া খড়ম পায়ে এপারে আসিলেন। বাম বলিতেন—"কি আশ্চর্য্য শক্তি। গুরু বানের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইলেন।"

জলে হণ্টন।

জড়প্রকৃতির উপাসকগণ ও তাঁদের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ জ্ঞানাভিমানিগণ একথা সহজে বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবিবেন—জলের উপর দিয়া বিনা নৌকাদি সাহায্যে মানুষ কিরূপে চলিবে। দণ্ডায়মান মানুষ যতখানি জল অপসারিত করে তাহার ওজন মানুষের ওজন অপেক্ষা কম। গুরুত্ব প্রযুক্ত মানুষ ডুবিয়া যাইবে। গুরুত্বের কারণ মাধ্যাকর্ষণ। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য-জগতেও মাধ্যাকর্ষণবাদ সংশয়িত। তৎপরিবর্ত্তে দ্রব্যের লঘুগুরুত্ব আপেক্ষিকবাদ স্থাপিত। মানুষ দীর্ঘ প্রাণায়াম দ্বারা নিজের গুরুত্বকে লঘু করিতে পারেন। এ কৌশল ভারতের যোগিগণ জানিতেন। ঐ দীর্ঘ প্রাণায়ামের প্রভাবে কুমারিলভট্ট উচ্চ পর্ব্বত হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া বৌদ্ধ-ভিক্ষুকদিগকে বিস্মিত ও নিজের শিষ্যত্বস্বীকার করাইয়াছিলেন। পদ্মপাদও গুরুর আহ্বানে গুরুভক্তিবলে ঐ প্রাণায়াম কৌশল অবোধ পূর্ব্বক হঠাৎ প্রাপ্ত হইয়া পদব্রজে জলের উপর নদী পার হন।

পাঠক! ও সব বিশ্বাস করুন আর নাই করুন কৈলাসপতি নদী পার হইয়া বামের নিকট আসিলেন।

স্পর্শ। তিনি বামকে পূর্ব্ব হইতে ভাল বাসিতেন। গুরুশিষ্যসম্বন্ধ অদ্ভুত স্নেহপ্রেমভক্তিময়। বাম স্বতঃ-সিদ্ধ মুক্ত পুরুষ হইলেও লোকসংগ্রহার্থ তাঁর গুরুকরণ আবশ্যক। ভক্তচূড়ামণি ধ্রুব ভক্তিবলে ভগবানকে বশ করিলেন। কিন্তু ভগবান্ নারদকে অগ্রে পাঠাইয়া ধ্রুবকে দীক্ষা দিয়া পরে দর্শন দিলেন। এই পৌরাণিক কথার অর্থ আছে। কৈলাসপতির স্নেহসাগর আজ নির্ম্মল বামচন্দ্র দর্শনে উথলিয়া উঠিয়াছে। কত আদর কত যত্ন দেখাইয়া তিনি তাঁর হস্ত ধরিলেন। পার্শ্বে তুলসী বৃক্ষ ছিল। তাহা দেখাইয়া বলিলেন 'এটা কি মরা না জীবন্ত।' বাম দেখিলেন তাহা শুষ্ক। তিনি উত্তর দিলেন—'বাবা! এটা যে শুক্‌নো'। গুরু বলিলেন "তুলসী জিউ, তুলসী জিউ, তুলসী জিউ।" তিন দিন পরে তুলসী মুঞ্জরিল।

স্পর্শচ্ছলে গুরু শিষ্যকে মহাশ্মশানে পরমতত্ত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা দিলেন। ইহাকে তন্ত্রে স্পর্শ দীক্ষা বলে।

হস্তে গুরুং শিবং ধ্যাত্বা জপন্ মূলাঙ্গমালিনীম্।
গুরুঃ স্পৃশেৎ স্বশিষ্যং যৎস্পর্শদীক্ষা ভবেদিয়ম্॥

কুলার্ণবে ১৪ উঃ

পরাৎপর-গুরু-শিবশঙ্করকে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র মনে মনে সর্ব্বাঙ্গে জপ করিতে করিতে শ্রীগুরু যদি শিষ্যকে স্পর্শ করতঃ শক্তিপ্রয়োগ করেন এবং শিষ্যের হৃদয়ে মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ স্ফুরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য আসে, সেই দীক্ষাকে স্পর্শদীক্ষা বলা যায়। ভাই! এ তোমার আমার মত শিষ্য নন এবং সাংসারিক স্বয়মসিদ্ধ গুরু নন। এ প্রাণহীন মৌখিকী মন্ত্রদীক্ষা নহে। ইহা অলৌকিক বেধদীক্ষা।

দীক্ষা।

এই দীক্ষাচিত্র ভাবহিল্লোলময় নহে। ইহাতে ভক্তি চাপল্য নাই। মন্ত্রপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা নাই। বিশিষ্ট মন্ত্র দিবার জন্য শ্রীগুরুকে অনুরোধ নাই। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীগুরুর উপর অটল বিশ্বাস, ঐকান্তিক নির্ভরতা আছে।

৩। আদর্শ শিষ্য।

গুরোরঙ্ঘ্রির্মোক্ষমূলং গুরুর্ব্রহ্মেতি দর্শয়ন্।
সোঽভূদন্বর্থতঃ শিষ্যঃ সম্ভবেঽস্মিন্ জগদ্‌গুরুঃ॥

শ্রীগুরুর পাদপদ্মই মোক্ষের মূল, শ্রীগুরুই পরব্রহ্ম ইহা জগতে প্রকাশকরতঃ সেই জগদ্‌গুরু বাম এই অবতারে আদর্শশিষ্য হইয়াছিলেন।

গুরুভাব বড় গভীর। মাদৃশ অধম সে ভাবের কি পরিচয় দিবে? শ্রীগুরুর কৃপায় তার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইতেছি। জীব পাশবদ্ধ, পরিছিন্ন। শিব পাপমুক্ত,

অপরিছিন্ন। পরিছিন্ন জীবচিত্তে সেই অপরিছিন্ন শিবতত্ত্ব আসিতে পারে না। জীবচিত্তের যে পরিমাণ প্রসার বাড়িবে, সেই পরিমাণ সেই অনন্তের ছবি পড়িতে পারে। চিত্তপ্রসারের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষাবলে জীব শিব হইতে পারে। সেই শিক্ষার দাতা গুরু। যাবতীয় সাংসারিক বিদ্যার জন্য যখন গুরু আবশ্যক, তখন অতিমৃত্যুবিদ্যার জন্য যে গুরুর প্রয়োজন ইহা বলা বাহুল্য। ঐ গুরু পরিছিন্ন জীবের বোধগম্য অথচ অপরিছিন্ন অনন্তব্রহ্মের সহিত পরিচিত হওয়া চাই। তিনি যেন এক হস্তে জীবকে ও অপর হস্তে ব্রহ্মকে ধরিয়া আছেন এবং জীবকে ধীরে ধীরে ব্রহ্মের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছেন। শ্রীগুরুর এই প্রথমভাব। এই অবস্থার জ্ঞাপক মন্ত্র—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্ব যে ব্রহ্মদ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই ব্রহ্মের স্বরূপ যে গুরু দেখাইয়া দেন তাঁকে ভূয়োভূয়ো নমস্কার।

এ অবস্থায় জীব, ইষ্ট ও মধ্যবর্ত্তি গুরু—তিনের পৃথক্ সত্তা স্বীকৃত। গুরুই ঈশাতন্ত্রের ঈশা, শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের শিব। যিশুভক্তগণ এ ভাব না বুঝিয়া ভারতের গুরুশিষ্যভাবকে উপহাস করেন। শিষ্যের

পথ প্রদর্শক।

প্রেম প্রগাঢ় হইলে, শ্রীগুরুর মহিমা হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইলে, তিনি দেখিবেন যে শ্রীগুরুই স্রষ্টা, পাতা ও হর্ত্তা। তাঁরই শক্তি বলে এই ব্রহ্মাণ্ড উঠিতেছে, তাঁহাতে থাকিয়াই চলিতেছে, এবং তাহাতেই লীন হইতেছে। এই বিশ্ব সেই গুরুর অর্থাৎ মহাশক্তিরই লীলা। তখন গুরুই পরব্রহ্ম ইহার আভাস আসিবে। সুতরাং গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেবাদিদেব।

গুরুর্ব্বহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

ত্রিশক্তিক। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ।

সত্ত্বরজতমোরূপ গুরুকেই পরাৎপর ব্রহ্ম জানিবে। সেই গুরুর শ্রীচরণে সতত প্রণত থাকিবে। এখনও জীবব্রহ্মে মিশামিশি হয় নাই, মিশিবার উপক্রম, ব্রহ্মশক্তির উদ্ভাস মাত্র। মিলনের দশাও গুরুগীতা দিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং ত্বাং নমামি॥

হে সদ্‌গুরো! তুমি সেই মহতো মহীয়ান্‌, চিদানন্দময়। তুমিই জীবের পরমসুখদাতা। তুমি কৈবল্য-

পরব্রহ্ম।

ময়। চৈতন্যই তোমার মূর্ত্তি। তুমি শীতোষ্ণাদি যাবতীয় দ্বন্দ্ব বা বিরুদ্ধভাবের অতীত। আকাশই

তোমায় কথঞ্চিৎ ব্যাপক ভাবাদির ব্যঞ্জক। তত্ত্বমসি প্রভৃতি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক মহাবাক্য তটস্থলক্ষণা দ্বারা তোমাকে কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করিতেছে। তুমিই একমাত্র নিত্য, নির্ম্মল, অচল পদার্থ। তুমি সর্ব্বদা জাগরূক। তুমি সর্ব্বভাবের অতীত ও ত্রিগুণশূন্য। কে তোমার স্বরূপ জানে? তোমাকে সগুণ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করি।

নিপুণভাবে দেখিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদ্বোধক ভাবও গুরু, সেই ব্রহ্মভাবের স্ফুরণও গুরু এবং ব্রহ্মীভূত ভাবও গুরু। বাম জগদ্ গুরু বামের অবতাব হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য আদর্শ শিষ্যচিত্র দেখাইয়াছেন। গুরু নাম করিতে তাঁর হৃদয় প্রফুল্ল হইত। শতমুখে তিনি গুরুর গুণগান করিতেন। গুরু ও তাবা তাঁর নিকট পৃথক্ ছিলেন না। শাস্ত্রে বলে ইষ্ট, মন্ত্র ও গুরু তিনই এক। যিনি তিনকে এক করিতে পারেন তিনিই যথার্থ শিষ্য, তিনিই যথার্থ সাধক, তিনিই পরম সিদ্ধিলাভ করেন।

স্বয়ংসিদ্ধ বাম তন্ত্রোক্ত স্বীয় বাণী স্বয়ং পালন করিয়া তন্ত্রের সারবত্তা দেখাইয়াছেন। নরাকৃতি বামের ধৃতমুগ্ধ ভাব। ধন্য প্রভু, তুমি আদর্শ শিষ্য, তুমিই আদর্শ গুরু।

৪। স্থিরমতি

কিমিদং ননু তাত কল্পিতং জননীমর্ম্মবিদারণং ত্বয়া।
অভিমানমসাম্প্রতং ত্যজন্ গৃহমোহ ত্বরিতং সুবোধ মে॥

ক্ব তপঃ ক্ব বয়স্তবেদৃশং ক্ব শবা গারমিদং ভয়াকুলম্ ।
ভবিতা তব জীবিকা কথং বদ কস্ত্বামিহ পালয়িষ্যতি ॥
ইতি কাতর মাতৃভারতী করুণাকুল্যবহাপি বালকম্ ।
ন শশাক বিকম্পিতুং মনাগপি তারাস্থিরবদ্ধমানসম্ ॥

যাহু! জননীর মর্ম্ম বিদারক একি তোমার সংকল্প? আমার প্রতি তোমার অভিমান সাজে না। তুমি আমাব সুবোধ সন্তান, শীঘ্র গৃহে চল! কঠোর তপস্যাই বা কোথা তোমার এরূপ কোমল বয়সই বা কোথা? এ যে ভীষণ শ্মশান বল এখানে কে তোমার আহারাদি দিবে? কে তোমায় দেখিবে? মাতার করুণাপ্রবাহিনী এরূপ বাণীও সেই তারারূপ-সনাতনীমাতৃগতস্থির সঙ্কল্প বালককে বিচলিত করিতে পারিল না।

ব্যাকুলা জননী।

এ দিকে বাম যথাসময়ে গৃহে না আসায় জননী উদ্বিগ্ন হইলেন। বোকা ছেলে কাজ করিতে পাবে না। কাজ করিতে না পারায় কেন তাকে তিরস্কার করিলাম। বোধ হয় সে অভিমানে আসিতেছে না। কিম্বা হাউড়ো কোথায় বসিয়া আছে। ঘর সংসাব মনে নাই। এইরূপ ভাবিয়া স্নেহময়ী মাতা আকুল। ঘর বার করিতেছেন, খুঁজিবার জন্য লোক পাঠাইতেছেন। শেষে সংবাদ পাইলেন বাম তারাপীঠে গেছে। কাতর প্রাণা তারাপীঠে ছুটিয়া আসিলেন। বামকে পাইয়া

তাঁর স্নেহ প্রস্রবণ ছুটিল। "বাবা! মার উপর রাগ করে না বলে কি পালিয়ে আস্‌তে হয়? চল যাদু! চল। আর তোমায় কাজ করিতে বল্‌বো না। তুমি হাউড়ো জানি। কেন তোমাকে কাজ করিতে বলিলাম? এস বাবা রাগ করো না।" বাম কিছুই উত্তর দিলেন না। মা মনে করিলেন বামের বড় অভিমান হইয়াছে। ছেলের অভিমান ভাঙ্গাইতে মাতা কত মুখ চুম্বন করিলেন। কত কি বলিলেন। "বাবা! অভিমান করিও না। ঘরে চল। যদি তারাপীঠ ভাল বাস, তা তো ঘরের কাছে। যখন ইচ্ছা তখনি এসো। একেবারে ঘর আঁধার করে শ্মশানে বসো না। বাপরে তোর সন্ন্যাসের বয়স নয়। তুই যে আমার দুধের ছেলে। এ যে মহাশ্মশান, ভীষণ স্থান। কে তোকে এখানে দেখিবে? কে খাওয়াবে? কে তোর মুখপানে চাইবে? কেন বাবা তোর এ বয়সে এমন মতি। তোর কি তপস্যার বয়স? বাবা! এ শ্মশানে কত দানা দৈত্য আছে! তুই কি থাকিতে পারিবি? রাত্রে ভয় পাবি। ভয় পেলে কে তোকে সাহস দেবে? শরীরের আধি ব্যাধি আছে। কে তোর চিকিৎসা করিবে?" ইত্যাদি।

প্রত্যানয়ন প্রয়াস।

পাণ্ডা যাত্রী প্রভৃতি সমবেত ব্যক্তিরাও বামকে বুঝাইতে লাগিলেন। "তোমার অল্প বয়স! ধর্ম্মোপার্জ্জনের যথেষ্ট সময় আছে। পিতার মৃত্যুতে সংসারের ভার তোমার উপর পড়িয়াছে। সংসার

ধর্ম্মোপদেশ।

প্রতিপালন তোমার কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যবিমুখ হইলে পাপ হয়। তুমি পুণ্য করিতে যাইতেছে। মার প্রাণ পুড়িবে, তাহাতে কি পুণ্য হইবে? পিতা মাতার অনুমতি না হইলে সন্ন্যাস হয় না। পিতামাতাই প্রত্যক্ষ দেবতা। পিতা গিয়াছেন। মাতার আদেশ পালন কর। মার সেবা কর। তুমি বড়। তুমিই মা বাপের কাজ করিতে অধিকারী। মার সেবাই পরম ধর্ম্ম।" ইত্যাদি।

জননীর মমতাময়ী বাণী, আগন্তুকগণের মৌখিক ধর্ম্মোপদেশ বামরূপী বামকে টলাইতে পারিল না। তাঁর লগ্ন আসিয়াছে। তিনি আর গৃহে থাকিবেন না। তাঁর জীবন-নাটকের প্রস্তাবনা গৃহলীলা শেষ হইয়াছে। শ্মশান-লীলার প্রথমাঙ্ক আরব্ধ। হিমালয় চূর্ণ হইতে পারে, গ্রহ সকল কক্ষচ্যুত হইতে পারে, বাম নিজ সংকল্প হইতে বিচলিত হইবেন না। তিনি যে গীতার স্থিরমতি। তাঁর বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, একমাত্রতারানিষ্ঠা। সে বুদ্ধি তো বহুশাখা ও অনন্তা নহে যে ভোগমুখে শতদিকে ছুটিবে।

বাম সংসারের জীব নহেন। সুতরাং সংসারীর ন্যায় মাতার নিকট স্বীয় ঋণ প্রকাশ করতঃ ক্ষমা চাহিলেন না। তাহাতে মাতার মায়া আরও বাড়িত। এমন কৃতজ্ঞ গুণী পুত্রকে কিরূপে বিদায় দিব ভাবিয়া জননী অত্যন্ত অধীরা হইতেন। বাম জ্ঞানী হইলেও ধৃতমুগ্ধভাব। বিশেষ তখন তিনি প্রকাশ

হইতে অনিচ্ছুক। তাই তিনি পণ্ডিতের ন্যায় মাকে বুঝাইলেন না যে এই কালসাগরে তৃণাদিবৎ ভাসমান জীবের সংযোগ ও বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। বিয়োগে জীবের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সে প্রবোধে মুগ্ধ রাজকুমারীর সান্ত্বনা হইত না। শ্মশান হইতেই মাতার অনটন ঘুচাইবেন সে লোভও বাম দেখাইলেন না। গর্ভধারিণী সংসারের অনটন বশতঃ বামকে ফিরাইতে আসেন নাই। তিনি জানিতেন হাউড়ো বাম অর্থোপার্জ্জনে অসক্ত। "যেখানেই থাকি না কেন তোমায় অন্তিমকালে দেখা দিয়া তোমার অন্ত্যেষ্টি করিব" এইরূপ প্রতিশ্রুতিও জননীকে দিলেন না। মৌখিকী শিক্ষা তিনি কখনও জীবনে দেন নাই। তিনি তারামার উপর শুধুমার সান্ত্বনার ভার দিয়া নীরবে রহিলেন। তারা মাকে জানাইলেন—"মা! আমার গর্ভধারিণী মায়ায় মুগ্ধ। তুমি মা মহামায়া। তোমার মায়াতেই তার এই দশা। তোমার মায়া সংবরণ কর।" তারা মা কথা শুনিলেন। ক্ষ্যাপা কৈলাসপতি বাবা বক্তা হইলেন। তিনি বুঝাইলেন "মা! তোমার এ পুত্র পরম বৈরাগ্যময় পুরুষ। এ কখনও সংসারী হইতে পারে না। সংসারে থাকিলেও ইহার দ্বারা সংসারের কোন কাজ চলিবে না। অন্যপথে এ বড় হইবে। যদি একে যথার্থ ভালবাস, সে পথে একে যেতে দাও। তাতে তোমার তিনকুলের মঙ্গল। আর তোমার পুত্রের সকল ভার আমি লইলাম।" কৈলাসপতিকে ঐ প্রদেশের সকলে

দেবতাজ্ঞান করিত। তাঁব কথায় কেহ প্রতিবাদ কবিতে পারিল না। বামের মানসিকী শক্তি বলে এবং বামের গুরুর প্রবোধবাণীতে রাজকুমারী দেবীব মায়া মমতা কাটিয়া গেল। পুত্রের কল্যাণ জন্য পুত্রকে কৈলাসপতির করে সঁপিয়া চক্ষের জল চক্ষে রাখিয়া মাতা শূন্যপ্রাণে শূন্যময়ীর শূন্যময় শ্মশান হইতে ফিরিলেন।

৫। অনিকেত দ্বন্দ্বসহ

শরীরযাত্রাদিষু নির্ব্যপেক্ষো বিসোঢ়বাতাতপশীতবর্ষঃ।
নভোবিতানং শশিসূর্য্যদীপং মহাশ্মশানং বিভুরধ্যবাস॥

শরীরযাত্রাদিবিষয়ে কাহাবও মুখাপেক্ষা না করিয়া, শীত বাত আতপ ও বৃষ্টি প্রভৃতি সম্যক্ সহ্য করতঃ বিভু বাম শ্মশানরূপ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। আকাশই সেই গৃহের ছাদ; চন্দ্র ও সূর্য্য সেই গৃহেব প্রদীপ।

জননী বিদায়ের পর বাম নিশ্চিন্ত হইলেন। পিতা মাতা ও ভ্রাতার অভাব বোধ হয় নাই। জন্মদাতা পিতার পরিবর্ত্তে জ্ঞানদাতা পিতা, ছুধুমার পরিবর্ত্তে তারা মা, কলিযুগের ঈর্ষাপরায়ণ ভ্রাতার পরিবর্ত্তে প্রেমময় ধর্ম্মভ্রাতা পাইলেন। সংসারাবস্থাতে বন্ধু বান্ধবের সহিত তাঁর সমন্ধ অল্পই ছিল। তারা-সেবকগণই সেই স্থান অধিকার করিলেন।

আত্মীয় লাভ।

তারামার চরণ ভিন্ন জন্মাবধি তাঁর অপর কোন লক্ষ্য ছিল

না। সংসারের পীড়নে কখনও তিনি সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয় সেই কারণেই বোধ হয় যৌবনোদ্গমে অকৃতদার থাকিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।

জ্বালালক্ষ্য।

সংসারের কি মোহিনী শক্তি! জীব সংসারে কত ক্লেশ কত যন্ত্রণা পাইতেছে মুখে বলিতেছে।

কোথা মা করুণাময়ি! কর মা নিস্তার।
সহিতে সংসার জ্বালা পারি না যে আর।
অনেক সহেছি　　　　সহিয়ে শিখেছি
অনেক দেখেছি　　　　দেখিয়ে বুঝেছি
সংসার কেবল দুখের আধার।
বুকফেটে গেছে　　　　সাধ তো মিটেছে
চাহিনা চাহিনা সুখের সংসার।

মর্কট বৈরাগ্য।

কিন্তু কয়জন যথার্থ এই সংসারকে দুঃখের আধার ও অসার মনে করে। স্থূল রূপরসগন্ধস্পর্শ-শব্দ-ভোগে জীব মজিয়া আছে। একভোগ প্রতিকূল হইল, অন্য ভোগে আনন্দের অনুসন্ধান করিতে ছুটিল। হিন্দুর ঘরে বালবিধবা। ত্রিকুলে কেহ নাই সেও সুখের আশায় বুক বাঁধিয়া সংসার করিতেছে।

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাম্
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।

মেঘদূতে উত্তরখণ্ডে

রমণীর প্রেমাকুল হৃদয় যেমতি ফুল
শুকাইয়া বিরহে যখন
খসিয়া পড়িতে যায় অমনি তখনি তায়
আশাবৃন্ত করয়ে ধারণ ॥

মোহমুগ্ধ জীব সূক্ষ্ম জগতের বিমলানন্দ ভুলিয়া গিয়াছে। সে দিকে ধাবিত হয় না। সে জগৎ তার চক্ষে অশ্বডিম্ব। সে আনন্দ তার চক্ষে আকাশকুসুম। বাম সেই সূক্ষ্ম জগতের অধিপতি। কেবল স্থুল জগতের লোককে সেই সূক্ষ্ম জগতের দিকে ফিরাইবার জন্য স্থুলদেহ ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং স্থুলভোগে পদাঘাত করিয়া শ্মশানে

বীতচিন্ত।

বসিলেন। কিরূপে স্বীয় উদরপূরণ হইবে, কিরূপে দারুণ শীতে শীত নিবারণ করা যাইবে, বর্ষার অবিরল ধারায় কোথায় আশ্রয় লইবেন, কিরূপে সংসারে মান যশ পাইবেন ইত্যাদি কোন চিন্তা বামের হৃদয়ে উঠিল না।

তারাপীঠে আসিয়া পর্ণকুটীর বাঁধিলেন না। কোন লোকালয়েও আশ্রয় লইলেন না। শরীরযাত্রাদি বিষয়ে দৃষ্টি নাই। ভৈরবী লইলেন না। একা আসিয়াছেন।

অনিকেত

একাই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন। তাঁর হৃদয় ক্ষুদ্র নহে। তাঁর ক্ষুদ্র গৃহের প্রয়োজন নাই। নিখিল বিশ্ব তাঁহার গৃহ। বিশ্বজননী তাঁর গৃহের

কর্ত্রী। অনন্ত গগনই তাঁর গৃহের ছাদ। চন্দ্রসূর্য্যাদি সে গৃহের দীপাবলি। তাই তিনি মহাশ্মশানে অনাবৃত স্থলে পড়িয়া থাকেন। বর্ষার মুষলধারা মাথার উপর দিয়া যাই-তেছে। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপে দেহ পুড়িতেছে। দারুণ শীতের প্রকোপে শরীর কণ্টকিত। তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি সদানন্দময়ীর ধ্যানানন্দে মগ্ন। ইচ্ছা হইলে রাত্রে তারা-মন্দিরের অলিন্দে রহিলেন। নচেৎ তারাবাটীর বিরামখানায় বা যোৎকুণ্ডের ঘাটে বা সিমূলতলায় রাত্রিদিন কাটিল। ইহাকেই বলে অনিকেত দ্বন্দ্বসহ।

৬। নির্যোগক্ষেম।

নির্যোগক্ষেম এষ বামো মদেকশরণ ইতি তারিণী।
বিদধে বৃত্তিমেতস্য নিজভোগাৎ করুণাময়ী কিম্ ॥

এই বাম যোগক্ষেমে উদাসীন, একান্ত আমার শরণাগত ইহা ভাবিয়া কি করুণাময়া তারা নিজ ভোগ হইতে উঁহার বৃত্তিবিধান করিলেন?

অপ্রাপ্তপ্রাপ্তির নাম যোগ এবং প্রাপ্তের রক্ষণই ক্ষেম। জীব কামী। তার বহু ইষ্ট, তাই বহু অভাব। সেই অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির জন্য সে দিবারাত্র কত কল্পনা জল্পনা ও চেষ্টা করিতেছে।

প্রাতঃকালে উঠি কতই যে মা খাটি
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল

হয়ে অর্থ অভিলাষী আনন্দেতে ভাসি
সর্ব্বনাশী জানিস কত ছল ॥

কতক ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে। অনেক মনোরথ মনেই মিলাইতেছে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলাম, তাহা রাখিবার জন্যও কত ক্লেশ স্বীকার করিলাম, তবু অর্থ নিত্য ক্ষয় হইতে লাগিল।

যোগক্ষেমের আয়াস।

বিত্তানামর্জ্জনে দুঃখমর্জ্জিতানাং চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্ ॥

অর্থের অর্জ্জনে কত আয়াস, কত দুঃখ। সেই বিত্তের রক্ষণে আবার অধিকতর দুঃখ। তরে নাশেও দুঃখ ব্যয়েও দুঃখ। ইহা আমরা বুঝিয়াও বঝি না। মাছ ধরিতে গিয়া আমাদের কাদা ঘাঁটা সার হয়। অনিত্যফললোভে নিত্য বস্তু হারাই।

আর একদল লোক আছেন তাঁরা এসব অনিত্যসুখকর ফল চান না। তাঁরা চান কেবল নিত্যানন্দময় ফল-দাতাকে। সেই সুধীগণকেই উদ্দেশ করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
গীতা ৯অ. ২২ শ্লো.

পার্থ ! যাঁহারা আমাভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া আমাকেই সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, সেই সকল সতত মদেকনিষ্ঠগণের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ আপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ আমিই করি। তাঁরা যে তাঁকে ভিন্ন জানেন না, তিনি না তাঁদের মুখ পানে চাহিলে কে চাহিবে ? তাই তিনি তাঁদের শরীর যাত্রাদি কিসে হয় দেখেন।

ভগবন্নিষ্ঠার ফল।

শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং

শরীরই ধর্ম্মসাধনের মূল। শরীর না থাকিলে ধর্ম্মসাধন কিরূপে হইবে ? বাম তারা ভিন্ন জানেন না। সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া তারামার চরণে আপনাকে বিকাইয়াছেন। তারামা তাঁর উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। এস্থল কর্ম্ম স্থূল ব্যাপারেই তিনি করেন। তখন দুর্গাদাস সরকার তারাপীঠে নাটোররাজের পক্ষে তারাসেবাপরিদর্শন জন্য প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁর বাড়ী আট্‌লা গ্রামে। তিনি বামের প্রতিবেশী। উভয়ের পরিবারবর্গমধ্যে পুরুষানুক্রমে ঘনিষ্ঠতা। সর্ব্বানন্দ দুর্গাদাসের পিতাকে পিতৃব্যবৎ দেখিতেন। দুর্গাদাসও সর্ব্বানন্দকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। বাম তাঁকে সরকার কাকা বলিতেন। বামের বাল্যজীবন দুর্গাদাসের বাটীতে কাটিয়াছে। তাঁর বাটীতেই কৈলাস-

পতি ক্ষ্যাপার সহিত বামের সম্মিলন। তিনি বামকে শৈশবাবধি সংসারে অলিপ্ত দেখিয়াছেন। তাহাতে প্রেম-ভক্তির লক্ষণ পাইয়াছেন। তাঁহার উন্মনাভাব যে প্রেমোন্মাদের পূর্ব্বাভাস ইহা পূর্ব্বে ভাল বুঝিতে না পারিলেও এক্ষণে সংসারত্যাগ করিয়া শ্মশানে বসায় কতক বুঝিতে পারিয়াছেন। বামের পূর্ণ বৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁর অনুমাত্র সংশয় নাই। রামকৃষ্ণ তারামার যে সেবাপ্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সাধকদেরই জন্য। বামের ন্যায় সাধক বিরল। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দুর্গাদাস বামের জন্য তারামার প্রসাদ ব্যবস্থা করিলেন। যাহাতে বামের জননীরও সাহায্য হয় তজ্জন্য বামের মাসিক বৃত্তি ৪৲ টাকা স্থির হইল। তারা মা তোমার এত করুণা! এতেও আমরা তোমার করুণায় সন্দিগ্ধ হই! নিজের উদরান্নের জন্য নিজেই ব্যাকুল হই। এতেও ভাবি আমারা নিজের অন্নসংস্থান নিজে না করিলে কে করিবে? কবে আমাদের এ ভ্রান্তি দূর হইবে? কবে স্থিরধারণা হইবে—

শরীরযাত্রার ব্যবস্থা

সকলই তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।

৭। তারাপরিচারক।

তারাহিতং মনো বামো নাধাতুমশকৎ ক্ষণম্।
তারার্চ্চনস্যাপি বাহ্যসম্ভারাহরণাদিকে ॥

বাম যে মন তারাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা ক্ষণ-কালের জন্য তারাপূজার ও পুষ্পাদিবাহ্যোপকরণ সংগ্রহে নিয়োগ করিতে পারিলেন না।

বৃত্তি ব্যবস্থার জন্যই দুর্গাদাস সরকার বামের উপর তারাপূজার ফুল তোলার ভার দিলেন। এ কার্য্য অতি সহজ এবং সময়সাপেক্ষ নহে, সাধনের পরিপন্থিও নহে প্রত্যুত ভক্তগণের অভিপ্রেত। কিন্তু বাম বাহ্য কর্ম্মের অতীত। তাঁর কখনও বাহ্য পূজা ছিল না। পত্র পুষ্পাদি দিয়া তারামাকে পূজার তার আবশ্যকতা হইত না। তিনি কোলের ছেলে, তারা তাঁর মা। কোলের ছেলে কি মাকে বিল্বপত্রে বা গঙ্গাজলে পূজা করে? ছেলে কেবল মাকে চায়। বামের প্রাণ তারামা ছাড়া আর কিছু চায় না। আর কিছু ভাল লাগে না। লোকাচারবশতঃ তিনি ফুল তোলা কাজে প্রতিবাদ করিলেন না। প্রাতে ফুলের সাজি লইয়া ফুল তুলিতে যান। কোনদিন ফুল তুলিয়া আনেন ও তারামার পূজায় দেন। আবার কোন দিন গাছতলায়

সাজিহাতে ২।৩ ঘণ্টা আনমনে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকেন।

পুষ্প চয়ন

কি ভাবেন তিনি জানেন ও তারা মা জানেন। বোধ হয় কুসুমে মার মাধুরীর আভাস পাইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্যময়ীর মাধুরী ভাবিয়া বিভোর হন। কুসুমেব হাসি দেখিয়া কুসুমহাসিনীকে মানস মন্দিরে বসাইয়া মানস কুসুমে সাজাইয়া তাঁর শোভা দর্শনে মুগ্ধ হন। ফুল আনিতে ভুলিয়া যান। তারামার পূজাকাল উপস্থিত। বাম আসেন নাই। ফুল নাই। ক্ষ্যাপা বাম কোথায় খোঁজ পড়ে। এদিক ওদিক্ খুঁজিয়া দেখা যায় বাম গাছ তলায়। হাতের সাজি হাতে। হাঁকাহাঁকির পর বামেব হুঁস হইল ফুল তুলিতে আসিয়াছি।

তাড়াতাড়ি ফুল তুলিয়া মন্দিরে গেলেন। বামকে ধমক্ খাইতে হইল। কোন কোন দিন এরূপ ঘটিত যে মার পূজক ক্রুদ্ধ হইয়া সাজি কাড়িয়া নিজে ফুল তুলিয়া লইয়া যাইত। দুর্গাদাসের নিকট বামের নামে অভিযোগ আসিতে লাগিল। তিনি বামকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিতেন। কিন্তু বামের দোষ সারে না।

স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে

স্বভাব সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। তাহা ছাড়া যায় না। বাম তারাময়, কর্ম্মময় নহেন। দুর্গাদাস বামের আচরণে ক্রুদ্ধ

ভৎসনা

হইলে তিরস্কার করিতেন, উপদেশ দিতেন যে কাজ করিয়া খাইতে হয়। বাম নিরুত্তর থাকিতেন। কবির ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে গেলে

তদলব্ধপদং হৃদি ভাবঘনে
প্রতিযাতমিবান্তিকমস্য গুরোঃ ॥

তাঁর হৃদয় তারাভাবের ঘন বর্ম্মে আচ্ছাদিত। ঐ সব উপদেশ তাহাতে স্থান পাইত না ববঞ্চ উপদেষ্টার নিকট ফিবিবা যাইত।

দুর্গাদাস মনে করিলেন বোধ হয় ফুল তোলা বামের অভিপ্রেত নয়, তাই সে এরূপ করে। তিনি বলিলেন "আচ্ছা, বাম! তুই মন্দিবে পূজার আয়োজন কবিয়া দিস্।" কোন কোন দিন বাম তাহা কবেন। আবাব কোন দিন বা মন্দিরে ঢুকিয়াই বিভোব হইয়া বসিয়া থাকেন।

পূজার আয়োজন।

কে পূজার আয়োজন করে? কে চন্দন ঘসে? কেই বা নৈবেদ্য সাজায়? পাণ্ডারা সব করিয়া লন। তাঁরা প্রথম প্রথম দুর্গাদাসকে বলিতেন না। পরে দুর্গাদাস বামের ব্যাপার সব অবগত হইলেন। একদিন বামকে তারামার দুধজ্বাল দিবার জন্য বলা হয়। বাম দুধ জ্বাল দিতে গেলেন। উনুনে কড়া চাপাইয়া দুধ ঢালিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁর বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি কি ভাবিতেছেন গোস্তন্য যদি এত মধুর, তারামার স্তন্য

কতই মধুর ? হতভাগ্য জীব কেন সে স্তন্য পান করিতে চেষ্টা করে না ? তিনি কি তাঁর প্রিয় জননীর সেই স্তন্য পান করিয়া আত্মহারা ?

দুগ্ধপাক

এদিকে দুধ ধরিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। ধরাগন্ধে পাকশালা আমোদিত। পাচকাদির দৃষ্টি আকৃষ্ট। তাহারা ছুটিয়া আসিল। দেখিল প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় বাম নিস্তব্ধ; সম্মুখে চুল্লীর উপর কটাহে দুগ্ধ শুষ্কপ্রায় ও স্বল্পাবশিষ্ট। বামকে র্ভৎসনা করিয়া পাকশালা হইতে বাহিব করিয়া দিল। অন্য দুগ্ধ আনিয়া তারামাব জন্য পাক করা হইল।

দুর্গাদাস সংবাদ পাইলেন। বারবার পরীক্ষায় তিনি বামের তন্ময়ত্ব কিছু উপলব্ধি করিলেন। তখন তিনি আদেশ দিলেন বাম কোন কাজেই আসিবে না, তাকে বিশেষ কোন কাজের ভার দিও না। যখন তার যে কাজ ইচ্ছা হইবে সে তাহাই করিবে। বামের আপাততঃ সংসারের কাজ ঘুচিল। গর্ভ ধারিণীর অনুমতি লইয়া তিনি নিজকাজে তারামার স্থানে আসিয়াছিলেন। সে কাজ তারামার বাহ্য সেবা নহে; সে কাজ তারামার চরণে আত্মনিবেদন। ফুলতোলা প্রভৃতি কাজে মন দিলে সে কাজ হয় না। শান্তি আসে না, তাই বাম ও সব কাজে মন দিতে পারিলেন না।

কর্ম্মাতীত

৮। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়

নিবন্ধনে জীবিকায়াস্তথা তস্যা নিবর্ত্তনে।

ন লক্ষিতঃ শ্রীবামস্য স্বল্পোঽপ্যাকারবিভ্রমঃ॥

তারাপ্রসাদ হইতে জীবিকার ব্যবস্থা হইলে এবং সেই প্রসাদনিষেধে জীবিকার সংশয় হইলেও বামের কিছুমাত্র হর্ষবিষাদ জনিত আকার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই!

তারা পরিচারকরূপে কিছুকাল কাটিলে নাটোরের ছোট তরফের জনৈক কর্ম্মচারী মৈত্র মহাশয় তারাপীঠে আসিলেন। তারাপীঠের কাছারি মুর্শিদাবাদের দেবোত্তর কাছারির অধীন। ঐখানকার নায়েব মধ্যে মধ্যে তারাপীঠ পরিদর্শনে আসেন। বিশেষতঃ ৺ শারদীয়া পূজার পর চতুর্দ্দশীমেলায় তাঁকে তারা পূজার সময় উপস্থিত থাকিতেই হয়। বর্ষা শেষে যখন বঙ্গজননী শারদ-সাজে আনন্দময়ী বিশ্বজননীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন তখন বঙ্গে আনন্দের স্রোতঃ বহে। বঙ্গবাসীর হৃদয়ে তখন এই নবভাব খেলে—

বঙ্গে শরৎ

ঐ আনন্দময়ী মা আসিল।
নিরানন্দ বঙ্গভূমি আনন্দে ভাসিল।

কিবা ধরা কি গগন চেতন কি অচেতন
নূতন জীবন যেন সকলে পাইল।
হের মায়ে আনিবারে উল্লাসে আনন্দভরে
সাজিয়ে মোহনসাজে প্রকৃতি দাঁড়াল।

সুখদুখ সবভুলি দিতে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি
মায়ের ও রাঙ্গাপদে চল ভাই চল॥

এই আনন্দের কালে শস্যপূর্ণ বীরভূমে দেবীপক্ষের চতুর্দ্দশীতে তারাপীঠে উৎসব আরম্ভ হয়। তৎপরবর্ত্তি বর্ষার পূর্ব্বপর্য্যন্ত স্থানে স্থানে উৎসব চলে। চতুর্দ্দশীর মেলায় তারাপীঠ উৎফুল্ল! কত সাধু সজ্জন ভক্ত সম্মিলিত হন। আনন্দ নাথ ঐ সময়ে শাস্ত্রব্যাখার প্রবর্ত্তন করেন। মোক্ষদানন্দের পর তাহা উঠিয়া যায়। কিন্তু শ্রীবামের প্রভাবে শাস্ত্র ব্যাখার অভাব বুঝা যায় নাই। কত তাপিত জীব বামের চরণছায়ায় ঐ সময়ে শান্তি পাইয়াছে। এক্ষণে চতুর্দ্দশী মেলা কেবল প্রাণহীন মদিরা-পানের উৎসবে পরিণত। নাটোরের কর্ম্মচারী মৈত্র মহাশয় তারাপীঠে আসিলে কোন কোন পাণ্ডা দুর্গাদাসের নামে লাগাইতে গিয়া অপদার্থ বামাচরণকে বৃথা বেতন দেওয়ার কথা তুলিলেন। মৈত্রও স্বচক্ষে দেখিলেন বাম বিশেষ কাজ করেন না। মুর্শিদাবাদ কাছারিতে মৈত্র মহাশয়ের

চতুর্দ্দশীর মেলা

একজন পাচকের আবশ্যকতা ছিল। তিনি ভাবিলেন এই সুবর্ণ সুযোগ। বামাচরণ সদ্‌ব্রাহ্মণ, যুবা, বলিষ্ঠ, অর্থ-লালসা-শূন্য। তাঁহাকেই পাচকপদে বরণ করিলেন। বাম সেই বরণ স্বীকার করিলেন কিনা কোন নিদর্শন না পাইয়া তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইলেন। বাম তখনও নিরুত্তর। দুর্গাদাস সরকার দ্বারা অনুরোধ হইল। তাহাতেও বাম কথা কহিলেন

আবাহন

না। পদস্থের চাটুকার সর্ব্বত্র সুলভ। জনৈক পাণ্ডা নায়েববাবুর মনোরঞ্জন জন্য বামকে সম্মত করিবার ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লইলেন। বেদের হাঁচি সাপে চিনে। পাণ্ডারা বামের ধাত জানিত। ঐ পাণ্ডা বামকে বলিল "ক্ষ্যাপা এখানে তারামার কাছে আছিস্, গঙ্গামার কাছে যাবি না?" বাম তাহাতে গঙ্গাদর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই ছলে বামকে মৈত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রঘুনাথপুর কাছারিতে লইয়া গেলেন।

মৈত্র ভাবিলেন ভাল সওদা হইয়াছে। কয়েকদিন পরেই বুঝিলেন যে ডিল্লীর লাড্ডু খরিদ করিয়াছেন। বামকে অন্ন-পাকে নিযুক্ত করিলেন। তারাময় বাম চুল্লীর নিকট ধ্যানস্থ। অন্নদগ্ধ হইয়া গেল। মৈত্র মনে করিলেন বাম কখনও পাক করেন নাই সুতরাং কিছুদিন শিখাইলে শিখিবেন।

বিসর্জ্জন

তিনি পাকপ্রণালীর উপদেশ দিলেন, সঙ্গে লইয়া দুই তিন দিন পাকপ্রণালী দেখাইলেন। তাহাতেও বাম শিখিতে পারিলেন না। অন্ন কোনদিন অর্দ্ধসিদ্ধ,

কোনদিন অতিসিদ্ধ থাকে। ব্যঞ্জন কোনদিন অলবণ, কোন দিন বা লবণাধিক্যে অভোজ্য হয়। এইরূপ মাসাবধি চলিল। বাম নিত্য গঙ্গাস্নানে যান, নিত্যই গঙ্গা মা'কে বলেন "মা আমাকে তারাপীঠে পাঠাইয়া দে"। ক্রমে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে মৈত্র বামকে বিদায় দিলেন। তাঁর ধারণা হইল যে বাম ইচ্ছা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেন না। সুতরাং তিনি ক্রোধান্ধ হইযা তারাপীঠে আদেশ পাঠাইলেন যেন বামকে কোন বেতন বা তারামার ভোগ হইতে প্রসাদ দেওয়া না হয।

প্রভুর এ লীলারহস্য কি তিনিই জানেন। যেজন তাঁকে যেভাবে আশা করে সেইজনকে তিনি সেইভাবে ধরা দেন। তজ্জন্য কি মৈত্রের পাচকত্ব দিন কতক করিলেন? ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বকর্ম্মাতীত—ইহা জানাইবার জন্যই কি তাহা ত্যাগ করিলেন? মোহান্ধ জীব তাহাকে সহজে চিনিতে পারে না তাহাই কি মৈত্রের চরিত্রে প্রকাশ করিলেন। সে যাহা হউক তাঁর পক্ষে আবাহন ও বিষর্জ্জন সমান।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণিস্থিতঃ॥ গীতা ৫।২০।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়

যাহার বুদ্ধি চাঞ্চল্য বিনষ্ট, যাঁর মোহ বিদূরিত, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি প্রিয়লাভেও প্রহৃষ্ট নহেন, অপ্রিয়াপাতেও উদ্বেজিত হন না। তিনি প্রিয়াপ্রিয়ের অতীত শ্রেয়ঃ লাভ করিয়াছেন। সকলই তাঁর চক্ষে পরমপ্রিয়তমের লীলা অতএব শ্রেয়ঃ। বাম ঐ শ্রেয়োভাক্।

তিনি তারামার বাহ্যপ্রসাদে লোলুপ নহেন। তারামার প্রসাদ হইতে কে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারে? তারা মা তাঁর শরীরযাত্রার ভার লইয়াছেন। নিজ ভোগ হইতে বৃত্তি বন্ধন করিয়াছিলেন। তাহা কাড়িয়া লইলেও বাম অস্থির হইবার পাত্র নহেন ইহা জগতে দেখাইলেন। যাত্রিগণ দ্বারা এবার তাঁর অশ্বস্তনিক বৃত্তি করিলেন। বামই যথার্থ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়, নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয়।

৯। সমদর্শন।

তারাময়মিদং সর্ব্বমিতি জানন্‌মহামতিঃ।
পরমপ্রেমিকো বামঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

বাম মহামনা বিশ্বপ্রেমিক। চরাচর সমস্তই তারাময় এই জ্ঞানও তাঁর বিদ্যমান। সুতরাং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সর্ব্বজীবে, তুচ্ছাতুচ্ছ লোষ্ট্রকাঞ্চনাদিতে তিনি সমদৃষ্টি।

কামক্রোধাদি বলি দিয়া হৃদয়ের ঔদার্য্য আনিতে না পারিলে জীবে প্রেম আসে না। তাই নীতিবিদ্‌গণ বলিতেছেন—

উদারতা। অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্‌।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্‌॥ পঞ্চতন্ত্রে।

ইনি আমার আপন, কিম্বা ইনি আমার পর, এইরূপ গণনা সঙ্কীর্ণমনা ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন। উদারচরিত্রগণের পক্ষে নিখিলধরাবাসিজীব আপন।

ইহা সমদর্শনের প্রথম সোপান। আমি তুমি ভাব ডুবাইবার ইহা প্রথম প্রয়াস। ইহার নামান্তরই জীবে করুণা ও মৈত্রী।

ভক্তির বলেও বিশ্বপ্রেমের বিকাশ হয়। তদবস্থা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

অন্নপূর্ণাস্তোত্রে।

বিশ্বপ্রেম

পার্ব্বতীই মাতা, চৈতন্যময় মহেশ্বরই পিতা, শিবভক্তগণই বান্ধব, ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ। জীবের যখন এরূপ ভাব আসে যে সকলেই এক মাতার ও এক পিতার সন্তান, তখন সকল জীবই তাঁর আত্মীয়, এবং সর্ব্বস্থানই তাঁর স্বদেশ হইয়া পড়ে।

অদ্বৈতজ্ঞানের ফলও সমদর্শন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

গীতা ৫।১৮।

বিনীত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আমাদের প্রিয়, মহোপকারিণী গোমাতাও আমাদের সকলের আদরের পাত্র। মহাবল হস্তী আমাদের বহুকর্ম্মে প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমরা উহাদিগকে ভালবাসি। কুকুর উপকারী হইলেও অমেধ্যভোজী, দংষ্ট্রাবিষ ইত্যাদি কারণে আমাদের অস্পৃশ্য। ঐ কুকুরভোজী চণ্ডালও আমাদের চক্ষে হেয়। কিন্তু পণ্ডিতের চক্ষে সকলই সমান।

পণ্ডিত শব্দের বর্ত্তমানে অধোগতি হইয়াছে। পাঠশালার গুরু-মহাশয় পণ্ডিত। সাহিত্যাদিমাত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতাগ্রগণ্য। পণ্ডিতশব্দের যৌগিক অর্থ—পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যাঁর জন্মিয়াছে। বেদই জ্ঞান। সেই জ্ঞানের আকর বলিয়া ঋক্, যজু. সাম অথর্ব্ব বেদপদবাচ্য। বেদের চরম আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রুতি বলিতেছেন—

ব্রহ্মজ্ঞান

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা॥

কৈবল্যোপনিষৎ।

যিনি আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত আপনাতে সম্যক্ অনুভব করেন তিনিই সেই পরমব্রহ্ম লাভ করেন। অন্য উপায়ে ঐ সুদুর্লভ ধন পাওয়া যায় না। যাঁর চক্ষে সমস্তই চৈতন্যময়, তাঁর ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত। তিনি পূর্ণ সমদর্শী। নরাকার বামের হৃদয় স্বভাবতঃ অত্যুদার। আত্মপরগণনা সে হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁর চক্ষে সকলই তারামার সন্ততি। সুতরাং করুণা, মুদিতা, মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম তাঁতে বাল্যাবধি বদ্ধমূল। তিনি শ্রুতির জ্ঞানভাব এ কালের উপযোগী নহে বলিয়াই হউক বা অন্য কারণে হউক বিশেষ প্রকাশ না করিলেও, তাহা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ। শ্মশানে বসিবার পরই সমদর্শিত্ব তাঁহাতে বিকশিত হয়। তিনি শ্মশানের শৃগালকুকুরাদিকেও

বাম উদারচিত্ত
প্রেমময় জ্ঞানী

প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। সকল জীবই তাঁর আপনার কেহ তাঁর পর ছিল না।

সমদর্শী। সদাই সমাধিযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী-জীবন্মুক্ত।
কুক্কুর চণ্ডাল দ্বিজে সমদৃষ্টি তাঁর ॥

প্রকাশের পর ঐ প্রেমদৃষ্টি প্রকট হইয়াছিল। ভক্ত শিষ্য তাঁর যেরূপ প্রিয়, কালু, ভুলু, শ্বেতফুল প্রভৃতি সারমেয়-গণও তাঁর সেইরূপ প্রিয় হইয়া উঠেন। ভক্তগণের মধ্যে ইনি উচ্চজাতীয়, ইনি নীচজাতীয এরূপ ভেদ জ্ঞান তাঁব হয নাই। মল্লারপুরের সারদা জাতিতে শুঁড়ি। তিনি বাবার প্রিয়শিষ্য। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নন্দ পাটনি জাতিতে ডোম। তিনি বাবার প্রিয় সহচর। সারদাকে শুঁড়িজ্ঞান করায় বাবা অন্য-প্রিয় শিষ্য সুবোধকে জ্ঞান দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

চণ্ডাল হরিভক্ত হইলে দ্বিজগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তি-শূন্য দ্বিজও চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভক্তির মহিমা ঐরূপই বটে। কিন্তু ভজনীয় রাম ভক্তিরও অপেক্ষা রাখিতেন না। ভক্ত, অভক্ত, পুণ্যবান্, পাপী ধনী, নির্ধন সকলেই তাঁর প্রিয়পাত্র। পাপী ও তাপী বোধহয় প্রিয়তর। ক্ষুদ্রকামী আর্ত্ত

করুণাময়

দিগকে কখন কখন ভয় দেখাইতেন বটে কিন্তু তাহা পিতা যেমন সন্তানের মঙ্গল জন্য তাড়না করেন তদ্রূপ তাড়না মাত্র। রাম যথার্থই কল্পতরু। তাঁর পদছায়া যে জীব

চাহিয়াছেন, তাঁহাকেই জাতিবর্ণগুণাদিনির্ব্বিশেষে তিনি পদাশ্রয় দিয়াছেন। তৎফলে সেই জীব পূত হইয়াছেন। সেই জীবের স্পর্শে কত জীব পবিত্র হইতেছেন।

জাতি, কুল বিদ্যা তপ ধর্ম্ম জ্ঞান ব্রত জপ
কিছুর অপেক্ষা না করে।
শ্রীচরণ আশ্রয় কোন মতে কেহ পায়
তদাশ্রয়ফল
সেই ত্রিপাবন শক্তি ধরে॥

বামের শ্রীপদস্পর্শের পর এই নরাধমেরও হৃদয়ে সমদর্শন-ভাব ক্ষণতরে জাগে।

(গুরো) এমন দিন কি হবে।
যবে তারা তারা তারা বলে এ দিন যাবে।
কামিনী কাঞ্চনে নাহি রবে আকিঞ্চন।
বিষয় বাসনা রাশি দিব বিসর্জ্জন।
ত্যজি রাগ অভিমান করিব ভ্রমণ
আপনপর ভেদজ্ঞান কিছু না রবে॥

১০। কামজয়ী।

মাং বিশ্বজেতারমসৌ পুরস্তাদ্ধৃষ্টং কটাক্ষেণ দদাহ রুষ্টঃ।
উজ্জীবয়ামাস পুনঃ প্রসন্ন ইতি স্মরঃ পর্য্যচরন্নৃবামম্॥

আমি বিশ্ববিজয়ী এইরূপ গর্ব্বভরে ইঁহাকে সামান্যদেব ভাবিয়া ইঁহার প্রতি ধৃষ্টতাচরণ করিলে দেবাদিদেব এই বাম রুষ্ট হইয়া আমাকে কটাক্ষপাতে দগ্ধ করিয়াছিলেন, আবার আমার পত্নীর বিনয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে প্রত্যুজ্জীবিত করেন এইরূপ স্মরণ করিয়া কাম নররূপবামের কিঙ্করত্ব স্বীকার করেন।

সর্ব্বজীবে কাম বা ইচ্ছা বর্ত্তমান। কখনও তার অভিব্যক্তি কখনও তার সুপ্তি। ভোগের জন্য কামের অভিব্যক্তি। ইহা কামের প্রবৃত্তিপথ। এইপথে ভোগমুখকামের বিস্তার। সুখের জন্য জীবের প্রবৃত্তি বটে কিন্তু সুখ সর্ব্বসময় ঘটে না এবং সুখ ঘটিলেও তাহা দুঃখমিশ্রিত হয়। প্রবৃত্তিজকর্ম্মের ফলে পুনশ্চ মনোবুদ্ধিতে সংস্কার বা বাসনা জন্মে। ঐ বাসনাবশতঃ ভোগের জন্য জীবের সংসৃতি বা পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি। গতাগতির অনন্তক্লেশভোগে শেষে জীবের ভোগত্যাগের ইচ্ছা আসে। তাহাই নিবৃত্তি। ঐ পথে বাসনাক্ষয়ে শান্তি ও মুক্তি ঘটে। সুতরাং কাম সংসারের দ্বার এবং মোক্ষের দ্বার।

কাম সংসারদ্বার ও মোক্ষদ্বার

কামই ক্রিয়াশক্তিমূল সুতরাং রজোগুণাত্মক। কিন্তু প্রবৃত্তি পথে রজোগুণ তমোভাবাপন্ন, নিবৃত্তিপথে রজঃ সত্ত্বভাবাপন্ন। উভয়বিধ কামের নামান্তর মন্মথ, মদন, মার ইত্যাদি। কি প্রবৃত্তিপ্রবণ কি নিবৃত্তিপ্রবণ কাম মনোমথন এবং মনোমাদন। ভোগের জন্য ব্যাকুলতা বা উন্মত্ততা সর্ব্বজনেই প্রকট। শান্তির জন্য মনের ব্যাকুলতা বা উন্মত্ততা বিরল হইলেও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কাম মন্মথ ও মদন। কামই প্রবৃত্তির দিকে লইয়া পুরুষের চৈতন্যকে মোহিত করিয়া তাঁর সহজনির্ম্মলত্বলোপ করে এবং নিবৃত্তিদিকে টানিয়া সমলজীবকে ধৌত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নির্ম্মল করে। তন্ত্রের ভাষায় কাম শিবত্বমারক জীবত্ব

মার

বিধায়ক, এবং জীবত্বমারক শিবত্ববিধায়ক। সুতরাং কাম মার নামে বিদিত।

ভোগমুখীন কামসম্বন্ধেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

গীতা ৩।৩৭

ভোগ মুখীন কাম

এই কাম রজোগুণসমুদ্ভূত। কামই প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কাম এবং এই ক্রোধ উভয়ই দুষ্পূরণীয় এবং মহাপাপের মুল। ভোগবাসনার তৃপ্তি নাই। ভোগবাসনা হইতে যত অনর্থ, যত পাপ।

ত্যাগমুখীন কাম দোষের নহে।

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভুতেষু কামোঽস্মি ভরতর্যভ।

গীতা ৭।১৫।

ত্যাগমুখীন কাম

হে ভরতবংশপ্রধান! (ধর্ম্মের অবিরোধী কামই আমি)

কামই ক্রিয়াশক্তিপ্রেরক। সুতরাং দর্শনমতে ঈশ্বরেও কাম আছে। তিনি লীলপ্রবণ হন। তাঁরও লীলা কাম-সঙ্কল্প প্রণোদিত। তাঁর সিসৃক্ষা বা সৃষ্টিকামনা হইতে এই সৃষ্টি। তাঁরই ইচ্ছায় লয়!

জীবে ও ঈশ্বরে কাম

ঈশ্বরে ও জীবে কামসম্বন্ধে প্রভেদ এই যে ঈশ্বর কামের বশ নহেন, জীব কামের বশ। কামবশিত্ব ধর্ম্ম-বিরোধী ও দুঃখের

আকর। কামেশিত্ব ধর্ম্মাবিরোধী ও শান্তির মূল। শান্তির জন্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামের জয় আবশ্যক। কামজয় কামের নাশ নহে, কামের আত্মবশ্যকরণ। কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি।

কামজয়। এই জন্য কামজয়ের কৌশল ইন্দ্রিয়সংযম। তজ্জন্য কর্ম্মমার্গ। তদন্তে ভক্ত ভক্তিমার্গে, জ্ঞানী জ্ঞানমার্গে এবং যোগী যোগমার্গে সমূলভোগকামনাক্ষয়ে নিঃশ্রেয়স লাভ করেন।

এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যথা সংলভতে রতিম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৭।৩৩।

এইরূপে ষড়্বর্গ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ কিম্বা কাম-ক্রোধাদি ষট্ সম্যক জয় করতঃ ভক্ত ঈশ্বরে অনুরাগ করেন, যাহাতে বাসুদেব অর্থাৎ সর্ব্বময় শ্রীভগবানে রতি জন্মে। ঐ রতির ফল যথা।

ভক্তিমার্গ

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনস্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তিপ্রয়োগেন সমেত্যধোক্ষজম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৭।৩৬।

তখন উৎকট ভক্তির বলে জীবের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়, তাঁর আশয় বা ইচ্ছা ও আকৃতি ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁর সংসারবীজ অর্থাৎ মোহ ও অনুশয় অর্থাৎ বাসনা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। তখন জীব সেই অধোক্ষজ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়

প্রেমময় শ্রীবাসুদেবে মিলিত হন। এইরূপ মিলনে পরমানন্দ। জ্ঞানমার্গের ধারা যথা—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

কঠোপনিষৎ ৩।৯।

জ্ঞানমার্গ

যাঁহার বিজ্ঞানরূপ সারথি মনোরূপ প্রগ্রহ-দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ তুরঙ্গগণকে সৎপথে চালিত করেন। তিনি গন্তব্য পথের পরপারে গমন করেন। ঐ পর পারই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ স্বরূপ।

যোগমার্গেও যমনিয়মাদিসাধনে ইন্দ্রিয়জয়ানন্তর ধ্যানধারণা-সমাধি দ্বারা অবিদ্যাদিক্লেশের ও ক্লেশকর কর্ম্মের নিবৃত্তি। তৎ-ফলে নির্ম্মলজ্ঞানের উদয় ও গুণপরিণামক্রমসমাপ্তি। তখন গুণবিকারাভাববশতঃ চিচ্ছক্তির বৃত্তিনিবৃত্তি এবং স্বরূপাবস্থান-রূপ কৈবল্যলাভ। পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে—

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ। ২৯॥

যোগমার্গ

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্যজ্ঞানস্যানন্ত্যাৎজ্ঞেয়মল্পম্॥
ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমমাপ্তিগু‍র্ণানাম্ ॥৩১॥

পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥৩২

ঋষিগণের উক্ত মার্গত্রয় অন্বয়মুখী অর্থাৎ অখণ্ডৈকসচ্চিদা-নন্দালম্বন। সুগত পথ ব্যতিরেকমুখী অর্থাৎ শূন্যাবলম্বন।

সুগতমার্গ

সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, জ্ঞানং জ্ঞানং জ্ঞানং, শূন্যং শূন্যং শূন্যং ভাবনাত্রয়ে প্রথম ইন্দ্রিয়সংযম পরে সর্ব্বাশয় নিরোধে বাসনাক্ষয়।

সন্তকায়ো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো।
বন্তলোকামিসো ভিক্‌খু উপসন্তো তি বুচ্চতি ॥

ধম্মপদে ভিক্ষুবগে ১৯ শ্লো০

যাঁর শরীর, বাক্য ও চিত্ত শমগুণোপেত ; যিনি সমাধিনিষ্ঠ, যাঁর সংসারবাসনা বান্ত অর্থাৎ নষ্ট সেই ভিক্ষুসন্ন্যাসী উপশান্ত অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বলিয়া খ্যাত।

বাসনাক্ষয়ই পূর্ণকামজয়। ভক্তের বাসনাক্ষয়ের প্রকার এইরূপ যে সমস্তই সেই পরাৎপরের ইচ্ছাধীন, ভক্তের নিজেচ্ছা কিছু নাই। সুতরাং ভক্তই বলিতে পারেন।

ভক্তের বাসনা ক্ষয়

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৯১।৭।

অয়ি লীলাময়ি চৈতন্যরূপিণি নারায়ণি ! তুমি মা সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে বিরাজমানা। তুমিই তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করতঃ স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান কর।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

দুর্য্যোধন গীতা

হে হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরিচালক ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যাহা করাইতেছ আমি তাহাই করিতেছি ।

জ্ঞানী বাসনাক্ষয়ে ব্রহ্মময় ও পর্য্যাপ্তকাম ।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ

জ্ঞানীর বাসনক্ষয় । স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র ।

পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু

ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।২।

যিনি ভোগকামনা করেন তিনি তত্তৎ কামনাফলে তদনুরূপ জন্ম পান । যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে পূর্ণকাম ও কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তার সমস্ত কামনা এই জন্মেই সম্যক্ বিলীন ।

যোগীর বাসনাক্ষয়ে চিত্তের বৃত্তিনিরোধে স্বরূপ্যাবস্থানহেতু বৃত্তিরূপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামের অভাব । সুগতের বাসনাক্ষয়ে অনন্তশূন্যত্বজাগরণে ঐরূপ কামের নাশ । সকল পথে একরকম ফল—সংসৃতিরোধ, পর্য্যাপ্তকামতা এবং পরমানন্দলাভ ।

বাসনক্ষয়ে যে শারীর ও মানস কর্ম্ম থাকে তাহা সকাম নহে । ক্ষীণাশয়ভক্তের অবস্থা ।

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি ।

বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

ভাগবতে ১১।৩।৪৮

নিষ্কাম ভক্তের

যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও সমস্তই বিশ্বব্যাপক ভগবানের লীলা এই বোধে বিষয়ে-

ন্দ্রিয়সংযোগে উদ্বেজিত বা হৃষ্ট হন না, তিনিই ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শারীর কর্ম্ম ভিন্ন তাঁর ভগবৎ-সেবন থাকে। কিন্তু সেই সেবন ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক না হওয়ায় তিনি তদ্দারা বদ্ধ নন। সকলই শ্রীহরির মূর্ত্তি বোধে তিনি সকলকে প্রণাম করেন। তাঁর ভক্তি বিষ্ণু প্রীত্যর্থ, স্বার্থ নহে। তিনি মুক্তিও কামনা করেন না। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন—

কর্ম্ম

আত্মপ্রীতিহেতু যাহা তারে কহি কাম
কৃষ্ণপ্রীতিহেতু যাহা তাহাই নিষ্কাম।

জ্ঞানীর কর্ম্মধারা—

জ্ঞানীর ধর্ম্ম

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়োহপ্যন্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তুরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ত্তত ম্॥

পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপে ২৬৬ শ্লোঃ।

আমি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, আমার কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রারব্ধ কর্ম্মানু-সারে যদি আমার লৌকিক বা শাস্ত্রীয় বা অন্য কোনপ্রকার কর্ম্ম ঘটে ঘটুক। অবধূতের কর্ম্মধারা—

ওঁ তৎসম্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোহহমস্মীতি চিন্তয়ন্।
কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমশ্রিতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ১৪।১৫২।

অবধূত কর্ম্ম

সমস্তই সেই সনাতনী পরমাচিচ্ছক্তির লীলাবোধে ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সোঽহং ভাবে ভাবিত হইয়া বৈরাগ্যালম্বনপূর্ব্বক অবধূত আত্মোচিত কর্ম্ম করেন। তদ্বারা তিনি লিপ্ত হন না।

কামজয়ের প্রথম সোপান প্রবৃত্তিদমন। তাহাতে আরোহণ দুরূহ, শেষসোপান বাসনাক্ষয়ে আরোহণ অতীব দুরূহ॥ তাই পুরাণাদিতে চতুরাননব্রহ্মাদি দেবগণও কামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কেবল দুইটী দেবদেব হরি ও হর জিতকাম। হরি মদন মোহন, হর মদনারি। হরির ভোগে যোগ সুতরাং তিনি কামের বশ নন। হর যোগী, ত্যাগী; অতএব মদনভস্ম করিলেন। কামের ত্রিকোটী পরিবার। রুদ্রের এককোটী পরিবার তথাপি কাম রুদ্রের নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু কামের আত্যন্তিকনাশ নাই। ক্ষুদ্রবিষয়ক কামনা নষ্ট হইয়া বাসনাক্ষয়ে পূর্ণকামত্ব আসে। তজ্জন্যই পুরাণ কামকে রুদ্রের জ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন।

পৌরাণিকী কথা

জগৎপতিরনির্দ্দেশ্যঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বভাবনঃ।
হৃচ্ছয়ঃ সর্ব্বভূতানাং জ্যেষ্ঠো রুদ্রাদপিপ্রভুঃ॥

মহাভারতে অনুশাসনে ৮৫।১৭।

কামের নাশ নাই জানাইবার জন্যই পুরাণের উপাখ্যান এই যে তৎপত্নী রতির স্তবে হর কামকে পুনরুজ্জীবিত করতঃ দেবগণের হিতার্থ রতিপতিকে স্তম্ভিত করিয়া কুমারের জন্ম দিলেন।

নররূপী বাম পূর্ণত্যাগী, যোগী ও পূর্ণকামজয়ী। তিনি চিরকুমার, ঊর্দ্ধরেতা। কখনও বাহ্যভৈরবী গ্রহণ করেন নাই। কত নারী ভৈরবী সাজে তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তিনি তাদের হাবে ভাবে বাক্যে বা সেবায় ভোলেন না। জনৈক ভৈরবী তাঁহাকে ভুলাইতে না পারিয়া শেষে মদনগোঁসাইকে ভুলান। তদুপাখ্যান অন্যতরঙ্গে দেওয়া হইল। শ্রীবামের প্রকাশের পর এক সুন্দরী রমণী ভৈরবী বেশে বামের নিকট আসিয়া পদসেবার ছলে আশ্রয় চাহিয়া প্রলোভিত করিল। অন্তর্যামী বাম তার অন্তরের ভাব জানিতে পারিয়া কামাতুরাকে বলেন 'মা! আমার পদসেবার প্রয়োজন নাই, তুমি অন্যত্র যাও"। ভৈরবীবেশা তাহা না শুনিয়া যখন আগ্রহ দেখাইলেন তখন বাম তার আশয় বুঝিয়াছেন ঈঙ্গিত করিলেন—"মা! এখানে তোমার বাসনা পূর্ণ হওবার নয়।" কামিনী মনে করিল উহা বামেব প্রাণের কথা নহে, সুতরাং নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখাইতে লাগিল। প্রভু দেখিলেন যে পাপাশয়কে ভয় না দেখাইলে সে নিবৃত্ত হইবে না। কঠিন রোগে বীর্য্যবৎ ঔষধ আবশ্যক। বাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দাঁড়াতো বেটী, চিম্‌টা আন্‌চি"। সহজেই বাম ভৈরবাকৃতি। কৃতককোপে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। নারী ভীতা হইয়া চরণে পড়িল। তার ভাবান্তর হইয়াছে। অসৎ রতির পরিবর্ত্তে তার হৃদয়ে প্রভুর কৃপায় সদ্রতি বা ভক্তি আসিয়াছে। বাম প্রীত হইলেন। কাচের পরিবর্ত্তে কাঞ্চন পাইয়া আনন্দিত মনে নারী চলিয়া গেলেন।

প্রলোভন

সময়ান্তরে রামকে কামজয়ের কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হয়। তারাপীঠের তহশীলদার নীলমাধব রামকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য এক রূপবতী কুলটাকে নিযুক্ত করে। সে বারবিলাসিনী কয়েকদিন নানা ছলনায় রামকে ভুলাইতে না পারিয়া শেষে ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগ করিল। রাম নিশীথে যোগনিদ্রায় শয়ান।

পরীক্ষা

বারাঙ্গনা আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। অন্তর্যামী রাম সমস্তই বুঝিয়াছেন। তিনি নিদ্রার ভাব ছাড়েন নাই। নির্লজ্জা রামের অঙ্গ বিশেষ অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু তদঙ্গের স্থানে কোন চিহ্ন না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়াছে। তখন রাম যেন জাগিলেন এবং 'মা এসেছিস্' বলিয়া সন্তানভাবে তার স্তনপান করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্তনপান লীলা গোকুলেও পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। কংসপ্রেরিতা পূতনা মোহিনীমূর্ত্তিতে শ্রীবৃন্দাবনে যশোদাগৃহে গিয়া কত আদর দেখাইয়া এবং যশোদাকে ভুলাইয়া তাঁর নীলমণিকে বক্ষে

স্তনপান লীলা

লইয়া বিষদিগ্ধ স্তন শিশুর মুখে দিলে, শিশু ভগবান্ তার স্তন দুই করে নিপীড়িত করতঃ স্তন্যের সহিত পূতনার প্রাণ পর্য্যন্তপান করেন। পূতনা তৎফলে মৃতা হয়।

তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জরবীর্য্যমুল্বনং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬।১০

করুণালীলায় জীবোদ্ধার জন্য বামের বর্ত্তমান অবতার। প্রভু এ যুগের পূতনাকে প্রাণে বধ করিলেন না। প্রভুর আকর্ষণে স্তন্য হইতে রুধির বহির্গত হইল।

মরি মবি" চীৎকার করতঃ নারী মূর্চ্ছিতা প্রায় হইলেই বাম স্তন ছাড়িয়া বলিলেন—"যা মা, ছেলের সঙ্গে আর এরূপ করিস্ না।" পুণ্যকরস্পর্শে বারবনিতার পাপক্ষয় হইয়াছে। ভক্তি উদ্রিক্ত। তিনি শ্রীবামের পাদপদ্মে লুটাইতেছেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন "বাবা! আমার কি হবে? আমি যে বড় পাপী।" করুণাময় তাঁকে আশ্বাস দিলেন—"এখন যাও মা। তারা মা তোমায় কৃপা করিবেন।" ঐ বামা তদবধি অসৎ বৃত্তি ছাড়িয়া তারা-চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া শুদ্ধা হন। এই বিচিত্র লীলায় স্থানীয় গৃহিগণ বুঝিলেন বাম কামজয়ী। তাঁহার দেহরক্ষার পর কেহ কেহ তাঁর ভৈরবী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না।

তাঁর সর্ব্ববাসনা ক্ষয় হইয়াছিল। ইহা তাঁহার সমস্ত জীবনে প্রকাশ। ধনৈষণাদি কোন এষণা তাঁর কখনও হৃদয়ে স্থান পায় নাই। অন্তরে পূর্ণ জ্ঞানভাব রাখিয়া বাহিরে তিনি তারাভক্তির আদর্শ দেখাইয়াছেন। তারা-পদই তাঁর ধ্যান জ্ঞান, তারাপদই সর্ব্বস্বধন। তিনি অন্য সমস্ত ধনে নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার। তারাপদকামনা

জীবের বন্ধন নহে। তাঁর অন্তর্ভাব ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ অখণ্ড চিদানন্দভাবে অবস্থান সুতরাং তিনি পূর্ণ নিষ্কাম। জীবকে ভক্তিভাংবর দ্বারা ঐ ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রেরণা জন্য তাঁর অবতরণ। তাঁর বাহ্যলীলাও স্বার্থপ্রণোদিত নয়। অর্থযশোগৌরবাদির আশায় তিনি বদ্ধজীবকে কৃপা করেন নাই। তাঁর দেহে অধ্যাস প্রায় ছিল না। অধ্যাসের লেশ যাহা দেখা যাইত তাহা জীবকল্যাণহেতু। জ্ঞানভাব অহঙ্কৃতির ব্যঞ্জক বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। নচেৎ তাঁর মুখে ভগবদ্বাণী শোভা পাইত—

নিষ্কাম

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি ॥ গীতা ৩।২২।

হে পার্থ। এই ত্রিভুবনে আমার কোন কর্ত্তব্য বা কোন প্রাপ্তব্য নাই। আমার করণীয় কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, সকলই পাইয়াছি। তথাপি আমি জগতের জন্য লীলান্যায়ে কর্ম্ম করি। বামের কর্ম্মও সন্ন্যাসীর কর্ম্ম, সংসারীর কর্ম্ম নহে। কারণ তিনি এ অবতারে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া আসিয়াছিলেন, কৃষ্ণাদিবৎ ভূভারহরণ করিতে গৃহী হন নাই।

৩। বিকাশতরঙ্গ।

১১। সর্ব্বধর্ম্মময়

তর্ত্তুং ঘোরং দুরন্তং মোহসিন্ধুং
নানা ধর্ম্মা নির্ম্মিতাঃ সেতুরূপাঃ ॥

আপ্তৈরার্যপ্রাতিভৈর্ভক্তমুখ্যৈ-
র্রামো ধর্ম্মদ্বেষশূন্যস্ততোঽভূৎ ॥

এই ঘোর দুস্তর মোহ সাগর পার করিবার জন্য ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাশূন্য তত্ত্বদর্শী প্রতিভাশালী মুখ্য ভক্তগণই কালে কালে নানা সেতুস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মেরই উপযোগিতা আছে বলিয়া শ্রীরাম নরাবতারেও কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষভাব দেখান নাই।

সেই এক অনন্ত ভগবান্ বাহ্যজগতে নানারূপে ও জীবহৃদয়ে নানাভাবে অভিব্যক্ত। কেহ তাঁর অনন্ত শক্তি, কেহ তাঁর অনন্ত প্রেম, কেহ তাঁর অনন্ত জ্ঞান, কেহ তাঁর অনন্ত দয়া, প্রভৃতি গুণ দেখিয়া বিমোহিত। কেহ বা তাঁর গুণাতীত মহাভাবে বিভোর। যে জীব তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়া আনন্দিত হন, সেই ভাবই সেই জীবের প্রিয়। প্রিয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মনের ধর্ম্ম। এই পক্ষপাতিত্ব হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যখন জীব অনন্ত ও তাদের প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন, তখন ধর্ম্মসম্প্রদায়বাহুল্য অনিবার্য্য। কিন্তু যখন সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয় তখনই অনর্থ। যখন জীব নিজভাবে এমন উন্মত্ত হয় যে অন্যের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অন্য-ভাবে ভাবিত উপাসকগণকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন মনে করিয়া ঘৃণা করে, তখনই বাদবিতণ্ডাময়ী ধর্ম্মবিপত্তি। আবার যখন অন্যভাবের সাধকগণকে বলপূর্ব্বক নিজভাবে আনিবার জন্য প্রয়াস

সাম্প্রদায়িকতা

পায় তখনই ধর্ম্মবাধা। এই ধর্ম্মবাধা হইতে নানাবিধ উৎপীড়ন, অত্যাচার, রক্তপাত, হত্যা প্রভৃতি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মলীলা ঘটে। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মের নামে মানুষ পৃথিবীকে বারবার রক্তে প্লাবিত করিয়াছে।

আর্য্য ঋষিগণ সেই বিষময় ফল নিবারণ জন্য অন্যধর্ম্মা-বলম্বিগণকে স্বীয় ধর্ম্মে আনিবার জন্য কোন প্ররোচনা করেন নাই। তাঁরা জানিতেন যে সর্ব্বপ্রকার সাধনাই সেই এক সাধ্যের দিকে লইয়া যায়। কোন ধর্ম্মই নিন্দনীয় নহে। যিনি সর্ব্বধর্ম্মে আস্থাবান্ তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ।

আর্য্যভাব

> যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ।
> সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
>
> মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২০৫।৩৫।

যে ধর্ম্মবিৎ প্রাজ্ঞের চক্ষে সকল লোকই আত্মবৎ; সমস্ত কর্ম্মেই যাঁর রতি আছে তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

অবশ্য সাধনার ভেদ আছে। নিম্নস্তরের সাধন হইতে উচ্চস্তরের সাধনে জীবকে আনিবার জন্য ঋষিগণ নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহারা ক্রমশঃ মনকে বুঝাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হঠপূর্ব্ব জীবকে একভাব হইতে অন্যভাবে বিচলিত করিবার পক্ষে তাঁরা বড়ই বিরোধী।

উদারতা

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
> যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
>
> গীতা ৩।২৬।

জ্ঞানী অজ্ঞান কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ করাইবেন না (বরং) স্বয়ং অবহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ তাঁহাদিগকে সৎকর্ম্ম করাইবেন।

এই উদার নীতির জন্য ভারতে ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকতা থাকিলেও তার ফলে বিশেষ রক্তপাতাদি ঘটে নাই। সম্প্রদায়মধ্যে বাদ বিতণ্ডা মাত্র চলিয়াছে। কর্ম্মবাদী কর্ম্মকে, জ্ঞানবাদী জ্ঞানকে ও ভক্তিবাদী ভক্তিকেই নিঃশ্রেয়সের একমাত্র পথ নির্দ্দেশ করিয়া নিজ নিজ বাদের জয়পতাকা উড়াইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই এক ব্রহ্মসূত্রের ও গীতার দ্বৈতবাদ, অদ্বৈত-বাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য। হরিহরগৌরীগণপতিসূর্য্যাদিসাধ্যভেদেও সম্প্রদায়ভেদ।

পুরাণাদির প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের বলে বা মৌলিক শ্লোকের অপব্যাখ্যা মূলে কোন কোন বৈষ্ণব কিরূপ সাম্প্রদায়িকতা করিয়াছেন তন্নিদর্শন যথা—

অন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং ভক্ষ্যপেয়াদিকং দ্বিজ।
সাত্বতৈস্তু ন তদ্‌গ্রাহ্যং সুরাতুল্যং ন সংশয়ঃ॥

ভক্তমালধৃত

অন্য দেবতার ভক্ষ্যপেয়াদি নির্ম্মাল্য বৈষ্ণবগণের অগ্রাহ্য এবং তাহা সুরাতুল্য। তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সঙ্কীর্ণতা

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

বিষ্ণুরই নৈবেদ্যকে দেবগণ সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ পাবন

বলিয়া মনে করেন। অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

শাক্ততন্ত্রে তন্ত্রোত্তর—

শক্তিযুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধোহভূন্নগনন্দিনি ॥

শক্তিসারাগমসর্ব্বস্বে

কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোহন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

মহানির্ব্বাণে ২।৯

শক্তিবীজ সহিত মন্ত্রজপ বিধেয়, কেবল অর্থাৎ শক্তিবীজশূন্য মন্ত্র জপ করা উচিত নহে। সাবিত্রীমন্ত্রজপে ব্রহ্মা সিদ্ধ হন। কলিকালে তন্ত্রপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি বৈদিকাদি অন্য পথে যান তাঁর গতি নাই ইহা সত্য, ইহা সত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

শক্তিমার্গরতো ভূত্বা যোহন্যমার্গে প্রধাবতি।
ন চ শাক্তাস্তস্য বক্তুং পরিপশ্যন্তি শঙ্করি ॥
বিনা তন্ত্রাদ্ বিনা মন্ত্রাদ্ বিনা যন্ত্রান্মহেশ্বরি।
ন চ ভুক্তি র্ন মুক্তিশ্চ জায়তে বরবর্ণিনি ॥

তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রবক্তারং নিন্দন্তি তান্ত্রিকীং ক্রিয়াম্।
যে জনা ভৈরবাস্তেষাং মাংসাস্থিচর্ব্বণোদ্যতাঃ ॥

যে সাধক শাক্তপথে প্রবৃত্ত হইয়া অন্য পথে যান, শাক্তগণ তাঁর মুখ দর্শন করেন না। তন্ত্র, মন্ত্র ও যন্ত্র বিনা ভোগও নাই মুক্তিও নাই। যারা তন্ত্রের বা তন্ত্রবক্তার বা তান্ত্রিকী ক্রিয়ার নিন্দা করে, ভৈরবেরা তাদের মাংসচর্ব্বণে উদ্যত।

এই সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার শ্লোক প্রৌঢ়বাদমাত্র। ইহাদের তাৎপর্য্য একনিষ্ঠা, দেবতান্তরনিন্দা নহে। কিন্তু ইহাদের মর্ম্মবোধাভাবফলে ধর্ম্মদ্বেষ ঘটিয়াছে। যথার্থ সাধক দ্বেষাতীত। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।

সাধকের উদারতা আধুনিক ভক্তও গাহিতেছেন—

রাম কৃষ্ণ শ্যাম শ্যামা শিবে ভেদ ভেবনা আমার মন।
নামরূপ গেলাপে ঢাকা আছেন সেই এক নিরঞ্জন।
চিনির ছাঁচে হাতি উঠ ঘোড়া পুতুল পাখি রথ হয় যেমন
যার যেমন মন লয় সে তেমন এক চিনিতেই সব গঠন।
অস্থি মাংসমেদ শোণিতে সকল শরীর হয় সৃজন।
এক আত্মারাম বিরাজেন সেথায় কে হিন্দু ভাই কে যবন?
ভেদ ভাবনা মন ছড়না সুখ পাবে না তায় কখন।
একে বহু বহুতে এক করনা সদা দরশন।
সাধ যদি তোর থাকেরে মন পেতে সত্য সনাতন।
তবে ভাসিয়ে দে'না দ্বেষাদ্বেষি প'রনা চোখে প্রেমাঞ্জন।

ঐ দ্বেষাদ্বেষির হাত এড়াইবার জন্য আধুনিক কোন মহাপুরুষকে শাক্তবৈষ্ণবাদি নানামতে সাধনা করিতে শোনা যায়। শ্রীবামের ঐ দ্বেষ আদৌ ছিল না। তাহা ছাড়িবার জন্য তাঁহাকে কোন সাধনাই করিতে হয় নাই। শাস্ত্রীয় বাম যেমন শ্মশানে চিতাভস্মাদি মাখিয়া শাক্তাচারে রত হইয়া পরমশাক্ত এবং পরমবৈষ্ণব, নররূপী বামও সেইরূপ শাক্ত বৈষ্ণবসমন্বয়। তিনি তারা বলিতেও যেমন আত্মহারা, হরি বলিতেও তদ্রূপ! সম্প্রদায়িকতাদোষ যাহাতে তাঁর ভক্তগণের মধ্যে না আসে তজ্জন্য তিনি শাক্তভক্তগণের নিকট হরিগুণগান এবং বৈষ্ণব ভক্তদের নিকট তারাগুণগান করিতেন। এই অধমকে তিনি গৌরাঙ্গভাব দেখান এবং বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত ৺অবিনাশচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে তিনি অন্তর্দীক্ষায় তারানামের ঝঙ্কার তোলেন। মহম্মদি ও খৃষ্টিয়াদি ধর্ম্মেরও প্রতি প্রভুর কোন বিদ্বেষভাব কখন দেখা যায় নাই। তিনি প্রিয়সন্তান ছোট ক্ষ্যাপাকে "মিঞাজি তস্‌লিমাৎ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং মহম্মদি সরার গুপ্ততম সাধন বিবৃত করেন। তদবধি ছোট ক্ষ্যাপা মহম্মদি সাধনের প্রতি বিতৃষ্ণা পরিহার করিয়াছেন। এই অধমও প্রভুর কৃপায় সনাতনী মাতার ছায়া পাইয়া ধন্য হইয়াছে। বামের প্রসাদে মহাপুরুষদিগের প্রতি এ দীনেরও শ্রদ্ধা আসিয়াছে এবং তাঁহাদের সাধন তত্ত্বও কিছু কিছু এ দাস বুঝিতেছে। সর্ব্বধর্ম্মের উদ্দেশ্যই ভগবৎপ্রাপ্তি।

বামের ভাব

সর্ব্বধর্ম্মেই জ্ঞান ও ভক্তির সাধন। জ্ঞান ও ভক্তির পরিণতির জন্য বাহ্যানুষ্ঠান। কোন ধর্ম্মই হেয় নহে। যিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত, সেই সমাজের ধর্ম্মই তাঁর সেই ভাবের পরিপোষক বলিয়া তাঁহার পক্ষে আশু ফলপ্রদ হইতে পারে। কিন্তু অন্য সমাজের ধর্ম্ম ও সাধন তাঁহার জ্ঞান ও প্রেম বিকাশের পরিপন্থী নহে।

সাধনোপযোগিতা

১২। পাশ মুক্ত।

স্পৃশেন্নৈশস্তমঃস্তোমস্তমোনুদম্ দিবাকরং।
পশুত্বঘটকা পাশা ন তু রামং জগৎপতিম্ ॥

নৈশতমোরাশির পক্ষে তমোহর দিবাকরকে স্পর্শ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সেই জগতের পতিপদবাচ্য রামকে পশুত্বঘটক অজ্ঞানাদি কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। পাশশব্দ জীবাত্মার বন্ধকভাবার্থে প্রচলিত। অবিদ্যাই বেদান্তের পাশ। পাশশব্দ শাক্ত ও শৈব দর্শনের পারিভাষিক সংজ্ঞা। শৈবদর্শনমতে পদার্থ ত্রিবিধ—পতি, পাশ ও পশু। স্বতন্ত্র নিত্যনিরতিশয়শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মাই পতি। তাঁর নামান্তর শিব। বদ্ধজীব পশু। অন্য দর্শনে পরমাত্মার শক্তি সৃষ্টিস্থিতি-লয়াত্মিকা ত্রিবিধা। শৈবতন্ত্রে আরও দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত যথা—আবরণী ও অনুগ্রাহিকা। আবরণীশক্তিই পাশ। তাহা পঞ্চবিধ যথা—বল, মল, মায়া, বিন্দু ও কর্ম্ম। 'বল পতির

পরাশক্তি। বলের দুইদিক্—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা পতির অনুগ্রাহিকা, অবিদ্যা আবরণী শক্তি। অবিদ্যা দ্বারা পতি জীবকে বদ্ধ করেন এবং বিদ্যার দ্বারা পাশমুক্ত করেন। সুতরাং বিদ্যা স্বয়ং পাশ হইতে পারে না। এজন্য কোন কোন শৈবাগমে মলাদি চতুর্ব্বিধ পাশ স্বীকৃত। অবিদ্যার ফলই মল। চৈতন্যকে আবৃত করে বলিয়া মলের অন্য নাম আবৃতি। তাহা পঞ্চবিধ।

মিথ্যাজ্ঞানমধর্ম্মশ্চ শক্তিহেতুশ্চ্যুতিস্তথা।
পশুত্বমূলং পঞ্চৈতে তন্ত্রে হেয়া বিবক্ষিতা॥
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শনে।

মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম্ম, শক্তি, হেতু ও চ্যুতি এই পঞ্চ মলই পশুত্বের মূল। অতএব ইহা ত্যাজ্য। মলের ক্রিয়াই মায়া। এই মায়া অনন্ত জীবকে অভিভূত করে। সুতরাং তার নাম ঈশ। পতি যখন মায়াময় হন তখন তাঁর নাম বিন্দু। এই বিন্দুও ঠিক পাশ নহে। মায়ারই সৃষ্টি কর্ম্ম। তদ্দ্বারা জীব সংসারে ঘূর্ণায়মান। জীবের ভোগ জন্য পতি ত্রয়স্ত্রিংশতত্ত্বময় ভোগায়তন সৃষ্টি করেন। সাংখ্যের প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ঐ শৈবতত্ত্বসমূহের অন্তর্গত। কলা, নিয়তি, কাল, দিক্, সত্ত্বরজস্তমঃ প্রভৃতি অতিরিক্ত নবতত্ত্ব শৈবাগমে স্বীকৃত। ঐ ভোগায়তনের সংজ্ঞা পুর্য্যষ্টক। জীব সকল বা সমল। তদ্ব্যতীরেকী জীব নিষ্কল বা নির্ম্মল। মিথ্যাজ্ঞানাদিপ্রযুক্ত জীবের সহিত পুর্য্যষ্টকের সম্বন্ধ। তদ্বিপর্য্যাসে অর্থাৎ সত্যজ্ঞানাদির উদ্ভাসে ঐ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রলয়ে কলাপর্য্যন্ত

পুর্য্যষ্টক স্বতঃ শিবে বিলীন হয় এবং জীব প্রমুক্ত হয় বটে কিন্তু জীবের সংস্কার থাকে। সুতরাং পুনরায় পুর্য্যষ্টকসৃষ্টিতে জীব সকল বা সমল পশু হন। পূর্ণজ্ঞানবলেই ঐ সংস্কারের লোপ হইলে জীবের পশুত্ব যায়। তখন জীব শিবত্ব পান। জীবের এইরূপ দুইভাব পতির ও পশুর অন্তর্গত বলিয়া জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। জীবের পশুত্ব কোন মতে কেবল পতির ইচ্ছাধীন, কোনমতে উহা জীবের প্রাক্তন কর্ম্মানু-সারে পতির অধীন। শৈবাগমের সহিত শাক্তাগমের তত্ত্ববিষয়ে মতান্তর না থাকিলেও জনসাধারণের বোধের জন্য শাক্তাগমের অষ্টবিধ পাশ যথা—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমঃ।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

কুলার্ণবে।

অষ্ট পাশ

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল এবং জাতি এই আটটি পাশরূপে কীর্ত্তিত।

এই আটটী মনোধর্ম্ম মনঃসঙ্কোচক। ইহারা মনকে যেন বাঁধিয়া রাখে। তাই ইহাদের নাম পাশ। এই সব সঙ্কোচ দূরীভূত না হইলে মন উদার ভাব প্রাপ্ত হয় না। সঙ্কুচিত মনঃ জীবাত্মাতে প্রতিফলিত হইলে আত্মা আপনাকে সঙ্কোচিত বলিয়া ভাবেন। সেই ভাবনাই পরিচ্ছিন্ন জীবভাব। ঘৃণাদি সকলগুলিই মিথ্যাজ্ঞানের বিকার মদ বা অহঙ্কার হইতে জন্মে। আমি ভাল, ইনি মন্দ, আমি শুচি. ইনি অশুচি,

আমি বড়, ইনি ছোট ইত্যাদি অহমিকা হইতেই ঘৃণার উদয়।

ঘৃণা ভয় লজ্জা ভয়

ঘৃণিত আমি পরের নিকট ঘৃণিত হইয়াছি ইত্যাদি জ্ঞানই লজ্জার কারণ। এইরূপ হেয় হইলে আমার মান সম্ভ্রম যাইবে কিম্বা অন্য কোন কারণে শরীরাদির অনিষ্ট হইতে পারে ইত্যাদি অনিষ্ট পাতের আশঙ্কাই ভয়।

অনিষ্টপাতে মনের প্রতিকূল বেদনাই শোক। সেই অনিষ্ট নিবারণ। জগতে নিজ কুকর্ম্মাদি গোপনেচ্ছা জুগুপ্সা। আমি কুলীন,

শোক জুগুপ্সা

শীলবান্, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠজাতিতে জন্মিয়াছি

কুল শীল

ইত্যাদিও অভিমানের বিলাস। এই সব সঙ্কোচ সংসারের সহচর।

সংসারেতে ভয় রোচনা সদা ভয়ে ভয়ে থাকি।

অভয় চরণ দাও দয়াময় ভয়কে ভয় দেখায়ে রাখি।

সংসারের মায়া ছাড়ি হৃদয় করবো তোমার বাড়ী।

প্রাণ মন্দিরে বসাইয়ে হেরবো তোমায় দিবারাতি।

লোকভয়ে ভীত হয়ে রাখি কত চাপা দিয়ে।

ঘুচায়ে দাও লুকোচুরী কাজ নাই আর ঢাকাঢাকি ॥

সমাজবদ্ধ দেবগণ এমন কি শ্রীভগদবতারগণও সঙ্কোচের অধীন বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণিত। কেবল ত্যাগের আদর্শ দেবাদিদেব রামই নিঃসঙ্কোচ। মায়ামনুজ রামও পাশমুক্ত। পাছে পাশবদ্ধ হন বলিয়া প্রভু সংসারে কখনই লিপ্ত ছিলেন না। তিনি নিরভিমান। সুতরাং কুলশীল জাতি ইত্যাদি পাশ তাঁকে

বদ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁর যত অভিমান অনন্ত চিদানন্দ-ময়ী তারার উপর। সুতরাং সে অভিমান সঙ্কোচক নহে বরঞ্চ বিকাশক। সকলই তাঁর চক্ষে তারা মার মুর্ত্তি। তিনি কোন জীবকে নীচজ্ঞান করিতেন না। সুতরাং তাঁর ঘৃণা ছিলনা। কুক্কুরাদি যাহা আমাদের চক্ষে অস্পৃশ্য তাহাদের সহিত একত্র ভোজনেও তাঁর কখনও দ্বিধা হইত না। তিনি কোন জীবের কখনও অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না। তজ্জন্য তাঁর কোন জীব হইতে অনিষ্টপাতাশঙ্কা বা অনিষ্টপাতজনিত শোক আসিবাব সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর অসচ্চিন্তা ছিল না, তদ্‌গোপনের কারণও ছিল না। তিনি কখন লোকনিন্দা করেন নাই। কেহ তাঁর ভাব না বুঝিয়া নিন্দা করিলে তিনি নিজ মহত্ত্বস্থাপনের কোন চেষ্টা করিতেন না। তাঁর হৃদয় স্বতঃপূত। লজ্জার উদয় তাঁর হৃদয়ে সম্ভপর ছিল না।

পাশমুক্ত

তিনি বাম তাঁর কোন কাম বিকার আসিত না। কুলের কুলবধুগণও তাঁহাকে দিগম্বর দেখিয়া লজ্জা পাইতেন না। তিনি মদ খাইতেন, গঞ্জিকা সেবন করিতেন বটে কিন্তু আত্মতৃপ্তির জন্য নহে। মদ বা গঞ্জিকা তাঁর তারামগ্ন মনকে বিচলিত করিতে অসমর্থ ইহা দেখাইবার জন্যই তার মদ্যাদিসেবন। মদিরা সেবনে তিনি কখনও মত্ত হন নাই বা তারাধ্যান হইতে বিচ্যুত হন নাই। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য রূপ ভয় তার ছিল না। মহাশ্মশানে মহানিশায় কেলি করিয়াছেন। সকলই তারামা। সুতরাং তাঁকে কে ভয়

দেখাইবে ? শাক্ততন্ত্রে ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মহামায়া বরাভয়-পাশধারিণী অর্থাৎ তাঁহারাই জীবকে ভোগদ্বারা বদ্ধ করেন এবং মহাবিদ্যারূপ অনুগ্রাহিকশক্তিদ্বারা পাশমুক্ত করেন। বাম সেই মহাবিদ্যার একান্ত শরণাগত। তাঁহাকে মহামায়া অবিদ্যামূর্ত্তি দেখান নাই। পরাশক্তির অনুগ্রাহক ভাবই তিনি পাইয়াছিলেন।

শৈবাগমের পাশ অর্থাৎ মল প্রভৃতি তাঁহাতে স্থান পায় নাই। তিনি আজীবন কখনও মিথ্যাজ্ঞানের অনুশীলন করেন না। সচ্চিদানন্দময়ী তারার ধ্যানে আত্মহারা ছিলেন। তাঁহাতে মিথ্যাজ্ঞানাদির অবকাশ থাকিতে পারে না। পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সকলই তিনি সেই তারার পদে সমর্পণ করিয়া ছিলেন। কখনও স্বর্গাদি কোন পারত্রিক বা ঐশ্বর্য্যাদি কোন ঐহিক ফল কামনা করেন নাই। তাঁহার বন্ধন অসম্ভব। পরাশক্তিভজনের অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবার জন্য এবং সেই আনন্দভাবের কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাশবদ্ধ জীবকে দিয়া পাশমুক্ত করিবার জন্যই তাঁর পুর্য্যষ্টকধারণ। তাঁর এই অবতারের সমস্ত লীলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে—

নাহি তাঁর কর্ম্মাকর্ম্ম		পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিবা		আচার বিচার।
কেবল তরাতে জীবে		অবতীর্ণ এইভবে
মঙ্গল করুণাময়		ব্রাহ্মণ আকার।

১৩। আত্মারাম

রমমাণশ্চিদানন্দে তারাব্রহ্মস্বরূপিণি।
আত্মারামঃ পরানন্দো বামঃ শরীরবানপি।

তারাই ব্রহ্ম, তারাই আত্মা—তারাই চিদানন্দ অর্থাৎ চৈতন্যময়ী ও আনন্দময়ী। সেই তারাতে যে বাম সর্ব্বদা বিহার করেন তিনি দেহী হইলেও পরমানন্দময় আত্মারাম।

সুখদুঃখানুভূতি জীবের স্বতঃসিদ্ধ। ইষ্টলাভে প্রফুল্লতাই সুখ; ইষ্টবিঘাতে বা অনিষ্টাপাতে বিষণ্ণতাই দুঃখ। ন্যায়মতে বাধনা বা তাপই দুঃখের লক্ষণ।

বাধনালক্ষণং দুঃখম্। ন্যায়সূত্র ১।১।২১

সুখ ও দুঃখ — দর্শনের ভাষায় সুখ অনুকূলবেদন; দুঃখ প্রতিকূলবেদন। ন্যায় ও বৈশেষিকমতে আত্মা দ্রব্য; সুখ ও দুঃখ তদাশ্রিত গুণ যাহা দ্বারা আত্মার অনুমিতি হয়।

রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাঃ সংখ্যাপরিমাণানি পৃথক্ত্বং
সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ
সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চগুণাঃ।

বৈশেষিক দর্শনে ১।১।৬

ন্যায়মত — রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি বা সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই কয়েকটী গুণ।

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্।

ন্যায়সূত্র ১।১।১০

পরমাত্মাতে সুখ ও দুঃখ দ্বেষ নাই। তাঁর জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্ন নিত্য। জীবাত্মার জ্ঞানেচ্ছাদি ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগজন্য এবং ধ্বংসশীল। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ। অনুমিতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য। সুখ ও দুঃখ জ্ঞানাতিরিক্ত। তদনুভব আত্মমনঃসংযোগসাপেক্ষ। এই সংযোগ অপ্রাপ্তপ্রাপকরূপ সম্বন্ধ নহে, বৃত্তিনিয়ামকরূপ বিশিষ্টসম্বন্ধ। আত্মারিক্ত পদার্থে আত্মীয়ত্ববোধরূপ অহঙ্কার বা মিথ্যাজ্ঞান ঐ সংযোগের হেতু। পরমাণু এবং আত্মা প্রভৃতি নিত্য। পরমাণু-সংযোগাদি সৃষ্টি ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরারাধনাদি দ্বারা পদার্থনিচয়ের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যজ্ঞানরূপতত্বজ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে রাগদ্বেষরূপ-দোষাপগমে জীবন্মুক্তি। ক্রমে বাসনার বা প্রবৃত্তির নাশে জন্মা-

ন্যায়মত　পায়ে দুঃখাত্যন্তধ্বংসরূপ আত্মারঅপবর্গ বা সর্ববিপ্রয়োগ ও সর্বোপরম। তখন আত্মা শান্ত। তাঁর বৃত্তিজজ্ঞানাদি গুণ নাই, কিন্তু তদধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে। দুঃখ নাই, সুখসংবেদন নাই।

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্। বৈশেষিক দর্শন ১।১।৪

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।　　ন্যায়সূত্র ১।১।২

অপবর্গঃ—শান্তঃখল্বয়ং সর্ববিপ্রয়োগঃসর্বোপরমঃ।　ভাষ্য

দোষনিমিত্তানাং তত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ।　ন্যায়সূত্র ৪।২।১

দোষনিমিত্তংরূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতাঃ।　ঐ　৪।২।২

সোঽয়মধ্যাত্মং বহির্বিবিক্তচিত্তো বিহরন্ মুক্ত ইত্যুচ্যতে। ভাষ্য

মীমাংসাসূত্রে যজ্ঞাধিকারমুখে আত্মার কর্তৃত্ব ও স্বর্গাদি-ভোগিত্ব স্বীকৃত। ভাষ্যবার্ত্তিকাদিতে আত্মবাদাদিসন্নিবেশে মীমংসা দর্শনত্বে পরিণত। তন্মতে জ্ঞানেচ্ছাদি অহংপ্রত্যয়জ্ঞেয় জ্ঞাতার বা আত্মার গুণ হইলেও তদনুভূতি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাধীন হওয়ায় কর্ম্মসহকৃত তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে তৎসম্বন্ধ-বিলয়ে রাগদ্বেষাপায়ে জীবন্মুক্তি পরে প্রারব্ধ-ক্ষয়ে শরীরপাতে জ্ঞানাদিগুণোচ্ছেদে দুঃখহীন জ্ঞানশক্তিমাত্রা-বস্থানরূপ পরমমোক্ষ। তাহাতে আনন্দাভিব্যক্তি নাই।

মীমাংসামত

স্বযংবেদ্যঃ স সম্ভবতীত্যাদি ভাষ্যে। অহংপ্রত্যয়বিজ্ঞেয়ো হ্যাত্মাঃ সর্ব্বদৈব হি ইতি শ্লোকবার্ত্তিকে মুক্তস্যজ্ঞানস্যাভাবো জ্ঞানশক্তিমাত্রাবস্থানম্। তস্মাৎ নিঃসম্বন্ধো নিরানন্দো মোক্ষ ইতি শাস্ত্রদীপিকায়াম্।

সাংখ্যমতে চিজ্জড়াত্মক জগতে দুইটী মূলতত্ত্ব আছে। চেতন, নিষ্ক্রিয় ও পরিণামশূন্য পুরুষ এবং জড়া সক্রিয়া ও পরিণামশীলা সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি। নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সক্রিয় জড় প্রকৃতির অয়স্কান্ত-সান্নিধ্যে অয়সের ন্যায় সংক্ষোভ উপস্থিত হইলে মহৎতত্ত্ব বা অধ্যবসায়াত্মিকা চিদুপরাগযুক্তা বুদ্ধি, বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক সংকল্পবিকল্পাত্মক মনঃ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং তামসিক শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধনামক পঞ্চতন্মাত্রা জন্মে। পঞ্চতন্মাত্রার বিকার ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম। সত্ত্বগুণ প্রীত্যাত্মক বা সুখময়,

সাংখ্যমত

রজোগুণ অপ্রীত্যাত্মক বা দুঃখময়, তমোগুণ বিষাদাত্মক বা মোহময়। সর্ব্ববিধ ত্রিগুণাত্মক বিষয়ই সুখদুঃখমোহময়। এতন্মতে সুখ ও দুঃখ প্রকৃতির ধর্ম্ম। নিঃসঙ্গ পুরুষের সুখদুঃখানুভূতি ঔপাধিক। যেমন রক্তজবার প্রতিবিম্বে শ্বেতস্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায় সেইরূপ অবিবেকবশতঃ প্রকৃতির সহিত বিশিষ্ট সংযোগে প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখ দুঃখ পুরুষে উপসংক্রান্ত হইলে পুরুষের সুখদুঃখাভিমান হয়। পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এই বিবেকে রাগদ্বেষাপায়ে জীবন্মুক্তি। জ্ঞানপরিপাকে দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরম মোক্ষ। তখন পুরুষ শুদ্ধবুদ্ধ নিরানন্দ।

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।　　　　সাংখ্যদর্শন ১।৯৬
প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্　ঐ　১।১২৭
ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোদৃতে　ঐ　১।১৯
তদ্যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বম্।　　ঐ　১।৫৫
প্রধানাবিবেকাদন্য বিবেকস্য তদ্ধানে হানম্।　ঐ　১।৫৭
নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ।　　ঐ　৫।৬৬

তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব সরোরুহাঃ॥

যোগশাস্ত্র সেশ্বরসাংখ্য। প্রকৃতির পরিণাম ঈশ্বরাধীন। পুরুষ দৃশিমাত্র অর্থাৎ কেবল চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞাতৃত্বও তাঁর ঔপাধিক। স্বাতিরিক্ত সত্ত্বাদিগুণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধজ্ঞানই অবিবেক বা বিপর্য্যাস। তদ্বশতঃ সত্ত্বপুরুষসংযোগ। তখন পুরুষ

দ্রষ্টা ও ভোক্তা এবং প্রকৃতি ও তৎসৃষ্টপদার্থ দৃশ্য ও ভোগ্য। দ্রষ্টৃত্বাদ্যভিমানই অস্মিতা। ক্রমে ইষ্টানিষ্টত্ববোধে রাগ ও দ্বেষ এবং ইষ্টানিষ্টজনিত শঙ্কা বা অভিনিবেশ আসে। অবিদ্যাদিপঞ্চই ক্লেশ। ক্লেশমূলই কর্ম্ম এবং তৎপরিণাম জন্ম বাসনা ভোগাদি। অস্মিতাপ্রযুক্তই সুখদুঃখিত্বাভিমান। সুখ ও দুঃখ চিত্তের পরিণাম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। সংসারের ক্ষণিক ও দুঃখসম্ভিন্ন সুখেও দুঃখভাবনা বিবেকীর কর্ত্তব্য। দুঃখই হেয়। সত্ত্বাদিগুণ

যোগমত

হইতে পুরুষ পৃথক্ এই জ্ঞানই সত্ত্বান্যথাখ্যাতি বা বিবেক। তদ্দ্বারা পুরুষের অবিদ্যাপনয়ে জীবন্মুক্তি। ক্রমে সর্ব্বাবরণবিনির্মুক্তজ্ঞানোদয়ে দৃশিমাত্রাবস্থান বা কৈবল্য-প্রতিষ্ঠা। ক্লেশনিবৃত্তির জন্যই তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানাদি সাধনম্।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃসংযোগো হেয়হেতুঃ। যোগসূত্র ২। ১৭

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থংদৃশ্যম্।

ঐ ২। ৮

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃশুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। ঐ ২। ২০

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ। ঐ ২। ২৩

তস্যহেতুরবিদ্যা। ঐ ২। ২৪

তদভাবে সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্। ঐ ২। ২৫

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ঐ ২। ৩

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। ঐ ২। ১৩

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। ঐ ২। ১

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ। ঐ ২। ২

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ সাধারণতঃ বেদান্ত মত বলিয়া গণিত। তন্মতে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও স্বাভিন্ন সদসদনির্ব্বচনীয়াচিন্ত্যশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবিকৃত থাকিয়া মায়াবী মায়াজালের ন্যায় বস্তুশূন্য জগৎ বিস্তারপূর্ব্বক নানাবুদ্ধিরূপাধারে চিদাভাসরূপে নানাজীবভাব ধারণ করেন। শুক্তিতে রজতবৎ চিদাত্মাকে দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণধর্ম্ম জীব অনাদি কাল হইতে আরোপ করিয়া কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানে সংসারী। ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ঐ আরোপের বা অধ্যাসের নিবৃত্তিতে জীব প্রথমে জীবন্মুক্ত পরে প্রারব্ধক্ষয়ে প্রপঞ্চবিলয়ে অশরীর পূর্ণব্রহ্মরূপ পরম মোক্ষ। উভয়বিধ মোক্ষে আত্মা সচ্চিদানন্দময় আত্মারাম।

অস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুস্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ, তদ্বিপর্য্যয়েণবিষয়িণঃ তদ্ধর্ম্মাণাংচ বিষয়েঽধ্যাসোমিথ্যা ** । কোঽয়মধ্যাসো নামেতি ? উচ্যতে।

বেদান্ত মত

স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বাদৃষ্টাবভাসঃ। ** তথাচ লোকেঽনুভবঃ শুক্তিকা রজতবদবভাসতে। ** তমেবংলক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতিমন্যন্তে। তদ্বিবেকেন বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেনাণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে। **

মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞনাদ্ভবতি ১।১।৪ সূত্রভাষ্যে।

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং মায়াবীব মায়য়া, প্রসারিতস্য জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণং

মবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য। ২। ১। ১ সূত্রভাষ্যে'

শঙ্কর সম্প্রদায়ের আনন্দনির্ব্বচন পঞ্চদশী প্রভৃতিতে বিস্তারিত। চিদানন্দময়প্রতিবিম্বযুক্তব্রহ্মশক্তিরূপা প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণা। তাহা দ্বিধা শুদ্ধসত্ত্বা মায়া; অশুদ্ধসত্ত্বা অবিদ্যা। গুণভেদে অবিদ্যা ত্রিবিধা—অসত্তা জাড্যও দুঃখ। দুঃখ ঐহিক ও আমুষ্মিক। নিখিল পদার্থে ব্রহ্মশক্তির প্রাতিভাসিক সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ বর্ত্তমান। সত্তার অনুভূতি সর্ব্বত্র স্পষ্ট। চৈতন্যের ও আনন্দের অনুভূতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের উপর নির্ভর। আনন্দপ্রধানতঃ দ্বিধা শুদ্ধ ও মিশ্র। বিশুদ্ধানন্দানুভূতির ত্রিবিধ

আনন্দ

উপায় নির্দ্দিষ্ট—(১) যোগ (২) আত্মবিচার (৩) অদ্বৈতভাবনা। সাধনভেদে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের নাম যোগানন্দ, আত্মানন্দ এবং অদ্বয়ানন্দ। ঐ আনন্দত্রয় বৃত্তির অতীত। মিশ্রানন্দ ধীবৃত্তির গোচর। তাহা দ্বিবিধ—বিষয়ানন্দ এবং বিদ্যানন্দ। বিষয়ে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ বর্ত্তমান আনন্দের নাম বিষয়ানন্দ। পরাবিদ্যানুশীলনে উপলব্ধ আনন্দ বিদ্যানন্দ। ইহা চতুর্ব্বিধ—দুঃখাভাব, কামাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা।

নারদপঞ্চরাত্রাদিমূলক বৈষ্ণবাগমে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ পদার্থ। জীবেশ্বরভেদে চিৎ দ্বিধা। ঈশ্বরই স্বতন্ত্র। জীব ও জড় তদধীন। ঈশ্বর কেবল সচ্চিদানন্দময় নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমত্তাদ্যশেষগুণবান্। তাঁর অচিন্ত্যশক্তিবলে সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি। উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে দ্বৈতবাদি

মাধ্বাচার্য্য মতে পঞ্চবিধভেদ। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিনিম্বার্কমতে ভেদাভেদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিরামানুজমতে ঈশ্বরের সহিত প্রকারতারূপে জীবজড়ের ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ অভেদ। ঐশীশক্তি বা ইচ্ছাই অবিদ্যা। জীব নির্ম্মল চেতন হইলেও অনাদিকর্ম্মবাসনাবশতঃ জগৎসঙ্গে সুখদুঃখাভিমানী ও সংসারী। জীবের অধিকারভেদে ঈশ্বরের অর্চ্চাদিপঞ্চরূপের উপাসনাফলে ভগবৎপ্রসাদে মাধ্বমতে ভগবৎসামীপ্য, রামানুজানুসারে পুরুষোত্তমপদপ্রাপ্তি। প্রাচীনমতে সামীপ্যসালোক্যসাষ্টি'স্বারূপ্য ভেদে মুক্তি চতুর্ব্বিধা। জীবন্মুক্তি- পরমুক্তিরূপ মুক্তির ক্রমও স্বীকৃত। জীব সকলমতে নিত্যদাস। ভগবচ্চিন্তনে তাঁর ভাগবতা--নন্দভোগ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধ্বসম্প্রদায়ী কিন্তু মুক্তি তাঁদের পুরুষার্থ নহে, প্রেমই পুরুষার্থ।

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ॥
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥
স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দ্দোষোঽশেষসদ্গুণঃ॥
মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তির্মোহিনীতিচ।
প্রকৃতির্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে।
বিষ্ণোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শব্দৈরেতৈরুদীর্য্যতে॥
প্রজ্ঞপ্তিরূপো হি হরিঃ সা চ স্বানন্দলক্ষণা।
উৎপত্তিস্থিতিসংহারা নিয়তির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষৌ চ পুরুষাদ্যস্মাৎ স হরিরেকরাট্॥

বৈষ্ণব মত

পাশুপতাদিভেদে মাহেশ্বরগণের চতুঃসম্প্রদায়। সকলকেই বৈদিকাচার্য্যগণ সেশ্বরসাংখ্য মধ্যে গণনা করেন। পাশুপতমতে পদার্থ পঞ্চ—কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। কারণ দ্বিবিধ-পতি ও প্রকৃতি। পতি স্বতন্ত্র। তিনি নিত্যনিরতিশয়ক্রিয়া শক্তিসম্পন্ন। কার্য্য ত্রিবিধ বিদ্যা, কলা ও পশু। বোধাবোধ-স্বভাবভেদে বিদ্যা দ্বিধা। বোধস্বভাবা বিবেকাবিবেকপ্রবৃত্তিভেদে দ্বিবিধা। বিবেকপ্রবৃত্তির নামান্তর চিত্তা। চিত্তা দ্বারা জীবের বৃত্তিজজ্ঞান। চেতনপরতন্ত্রা অচেতনপদার্থের নাম কলা। তাহা পুনরায় কারণাখ্যা ও কার্য্যাখ্যা। অধ্যবসায়াভিমানসঙ্কল্পবৃত্তি বুদ্ধ্যহঙ্কারমনোরূপ অন্তঃকরণত্রয় এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় কারণ কলা এবং পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও গন্ধাদি পঞ্চ গুণ কার্য্যকলা। পশু দ্বিবিধ সাঞ্জন বা সমল এবং নিরঞ্জন বা নির্ম্মল। শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধী সাঞ্জন পশু সংসারী জীব। তার চিত্ত বিধ্যনুষ্ঠানে শুদ্ধ হইলে পতির সহিত যোগে অর্থাৎ তদেকচিত্ততায় পতির প্রসাদে নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি-লাভে নিরঞ্জনতারূপ মোক্ষলাভ। পাশমুক্ত হিল্লোলে শৈবমত বিস্তারিত। প্রথম যোগভোগাত্মক জীবন্মোক্ষ এবং পরিশেষে প্রারব্ধক্ষয়ে দুঃখান্তক মাহৈশ্বর্য্যরূপ পরমমোক্ষ।

পাশুপত্রমত

শাক্তাগমে শক্তি ও চৈতন্য পৃথক্ নহে। উভয়াত্মিকা চণকাকারা সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তি বা পরমা প্রকৃতি সাকারা-নিরাকারা সগুণা গুণাতীতা সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী। তিনি অবিদ্যাবিদ্যা-রূপেজীবের বন্ধমোক্ষহেতু। তাঁর আরাধনার ফল ভোগস্বর্গাপবর্গ।

জীবাত্মা তাঁর স্ফুলিঙ্গস্বরূপ অতএব সচ্চিদানন্দশক্তিময়।

শাক্তমত

পরমা প্রকৃতির দ্বিধা ভেদ পরা ও অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি সত্বরজস্তমোগুণা মহতত্বাদির জননী। নিখিল পদার্থে পরমকারণের সচ্চিদানন্দশক্তি বর্ত্তমান। গুণতারতম্যে সচ্চিদানন্দশক্তির অভিব্যক্তি। পরমা প্রকৃতির লীলা বস্তুশূন্য মায়া না হইলেও পারমার্থিকী না হওয়ায় মায়াতুল্যা। সুতরাং তাঁহাকে মহামায়া বলা হয়। তাঁর দৈবগুণময়মায়াসৃষ্টির সৌন্দর্য্যাদিতে জীব মুগ্ধ হইয়া ভোগ চাহিলে কল্পতরুস্বরূপা মহামায়া ভোগ দেন। রাগদ্বেষবশতঃ সুখদুঃখাভিমানী জীব সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান ও ভোগ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অপবর্গ চাহিলে করুণাময়ী অপবর্গ দেন। তদ্গতচিত্ততার ফলে জীবের তত্বজ্ঞানে যোগভোগাত্মক চিদানন্দশক্তিময় জীবন্মোক্ষ ও পরে পরম মোক্ষ। জীবের ত্রিবিধ ভাব—পশু বীর ও দিব্য। ভাব ভেদে মোক্ষের ভেদ। পশুভাবীর মোক্ষ বৈষ্ণবশৈবমোক্ষসদৃশ সামীপ্যসালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যমাহেশ্বর্য্যের সমন্বয়। বীরদিব্যভাবীর মোক্ষ সাযুজ্য হইলেও তাহা অদ্বৈতবাদীর মোক্ষ হইতে বিশিষ্ট। শাক্তমত বেদাগমের পূর্ণ সমন্বয়।

অচিন্ত্যাপি সাকারশক্তিরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্বৈকমূর্ত্তিঃ।
গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥
বিশুদ্ধা পরা চিন্ময়ী স্বপ্রকাশামৃতানন্দরূপা জগদ্ব্যাপিকা চ।
তবেদৃগ্বিধা যা নিজাকারমূর্ত্তিঃ কিমস্মাভিরন্তর্হৃদি ধ্যায়িতব্যা॥

মহাকালসংহিতা॥ ১৯

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা ॥
চণকাকৃতিবিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপিকা।
অনাদিরূপসংযুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ ॥
জ্বলদগ্নির্যথা দেবি স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
তস্যাশ্চ্যুতঃ পরো বিন্দুর্যদাভূমৌপতত্যপি ॥
তদৈব সহসা দেবী শক্ত্যাযুক্তো ভবত্যপি।
স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে।
চতুবশীতিলক্ষংহি জন্ম প্রাপ্নোতি সোঽব্যয়ঃ ॥

নির্ব্বাণতন্ত্রে

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বংসর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রীহর্ত্রী চ পালিকা ॥ মহানির্ব্বাণে
সাবিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।
আরাধিতা সৈবনৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে

আত্মনিষ্ঠতা, আত্মক্রীড়া ও আত্মানন্দ আত্মারামশব্দের যৌগিকার্থ। পরমেশ্বরই আদি আত্মারাম। তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মক্রীড় ও আত্মানন্দময়।

ভূয়এব বিবিৎস্যামি ভগবানাত্মমায়য়া।
যথেদং সৃজতে বিশ্বং দুর্বিভাব্যমধীশ্বরৈঃ॥
যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্॥
ভগবান্　আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়াং করোতি বিকরোতি চ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৪।৬—৭

পরীক্ষিৎ গুরুশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভগবান্ আত্মমায়া বিস্তার করতঃ যেরূপে এই বিশ্বসৃষ্টি করেন সেই ব্রহ্মাদিপ্রজাপতিগণেরও দুর্বোধ্য তত্ত্ব আমি জানিতে ইচ্ছা করি। সেই প্রভু মহাশক্তিমান্। তিনি শক্তির আশ্রয়ে আত্মাকে ক্রীড়া করাইয়া সৃষ্টি ও লয় করেন। অবতীর্ণ হইলেও ভগবান্ আত্মারাম থাকেন। লোক দৃষ্টিতে তাঁর ভক্তসহ ক্রীড়া হইলেও প্রকৃতপক্ষে সমস্তই তাঁর শক্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া সেই ক্রীড়া তাঁর আত্মক্রীড়া।

আদি　ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরো হরিঃ।
আত্মারাম　প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৯।৪২

গোপীগণের উক্তরূপ করুণ বিলাপ শুনিয়া আত্মারাম ভগবান্ তাঁদের প্রতি সদয় হইয়া রাস বিহার করিলেন।

জীবাত্মার স্বরূপে, আত্মারামত্বে ও মুক্তিতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরং আমরা জীবাত্মার স্বরূপ ও মোক্ষ বিষয়ে মতাবলি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। তাহাদের মধ্যে বিরোধ বিরোধাভাসমাত্র।

একই পদার্থ জীবের মানসিক ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সুখময় ও দুঃখময় হইয়া থাকে। যে রাকা সুধাবকার, রোলম্বরুত, কোকিল-কূজন, বসন্ত প্রভৃতি নায়কনায়িকার মিলনে মধুময়, তাহাই উহাদের বিরহদশায় বিষময়। সুখদুঃখাদি দশা বিষয়ের ধর্ম্ম বা গুণ হইলে তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটিত না। এইরূপ ভাবুকগণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া ন্যায়বৈশেষিক বলিয়াছেন যে সুখ ও দুঃখ ক্ষিত্যপ্-তেজোমরুদ্ব্যোমগত গুণ নহে, আত্মগতগুণ। কিন্তু প্রণিধানে

সমন্বয়

বুঝায় যে শব্দাদিবিষয়ও সুখদুঃখময়। কটুতিক্তাদিরস, পূতিগন্ধাদি প্রফুল্লচিত্তেরও উদ্বেজক। সুগন্ধাদি বিষণ্ণ-চিত্তকেও প্রফুল্ল করে। অগ্নিস্পর্শে দাহজনিত ব্যথা চিত্তভাবের উপর অল্পই নির্ভর করে। আবার ইহাও ঠিক যে সম্পূর্ণরূপে মনঃ প্রত্যাহৃত হইলে শীতোষ্ণাদিদ্রব্যস্পর্শেও সুখদুঃখবোধ থাকে না। সুতরাং সাংখ্য সুখদুঃখকে প্রকৃতির অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়ের এবং চিত্তের উভয়ের ধর্ম্ম বলেন। আরও বৃত্তিজ জ্ঞানেচ্ছাদি আত্মগুণ হউক কিম্বা চিত্তের ধর্ম্ম হউক মোক্ষে আত্মার সহিত তাহাদেরসম্বন্ধাভাব সর্ব্বসম্মত। ন্যায়বৈশেষিকের জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃত্ব ও মীমাংসকের জ্ঞানশক্তি নামান্তরমাত্র। সাংখ্যাদির চৈতন্য-বৃত্তিজজ্ঞান নহে; প্রত্যুত তদবভাসক জ্ঞানশক্তির পূর্ণ বিকাশ। আত্মস্বরূপ বা বিদেহাত্মারাম আত্মা কেবল চৈতন্যময় সত্তা হইলে মুক্তাবস্থায় তাহাতে আনন্দ থাকিতে পারে না। শাস্ত্র ভূয়োভূয় বলিতেছেন যে মুক্তাত্মা পরমানন্দময় এবং জীবন্মুক্তপুরুষের আনন্দানুভূতি আছে। তাই বেদান্তমতে

আত্মা সচ্চিদানন্দ। অন্যান্য দর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি দ্বারা আনন্দের সিদ্ধিপ্রয়াস প্রৌঢ়বাদমাত্র। আত্মার আনন্দ-স্বভাব মৈত্রেয়ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী সংবাদাদি-দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত শ্রুতি গৌণানন্দ-প্রতিপাদনপর নহে। শ্রুতি শুদ্ধাত্মার অকরণচৈতন্যানন্দবৎ শক্তিও স্বীকার করেন।

বিদেহাত্মারাম　পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল্-ক্রিয়াচ।　　শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ অঃ ৮ শ্লোঃ

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃসশৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

অতএব শক্তিতন্ত্রের সমন্বয় এই যে সচ্চিদানন্দশক্তিমত্তা মুক্তাত্মার স্বরূপ। তাহাই বিদেহাত্মারামত্ব।

জীবন্মুক্তিতে দর্শনাগমের বিপ্রতিপত্তি নাই। কর্ম্মের বা ভক্তিরবলে তত্বজ্ঞানোদয়ে রাগদ্বেষাপগমে জীবন্মুক্তি সর্ব্বসম্মতা। তখন শরীরসম্বন্ধ শিথিল। বৃত্তিজজ্ঞানাদি থাকিলেও জীবন্মুক্ত নির্লিপ্ত। প্রতিসন্ধান, অনুবন্ধ, ফলাকাঙ্খাদি না থাকায় তাঁর নূতন কর্ম্মসঞ্চয় নাই। তখন তিনি কেবল প্রকৃতির লীলাদ্রষ্টা। প্রারব্ধকর্ম্মভোগের জন্য তাঁর শরীরধারণ। তাঁর শারীর-কর্ম্মভোগে সুখদুঃখাদিবোধ থাকে না বলিলেই হয়। জীবন্মুক্ত

জীবন্মুক্তারাম　দ্বিবিধ আত্মনিষ্ঠ ও পরমাত্মনিষ্ঠ। আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানপ্রধান। পরমাত্মানিষ্ঠ ভক্তিপ্রধান। জীবন্মুক্তের যোগানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ থাকায় আত্মারামত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণযিতুং গিরাতদা স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥

পঞ্চদশীধৃতঃ।

যোগানন্দ

সমাধিদ্বারা চিত্তের মল নষ্ট হইলে আত্মনিষ্ঠ চিত্তের যে সুখোদয় হয় তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। তাহা কেবল অন্তঃকরণ দ্বারা বুঝা যায়।

এই আনন্দই যোগানন্দ। প্রকৃতিলয় পর্য্যন্ত ঘটিলেও যোগীর-ব্যুত্থান বা সমাধিভঙ্গ ঘটে। সমাধিভঙ্গে আনন্দ থাকে না। চৈতন্যলয়ে বা কৈবল্যে আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন ও নিরুপাধি। তাহাই ব্রহ্মানন্দ বা অদ্বয়ানন্দ। তাহার পরিচয় যথা—

মানসে প্রবিলীনে তু যৎ সুখং চাত্মসাক্ষিকম্।
তদ্ব্রহ্ম চামৃতং শুক্রং সা গতির্লোক এব চ ॥

মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।২৪

ব্রহ্মানন্দ

মানস বা চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইলে আত্ম-সাক্ষিক অর্থাৎ স্বসংবেদ্য যে পরমানন্দ তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত বা নিত্য, তাহাই শুক্র বা জ্ঞানজ্যোতিঃ। তাহাই জীবের পরমগতি, তাহাই জীবের শ্রেষ্ঠ লোক বা অবস্থা।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত অহংব্রহ্মাস্মিভাবনা দ্বারা নিজাত্মাকে অনন্ত প্রসারিত করিয়া তাহাতে অন্তর্বাহ্য জগৎ প্রলীন করিয়া দেন। ভক্ত জীবন্মুক্ত নিজাত্মাকে অনন্তপরমাত্মাতে বিলীন করেন। গীতায় জ্ঞানী জীবন্মুক্তের নাম যুক্ত।

যুক্ত

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ গীতা ৬।১৮

যখন স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্ত সর্ব্বকামনাপরিত্যাগে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মাতে সম্যক্ অবস্থিত হয় তখন জীব যুক্ত নামে অভিহিত হন। এই যোগের প্রথম ফল ব্রহ্মভূতত্ব ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ গীতা ৬।২৭

আত্মারাম

এই যোগীর মনঃ প্রশমিত। রজোগুণ ধ্বস্ত। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ ও নির্ম্মল। তিনি উত্তমানন্দ লাভ করেন। ব্রহ্মভূতত্ব হইলে ব্রহ্মসংস্পর্শজ পরমানন্দ উথলিয়া উঠে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তের গতি ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মে বিলয়—

ব্রহ্মনির্ব্বাণ

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব চ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ গীতা ৫।২৪

যোগী আত্মনিষ্ঠ ; তিনি বাহ্যপদার্থে সুখ চান না। তিনি অন্তরের নিত্যানন্দ পান। তজ্জন্য তিনি আত্মাতে রমণ-শীল। তাঁর অন্তর্জ্যোতি বা পরমার্থ জ্ঞান উদ্ভাসিত। তিনি ব্রহ্মভূত, এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন।

ভক্তের যোগধারা শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবহুতিসংবাদে প্রদত্ত। তিনি ভগবন্মূর্ত্তিতে চিত্তনিবেশ করেন। তৎফলে যখন সেই অনিন্দ্য সুন্দর রূপ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে তখন তাঁর অভূতপূর্ব্বানন্দ। ক্রমে তিনি আত্মহারা হইলে সেই বিশিষ্ট

রূপবিলয়ে বিশ্বরূপ ও ভগবদ্ভাব জাগ্রৎ হয়। সেই মহাভাব মহানন্দময়। শেষে তিনি পরমাত্মনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মাতে বিহার করেন। তিনিও পরমানন্দময়। দেহস্থ বসনের প্রতি মদিরা-মদান্ধের ন্যায় তাঁর দেহাদির প্রতি লক্ষ্য নাই। পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ তাঁর কর্ম্ম। প্রারব্ধক্ষয়ে শরীর পাতে চরম মোক্ষ।

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্‌হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥
মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মণ্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।

ভক্তাত্মারাম

হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখযোর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ॥
দেহঞ্চ তন্ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্॥
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিহৃতং মদিরামদান্ধঃ॥

স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাস্থঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুন র্ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩। ২৮। ৩৪-৮

ভক্তির এমনই মাধুর্য্য যে জ্ঞানী ব্রহ্মভূত হইয়াও ভক্তির আস্বাদনে তৎপর হন। তখন তাঁর ভক্তি পরা অহৈতুকী। তৎকালে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ভগবৎপ্রবেশ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসান্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
ভগবৎ প্রাপ্তি　সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

গীতা ১৮।৫৪-৫৫

যিনি ব্রহ্মভাব পাইয়াছেন তাঁর আত্মা সর্ব্বদাই প্রসন্ন তিনি ইষ্টালাভে শোক করেন না। বাহ্যপদার্থে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শন। তিনি পরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন! ভক্তির বলে তিনি ভগবৎস্বরূপ জানিতে পারেন এবং তাহা জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ হন। ইহাই ভক্তাত্মারামের গতি।

আত্মারামের কোন বাহ্য কর্ম্ম নাই।
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ গীতা ৩।১৭

যিনি আত্মাতেই রত, যিনি আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত, যিনি

আত্মাতেই পরিতোষ প্রাপ্ত, তাঁর বাহ্য কর্ম্ম নাই। তিনি জ্ঞান যোগী হইলে আত্মচিন্তনপর, ভক্তিযোগী হইলে পরমাত্মচিন্তন-পর। তাঁর এমন বাহ্য প্রাপ্তব্য কিছুই নাই যার জন্য তাঁহাকে বাহ্যকর্ম্ম করিতে হইবে। তবে লোকশিক্ষার জন্য ভক্তাত্মারাম বাহ্য ভগবৎসেবন করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তাত্মারামের তান্ত্রিক চিত্র যথা :—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি॥
অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ॥
মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ।
সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ॥
স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখোঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিঃস্পৃহঃ।
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ॥
নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ।
বিগতামর্ষভীর্দ্দান্তো নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥
শোকদ্বেষবিনির্মুক্তঃ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ।
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ॥
সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা।
নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী॥

মহানির্ব্বাণে।

জীবন্মুক্তাত্মারামের পূর্ণ লক্ষণ বামে ছিল। তিনি শীতবাতাতপসহ, অনিকেত, নিঃসঙ্গ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, বিধিণিষেধাতীত, নির্যোগক্ষেম ; সমদুঃখসুখ, সদানন্দ, নিঃসঙ্কল্প, তুল্যমানাপমান, দ্বন্দ্বাতীত সন্ন্যাসী। অন্তর্ভাবে তিনি আত্মনিষ্ঠ পরম জ্ঞানী। লোকশিক্ষার জন্য তিনি তারাস্বরূপপরমাত্মনিষ্ঠভক্ত। তাঁর বাহ্য বিষয়ে অভিলাষ ছিল না। তিনি পার্থিব সুখ ও দুঃখে অবিচলিত। তাঁর হৃদয়ে আনন্দ সর্ব্বদাই কুল কুল বহিত। তিনি সমদর্শন, প্রসান্নাত্মা, ব্রহ্মভূত হইয়াও ব্রহ্মময়ী তারার প্রতি অহৈতুকী পরাভক্তি আজীবন বাখেন ; তাঁর বাহ্যকর্ম্মও ছিল না। তিনি যথার্থ পরমানন্দময়ীকে জানিয়াছিলেন ! তার চবণই তিনি "স্থূল" করিয়াছিলেন। সহজে তাঁর বিষয়ে ভুল হইয়াছিল। তারানামামৃতপানে রজনীদিনে তাঁর আঁখি ঢুলু ঢুলু ছিল। তিনি পরমানন্দময় এবং প্রাণিহিতে রত। দুঃখময় সংসারে পরমানন্দের স্বাদ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। যিনি তাঁব দেহাবস্থায় সঙ্গ পাইয়াছেন, এমনকি বিদেহাবস্থাতেও তাঁহাকে যিনি স্মরণ কবেন তিনিই আনন্দামৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। বাম জ্ঞানভক্তিসমন্বিত জীবন্মুক্ত পূর্ণাত্মারাম।

বাহ্যানুষ্ঠান

সোঽহন্তভূর্মানন্দতৃপ্তো নৈষীৎ সুখলবং বহিঃ।
সুধাকরসুধায়াং হি চকোরো ভাবনির্ভরঃ॥

নিজ পরমানন্দ দ্বারা তৃপ্ত সেই বাম বাহিরে ক্ষণিক সুখ লেশের অন্বেষণ করেন নাই। চকোর সুধাকরের সুধাতেই নিবিষ্টচিত্ত।

সন্ন্যাসালোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বাহা স্বধা অর্থাৎ দেবার্চ্চন ও পিতৃযজ্ঞাদি কোন বাহ্যানুষ্ঠান বিহিত নাই। আবাব যে সন্ন্যাসী আত্মারাম তাঁর ঐরূপ কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

গীতা ১। ১৮

আত্মারামের বাহ্যানুষ্ঠান

সেই আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত পুরুষের কর্ম্মকরণের প্রয়োজন নাই। তাঁর কোন কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলেও কিছু আসে যায় না। তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধি কোন ভূতেরই উপর নির্ভর করে না।

পরমানন্দলাভই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিত্যানন্দ আত্মনিহিত। বহির্মুখী জীব অন্তর্মুখী না হইলে আত্মানন্দ পাইতে পারে না। অন্তর্মুখীণ করিবার 'জন্যই শাস্ত্রে চিত্ত-শুদ্ধিকর বিধিনিষেধ। বাহ্যানুষ্ঠানই বিধিনিষেধাত্মক। যিনি অন্তর্মুখী আত্মপ্রতিষ্ঠ তিনি বিধিনিষেধের অতীত। বাম আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট নিত্য সন্ন্যাসী। তাঁর চিত্ত স্বতঃ শুদ্ধ। চিত্তশুদ্ধিকর বাহ্যানুষ্ঠান তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই।

তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিতেন। কিন্তু স্বস্তিকাদি আসনে বসিয়া ইষ্ট ও গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করতঃ জপ সমাপন পূর্ব্বক—

ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিবিধায়িনে।
নমঃ সদ্‌গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে।

ইত্যাদি মন্ত্রে গুরু বা ইষ্ট প্রণাম করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। তিনি আদর্শ গুরুভক্ত, ও গুরুতত্ত্বের পারদ্রষ্টা। গুরু

গুরুচিন্তা

চিন্তা তাঁর নিরন্তরা। গুরুশক্তি যে চিণ্ময়ী আত্মা মহাশক্তি ইহা তাঁর সম্যগুপলব্ধ ছিল। ক্ষণিক তদুপলব্ধির জন্য নিদ্রাক্রোড়ে বিশ্রামের পর জগজ্জাগরণের পূর্ব্বে ঐ অপার্থিব ভাবে মনকে প্রস্তুত করিবার তাঁর আবশ্যকতা ছিল না।

প্রাতঃকৃত্য প্রায়ই প্রাতঃকালে করিতেন। যেদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত সেদিন বলিতেন "তারামা মাখন্ দিয়াছেন",যেদিন

প্রাতঃকৃত্য

পরিষ্কার হইত না সেদিন বলিতেন "তারামা কুচ্‌লে বড়ি করেছেন।" প্রাণাপানসমানোদানব্যানাদি পঞ্চ বায়ুর কার্য্য তাঁরা মারই কার্য্য বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন। শৌচান্তে জলাশয়ে সমন্ত্রক স্নান সূর্য্যার্ঘাদিদানও তাঁর ছিল না। কখনও প্রাতে কখনও মধ্যাহ্নে জীবৎকুণ্ডে না হয় দ্বারকায় স্নান

স্নান

ঘটিত। কখনও কুম্ভকে অনেকক্ষণ জল মগ্ন থাকিতেন। শরীর যতক্ষণ না বিবর্ণ হইত ততক্ষণ স্নান চলিত। তাঁর আসনমুদ্রাদি সিদ্ধ :পুরুষগণও বুঝিতে

পারেন নাই। কখন দ্বারকার বন্যাস্রোতেও স্থির ভাবে ভাসমান থাকিতেন। এ মুদ্রাও অসাধারণী। ত্রৈলঙ্গ স্বামী খরস্রোতোগঙ্গাবক্ষে বারাণসীতে এইরূপ কখন কখন ভাসিতেন। বাম জলে কুলযন্ত্রাদি লিখিয়া মস্তকে জল ছিটাইতেন না। ক্ষিতি হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত কুল। ঐ কুল যে তারাযন্ত্রে যন্ত্রিত বামের তাহা করামলকবৎ আয়ত্ত। তাঁর পক্ষে জলে ঐরূপ যন্ত্রাদির অঙ্কন কি শোভা পায়?

স্নানান্তে শুচিবাস, তিলক, শিখাবন্ধন, সন্ধ্যাবন্দন, দেবর্ষি-পিতৃতর্পণাদি বাহ্যকৃত্য বামের দেখা যাইত না। বাম সদাশুচি, সদানন্দ। তাঁর প্রফুলকর শুচিভাবোদ্দীপক শুচিবস্ত্রাদিধারণ নিষ্প্রয়োজন। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও তদতীত পরম পদার্থ সেই সচ্চিদানন্দময়ের কণিকা মাত্র এইরূপ সম্যক্ ধ্যানই সন্ধ্যা। বামের সেই সম্যক্ ধ্যান সহজ। তিনি বিশ্বের কল্যাণে সর্ব্বদা জাগরূক। সুতরাং তিনি মুখে "শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি বা হং যং বং লং রং ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ক্ষিত্যপ্তেজো-মরুদ্ব্যোমাদি জীবের কল্যাণ জন্য শোধন করিতেন না।

সন্ধ্যা

আপনি সন্ধ্যা কেন করেন না, প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতে পারিতেন—

হৃদাকাশে চিদাভাসঃ প্রতিভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥

আমার হৃদয়রূপাকাশে অখণ্ড জ্ঞানের জ্যোতিঃ নিরন্তরই দেদীপ্যমান॥ তার উদয় বা অস্ত আমি দেখিতে পাই নাই।

দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলেই সন্ধ্যা করণীয়া। আমার সে সন্ধি অনুভব না হওয়ায় সন্ধ্যাক্ষণ বোধ হয না এবং সন্ধ্যাবন্দনের অবসর পাই না।

কবিও সেই কথা বলিয়াছেন—

"সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়"।

বামের সন্ধ্যান কতক সন্ধাম ব্রহ্মোপনিষদে পাওয়া যায়।

"যদাত্মা প্রজ্ঞযাত্মানম্ সন্ধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্॥

নিবোদকা

নিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাক্ কায়ক্লেশবর্জ্জিতা।
সন্ধিণী সর্ব্বভূতানাং সা সন্ধ্যাহ্যেকদণ্ডিনাম্॥

আত্মা যে বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে সংযত করিযা পরমাত্মার সহিত যোগ করিয়া দেন সেই ধ্যানাবস্থাই সন্ধ্যা। তজ্জন্যই সন্ধ্যাব বন্দনা দ্বিজাতির কর্ত্তব্য। একদণ্ডী অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীব সন্ধ্যা নিরোদকা অর্থাৎ বাহ্যানুষ্ঠানশূন্যা। তাহাতে মন্ত্রোচ্চাবণাদি কায়িকক্লেশ নাই। তাহা সর্ব্বভূতের সন্ধিনী অর্থাৎ ব্রহ্মৈক্যবোধিকা।

তর্পণ

তর্পণের উদ্দেশ্য আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জীবের তৃপ্তিসাধন। পরমানন্দময়ের সহিত সম্মিলনই তৃপ্তির মুখ্য দ্বার। যে বাম সেই পরমানন্দময়ে প্রতিষ্ঠিত, যাঁর আনন্দময় চিন্তায় জগৎ আনন্দময়, তিনি কেন

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসো সুরাঃ

ইত্যাদি বাহ্যমন্ত্রে জীবের বাহ্যতৃপ্তি সাধনে যত্নবান হইবেন?

ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম জীবের অবোধ্য। গুণময় ব্রহ্মই উপাস্য। তাঁর কারুণ্যমহিমাদিই গুণ। ঐ সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে জীবের হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির উদয় হয়। ভক্তির উৎসই পূজন, স্তোত্র প্রভৃতি। তৎশ্রবণে পাষণ্ডেরও হৃদয়ে ক্ষণিক ভাবাবেশ হয়। তৎফলে চিন্তাজ্বরজর্জ্জরিত দুঃখময় সংসারী জীব ক্ষণকালের জন্য দুঃখ বিস্মৃত হইয়া আনন্দময়ভাবে পড়ে। যে বামের প্রাণমনঃ সেই অনন্ত মহিমাময়ীর সদানন্দভাবে সদাই বিভোর, তিনি সেই ক্ষণিকানন্দময়ভাবজাগরণের জন্য বাহ্যপূজাপাঠাদি কেন করিবেন? প্রতি নিশ্বাসে প্রতিপলে প্রতিচিন্তায় তিনি মার গুণানুভব ও গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রেমানন্দে প্রমত্ত। তবে জীবের ভক্তিভাব জাগাইবার জন্য কখন কখন

পূজাপাঠ

দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্
সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাম্॥
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

প্রভৃতি স্তোত্র পড়িতেন।

গীর্ব্বাণী ওজস্বিনী হইলেও মাতৃভাষার ন্যায় সাধারণের হৃদয়-স্পর্শিণী নহে। তাই রামপ্রসাদাদির হৃদয়োচ্ছ্বাস মাতৃভাষায়। সেই উচ্ছ্বাসে বঙ্গবাসীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত। বাম কখন সেই উচ্ছ্বাসময়ী স্বরলহরী তুলিয়া কখন বা জয় তারা জয় দুর্গাদিনাদে মর্ত্ত্যধাম প্রেমের তরঙ্গে প্লাবিত করিতেন।

সঙ্গীত

যেমন বহির্জগতে রাজদর্শন সহজে ঘটে না ও তৎপূর্ব্বে

রাজকর্ম্মচারিদের উপাসনা আবশ্যক, সেইরূপ অন্তর্জগতেও ইষ্ট দেবতাদির দর্শন জন্য অগ্রে দ্বারদেবতাদির পূজা অর্থাৎ অভীষ্ট মহাভাবের জাগরণ জন্য পূর্ব্বে তৎপরিপোষক ভাবের উপলব্ধি চাই। সেই জাগরণের বিরোধী অসদ্ভাবই বিঘ্নকর ভূতপ্রেতাদি। তাদের অপসরণ জন্য দিক্‌বন্ধন। ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য পাঞ্চভৌতিক শরীরাদি ও পঞ্চভূতাদিতে চৈতন্যময়ভাবনা। রক্তমাংসের শরীরে মনঃ রক্তাদিস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বায়ুর

অর্চনা

প্রভাবে ছুটিতেছে। ঐ স্রোতঃ ঐ শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণায়ামাদি দ্বারা স্তব্ধ করিলে মনঃ স্থির হয়। সদ্ভাবুক বামের মনঃ সহজে শান্ত। সে মনঃ ভক্তিস্রোতে প্লবমান, রক্তাদিশরীরস্রোতে সে মনঃ বিচলিত নহে। ঐ মনের ধৈর্য্য সম্পাদনকর ভূতশুদ্ধি, দিগ্বন্ধন, প্রাণায়ামাদি পিষ্টপেষণ মাত্র। অভীষ্ট মহাভাবের নিত্যোপলব্ধি তাঁর স্বতঃসিদ্ধ। তজ্জন্য দ্বারদেবতাদিপূজার বাহ্যাড়ম্বর তাঁর কেন থাকিবে? কখনও

নাম কীর্ত্তন

পুষ্পাদি লইয়া বাহ্যতঃ কোন মন্ত্র না পড়িয়া লোক শিক্ষার সদুদ্দেশ্যে ছড়াইয়া দিতেন মাত্র। জয় জয় তারাদি নামকীর্ত্তনও তজ্জন্য করিতেন। বামাচারও বাহ্যতঃ রাখিয়াছিলেন।

ভক্তাবতার

আজন্মতারা-চরণৈক-লক্ষ্যং
তারাময় প্রাণ-মনসৃশরীরম্।

লোকোত্তরং ভক্তিময়াবতারং
বামাভিধানং পুরুষং নমামি ॥

যিনি আজন্ম তারার চরণকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, যাঁর প্রাণ, মনঃ ও শরীর তারাময়, সেই অলৌকিক ভক্তিময় অবতার বাম নামক পুরুষকে প্রণাম করি।

পূজ্যে অনুরাগই ভক্তি শব্দের তাৎপর্য্য। ঈশ্বরই পরম পূজ্য। সুতরাং ঈশ্বরে অনুরাগই ভক্তির মুখ্যার্থ। প্রাচীন ভক্তি শাস্ত্র মতে ভক্তি দ্বিবিধা—পরা ও গৌণী। ঈশ্বরানুরক্তি পরা; তৎপরিপোষক বন্দনাদি গৌণী।

ভক্তির লক্ষণ

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। শাণ্ডিল্য সূত্র ১।১।২

ভক্ত্যাভজনোপসংহারাৎ গৌণ্যাপরায়ৈতদ্ধেতুত্বাৎ।

শাণ্ডিল্য সূত্র ২।২।১

ঈশ্বরে সেই অনুরক্তি পরাভক্তি। গীতায় ভক্ত্যাত্বনন্যয়া পার্থ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভজনের উপসংহার করায় ভজনাদি গৌণী ভক্তি। তাহা পরাভক্তির অঙ্গ।

পরা

বৎস! গুরুগৃহে কি শিক্ষা করিয়াছ? হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ নবধা গৌণী ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।২৩

বিষ্ণু বা বিশ্বব্যাপক চিদানন্দময়ে জীবের অনুরাগ অঙ্কুরিত

হইলে প্রথম লক্ষণ তৎকথাশ্রবণ। শ্রবণের ফলে অনুরাগ বাড়িলে তাহা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখা দুর্ঘট হয়। তখন সেই অনুরাগ উচ্ছ্বলিত হইয়া উপাস্যের গুণকীর্ত্তনে প্রকাশ পায়।

নবধা গৌণী

কীর্ত্তনেব ফলে ভজনীয়ের মধুর নাম রূপ ও গুণ ভক্তের মর্ম্মে মর্ম্মে বসিয়া তাহা সতত স্মৃতিপটে জাগরূক থাকে এবং মাধুর্য্যধুর্য্যের শ্রীপদসেবনে চিত্ত ব্যাকুল হয়। কেবল মানসিক পদ সেবায় ভক্তের প্রাণ তৃপ্তি পায় না; তজ্জন্যই তিনি অর্চ্চন বা বাহ্য পূজায় ব্যাপৃত হন। সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসার পুষ্পাদি অর্চ্চনের উপকরণ। পূজ্যকে কেবল তাহা প্রদান করিলেই মনস্তুষ্টি আসে না। মস্তকও বারম্বার তাঁহাকে নমস্কার করিতে অবনত হয়।

নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
গীতা ১১। ৪০

হে সর্ব্বময়! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, পশ্চাতে নমস্কার করি, সর্ব্বদিকে তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপ বন্দন হেতু দাস্য ভাব জাগে। দাস্যের পর সখ্য; শেষ আত্মনিবেদন। এই নবধা ভক্তির পৌরাণিক আদর্শ যথা—

নয়টী আদর্শ

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতে

অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরানামশরজ্বালায় উত্তরার গর্ভ দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিরূপে তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবগণের কুলতন্তু অভিমন্যুকুমারকে রক্ষা করেন।

পরীক্ষিৎ

বিষ্ণুর প্রসাদে বালক প্রাণ পাওয়ায় উঁহার নাম বিষ্ণুরাত হয়। তিনি গর্ভাবস্থায় যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি বিলোপ হয় নাই তজ্জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর শৈশবে মনুষ্য-দেখিলেই ঐ মনুষ্য সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ কিনা পরীক্ষা করিতেন বলিয়া পরীক্ষিৎ নামে অভিহিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১২ অঃ

শ্রীহরি তাঁর পৈতৃক ধন, ভক্তি তাঁর সহজাত; তিনি মহা ভাগবত। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় তাঁর ভক্তি প্রসর পায় নাই। ব্রহ্মশাপে জীবনের অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইলে

শুকদেব

তাঁর ভগবৎ-প্রেম পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রায়োপবেশনে সপ্ত দিবারাত্র পরম ভাগবত শাশ্বত ব্রহ্মচারি শ্রীগুরুদেবের মুখে তাপিত জীবের সন্তর্পণ শ্রীমৎ ভগবৎকথামৃত শ্রবণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তাই পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর গুণ শ্রবণে ও শুকদেব তৎকথনে আদর্শ ভক্ত।

বালক প্রহ্লাদ কিছুতেই বিষ্ণুভজন ত্যাগ করিলেন না। পিতা তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য হস্তি পদতলে, অগ্নিকুণ্ডে,

প্রহ্লাদ

এবং পর্ব্বতশিখর হইতে সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত করাইলেন। প্রহ্লাদ মরিলেন না। কালকূটবিষ প্রয়োগেও প্রহ্লাদের প্রাণ গেল না। তার কারণ বিষ্ণুপুরাণ দিয়াছেন যে

বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ সমস্তই বিষ্ণুময় ভাবিতেন। তাঁর চক্ষে হস্তী ও বিষ্ণু, অগ্নিও বিষ্ণু, পর্ব্বতও বিষ্ণু, কালকূটও বিষ্ণু সুতরাং বিষ্ণুই তাহাকে রক্ষা করিলেন। এই বিষ্ণুময় ভাবনা বশতঃ তিনি সতত স্মরণের আদর্শ।

মহাপ্রলয়ে কারণরূপক্ষীরোদ সাগরে নিজ লীলাময়ানন্তশয্যায় যোগনিদ্রাসমাপন্ন। তখন কোন ব্যক্ত পদার্থ নাই। কেবল নিজ অর্দ্ধাঙ্গী মহাশক্তি লক্ষ্মী নিত্য সহচরী বর্ত্তমানা। তখনও তিনি হৃদয়বল্লভের পদসেবা অর্থাৎ

লক্ষ্মী

পদ্ধতরি অনুশীলন করিতেছেন। ইহাই পদসেবনের পরাকাষ্ঠা।

বেণ রাজার পাপে প্রজা উৎখাত, সমাজ বিধ্বস্ত, পৃথিবী শস্যহীনা মরুভূমিতে পরিণতা। কৃপাপরবশ মুনিগণ সমাজের কল্যাণ জন্য শ্রীহরিকে কাতর প্রাণে ডাকিলেন। ভক্ত-বৎসল দয়াময় শ্রীহরি বেণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন।

পৃথু

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ
দুগ্ধে মাং হ্যোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১। ৩। ১৪

সৌতি শৌনকাদি মুনিগণকে শ্রীবিষ্ণুর অবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিলেন, হে বিপ্রগণ! নরপতি পৃথু শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার। এই অবতারে তিনি গোরূপধারিণী পৃথিবী হইতে শস্যাদি রত্নজাত দোহন করেন বলিয়া তিনি উশত্তম অর্থাৎ প্রজাবর্গের প্রিয়তম হন। পৃথু সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রজারঞ্জন রাজা। তাঁর গুণে সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত এবং পৃথিবী কামদুঘা হন। তিনি

নানাবিধ যাগযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের পূজা করেন বলিয়া তিনি অর্চ্চনার নিদর্শন।

অক্রুর

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত। সম্বন্ধগৌরব ভুলিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা কৃষ্ণের নিকট প্রণত। তিনি বন্দনার দৃষ্টান্ত।

শ্রীমহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত দাস। রামভিন্ন কাহাকেও প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রঘুপাতররূপ হৃদয়মন্দিরে

মহাবীর

স্থাপন করিয়া নিশিদিন দাসভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছেন। বাহ্যতঃ রামকার্য্যে প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনিই দাস শিরোমণি।

পাণ্ডবগণ সকলেই কৃষ্ণের পরমভক্ত। কিন্তু অর্জ্জুনের ভজন সখ্যভাবে। তিনি নারায়ণের পুরাতন সহচর নরঋষি। উভয়ে প্রাচীনকালে বদরিকাশ্রমে যুগযুগান্তর তপস্যা

অর্জ্জুন

করিয়াছেন। কলির প্রারম্ভে ভূভারহরণ করিবার জন্য উভয়েঅবতীর্ণ। কৃষ্ণই অর্জ্জুনের বল বুদ্ধি ভরসা। কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে কুরুক্ষেত্রজয়ী গাণ্ডীবী গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। অর্জ্জুনই সখ্যভক্তির দৃষ্টান্ত।

বলি প্রহ্লাদের বংশধর ; বিষ্ণুভক্তি তাঁর মজ্জাগত। যখন বামনরূপী বিষ্ণু তাঁহার নিকট ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রার্থনা করিলেন তখন বলিরাজের পুরোহিত ত্রিকালদর্শী ভার্গব বলিকে

বলি

জানাইয়া দিলেন যে ঐ বামন সেই গোলকবিহারী দেবগণের হিতে অবতীর্ণ হইয়া অসুররাজ্য ছলে

অধিকার করিবার জন্য আসিয়াছেন। বলি তাহাতেও ঐ বামনকে যথাসর্ব্বস্ব দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন যে তাঁর যাহা কিছু আছে সমস্তই পুরুষোত্তমের প্রসাদ। যদি সেই পুরুষোত্তমের দেওয়া নিধি পুরুষোত্তম যে কোনরূপেই হউক গ্রহণ করেন তাহা হইলে জন্মকর্ম্ম সফল হইবে। হাসিমুখে তিনি বামনরূপিশ্রীহরিকে যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পাতালে বাস করিলেন। ইহা আত্মনিবেদনের পরিচয়স্থল।

বৈষ্ণবগণ ভক্তির বহুবিধ ভেদ দেখাইয়াছেন। ভক্তি প্রথমতঃ বিহিতা বা শাস্ত্রসম্মতা, অবিহিতা বা শাস্ত্রবিরুদ্ধা। বিহিতা ভক্তি সনিমিত্তা বা সকামা এবং অনিমিত্তা বা অকামা। অনিমিত্তাই ভাগবতী ভক্তি। তাহা দ্বিধা—মিশ্রা ও শুদ্ধা।

ভক্তির নানা ভেদ

মিশ্রা ত্রিধা—কর্ম্মমিশ্রা, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা। কর্ম্মমিশ্রা সাত্ত্বিকী রাজসিকী ও তামসী। সাত্বিকী ত্রিবিধা—কর্ম্মক্ষয়ার্ত্তা, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থা, বিধি-সিদ্ধ্যর্থা। কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা পুনঃ উত্তমা মধ্যমা ও অধমা। এই সমস্ত ভক্তি সগুণা। নির্গুণা ভক্তি অর্থাৎ ভক্তির জন্য ভক্তি শুদ্ধা। শুদ্ধভক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও চান না। ভগবৎসেবনেই তাঁর অহেতুক অনুরাগ! বোপদেবের মুক্তাফলে এই সকল ভেদ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও ভক্তির নানা ভেদ প্রদর্শিত। ভক্তির মহিমা অপার। কর্ম্মমার্গ বহুলায়াসসাধ্য। জ্ঞানমার্গ প্রথমতঃ নীরস ও দুর্গম। অচিন্ত্যাব্যক্তে মনঃসমাধান দেহীর পক্ষে দুরূহ।

জ্ঞানের পরিপাকে আনন্দ আছে। ভক্তি-পথ সরল ও সরস। ব্রহ্মসিদ্ধিকাম যোগিগণের পক্ষেও ভক্তিসদৃশ শিব পন্থা নাই।

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩। ২৫। ১৮

তাই আত্মারাম পরমহংসগণও অহৈতুকীভক্তি পরিপোষণ করেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১। ৭। ১০

এই কারণে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি সুদুর্লভা।

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করোঽথ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ন ভক্তিযোগম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তাবতার বলিয়া বিখ্যাত। তিনি কিশোরে বিদ্যারসে চঞ্চল ছিলেন তখন তাঁহাতে ভক্তির লক্ষণ ব্যক্ত হয় নাই। যৌবনোদ্গমে পবিত্র গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মদর্শনে ও তন্মহিমাশ্রবণে তাঁর ভক্তিসরস্বতী উচ্ছ্বলিত হইয়া ভারতের পাপপঙ্ক ধৌত করিল। ভাবাবেশে কানাই নাটশালায় তিনি মুরলীধরকে দেখিতে পাইয়া ধরিবার জন্য ছুটিলেন। শ্রীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি

নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে তাঁর বিরহভাব জাগিল; অর্দ্ধোন্মাদদশা ঘটিল। তদ্দর্শনে স্নেহময়ী শচীমাতা অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। শ্রীবাসাদিভক্তগণ হঠাৎ নবধা লক্ষণের অদৃষ্টপূর্ব্ব পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত হন। ভাবের পরিপাকে শ্রীগৌরের বাহ্যোন্মত্ততা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। ভক্তসঙ্গে নদীয়ায় কীর্ত্তন বিলাস আরম্ভ হইল। যখন প্রভুর জ্ঞানভাব উদ্রিক্ত হইত তখন ভক্তি বিকার

জ্ঞান

লুকাইত। তখন "মুঞী সেই মুঞী সেই" বলিতেন। অদ্বৈত ভাব জাগিত। ভক্তগণের পূজা লইতেন, তাঁহাদের প্রাক্তনজন্মকর্ম্মের পরিচয় দিতেন। এমন কি জননীর মস্তকেও পদার্পণ করিতেন। সন্ন্যাসের পর হইতে শ্রীচৈতন্য জ্ঞানভাব সংযত করিয়া প্রেমভাব বর্দ্ধিত করিলেন। ক্বচিৎ ক্বচিৎ নাম প্রচার জন্য সার্ব্বভৌমাদিকে ষড়্‌ভুজাদি বিভূতি দেখাইলেন বটে, কিন্তু প্রেমের বন্যায়

প্রেম

ভারত ভাসাইলেন। প্রচার কার্য্য সমাপ্ত হইল। তাঁর বিরহের গভীর আর্ত্তি দেখা দিল। তখন তিনি রাধার পূর্ণভাবে ভাবিত। ভাবের ভরে নীল সমুদ্রকে নিজ প্রিয়তম নীলমণিজ্ঞানে তাহাতে ঝাঁপ দিতেন। ভাবের প্রভাবে কখন কখন তাঁর শরীরের শিরামুখ দিয়া রক্ত ছুটিত। কখনও বা সন্ধিস্থলসকল শিথিল হইয়া তিনি দীর্ঘাকার হইতেন। বাহ্যজ্ঞান থাকিত না।

শ্রীবাসের ভক্তি আজন্ম তীব্র। জন্মাবধিই তাঁর

প্রেমোন্মাদ। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব হইতেই তিনি ক্ষ্যাপা ভক্ত বলিয়া পরিচিত। তাঁর ভক্তি আজীবন একরূপই ছিল।

শ্রীবামের ভক্তি

ঐ ভক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। তিনি আপূর্য্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রবৎ। তাঁহাতে জ্ঞানগঙ্গা, ভক্তিযমুনা ও শ্রদ্ধাসরস্বতী—ত্রি-ধারাই মিলিত। অন্যান্য কত শত সম্ভাবনদ ঐ সাগরে পতিত হইলেও ঐ সাগর কখন উদ্বেল হইত না। তিনি জ্ঞানভক্তির সমন্বয়। জ্ঞানকে গুপ্ত রাখিলেও কখন তাহা

জ্ঞান

ছাড়েন নাই। জ্ঞান তাঁর ভক্তির অঙ্গ। ক্বচিৎ বিশিষ্ট ভক্তের নিকট জ্ঞানভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিই তাঁতে আজীবন প্রকট থাকে। ভক্তিভাবভেদের মধ্যে মাতৃভাবই পূর্ণ মাত্রায় তাঁহাতে বিকশিত। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে তারামায়ের বীর সন্তান ও কৃপাসিদ্ধ বলিত। অশ্রুস্বেদকম্পাদি ভক্তির স্বাত্বিক

সাত্বিকলক্ষণ

লক্ষণ তাঁহাতে বড় প্রকাশ পায় নাই। কখন তারানামকীর্ত্তনে ভক্তির উচ্ছ্বাস মাত্র দেখা যাইত; কখন অশ্রুধারাও পড়িত, কিন্তু হুঙ্কার, তর্জ্জন, গর্জ্জন, লম্প, ঝম্প ভূমিলুণ্ঠন ইত্যাদি হইত না। ইহার কারণ ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় তিনি যোগীশ্বর বিধায় তাঁহার দেহমনোরূপ যন্ত্র ভক্তিগঙ্গার প্রবলবেগধারণে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে গোস্বামিপ্রবর ভক্তি জনিত বহির্বিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে কাহার ভক্তিভাব

প্রবল না হইলেও অল্পেই দেহের বিকার উপস্থিত হয়। তাহাদের ভক্তি পিচ্ছিল। কাহার ভক্তির প্রাবল্যেই সাত্ত্বিক লক্ষণের প্রাবল্য দেখা যায়। ইহা অসমীচীন নহে। ভক্তির গভীরতা থাকিলেও শারীরিক বিকৃতি ঘটে না। দেহের ও মনের গঠনানুসারে বিকৃতির বিকাশ হয়।

বিচার

শ্রবণাদি নবধা ভক্তিলক্ষণই শ্রীবামে দেখা গিয়াছে। স্মরণ ও আত্মনিবেদন তাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রেমা ভক্তি নহে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্‌বোধে ভজনা করেন নাই, নন্দ-নন্দনবোধে তাঁহাকে মনঃ প্রাণ কুল গৌরব সমস্তই অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞান-মিশ্রা নহে। তাহা চরম প্রেমের চিত্র। শ্রীবামের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা হইলেও শুদ্ধা প্রেমভক্তি। তিনি তারার প্রকৃততত্ত্ব অবগত থাকিয়াও মাতৃভাবে তারার ভজনা করিয়া-ছিলেন। তাবা তাঁহার চক্ষে দার্শনিকের কল্পনা ছিল না। তাঁর জ্ঞাননয়নে তারা অরূপা হইলেও সরূপা, বিশ্বাতীতা হইলেও বিশ্বময়ী। সেই জগজ্জননী তাঁর প্রেমনয়নে মাতৃ স্বরূপা। যত কিছু আবেদন নিবেদন সেই মাতারই নিকট, যত কিছু মান অভিমান সেই মারই উপর। যত কিছু সাধ আহ্লাদ তিনি সেই মাকে লইয়া করিতেন। তাঁর শয়নে তারা, গমনে তারা, অশনে তারা,

প্রেম

মাতৃভাব

ভূষণে তারা। ভক্তকবির নিম্নলিখিত কল্পনাচিত্র বামের প্রকৃত বাহ্য স্থায়ী ভাব।

আর কিছু নাই সংসার মাঝে শ্যামা শুধু সার রে।
আমার মন কালী ধন কালী কালী আমার প্রাণরে।
কেহ সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্য ভার রে।
(আমার) দরিদ্রের ধন ও রাঙা চরণ করেছি হৃদয়ে হার রে।
এ তনু ধারণে এ তিন ভুবনে যাতনা নাহিক কাররে।
স্মরিলে সে মুখ পাসরি যে দুখ এই গুণ শ্যামা মাররে।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত আসিতেছ বারে বারে রে।
এবার মায়ের চরণ কররে শরণ অনায়াসে হবি পাররে।

পরমার্থতঃ বামের তারাই ধন, তারাই দেহ, তারাই প্রাণ, তারাই মন, তারাই আত্মা। তিনি ধন জন সুখ ভোগ বিলাস কিছুই চান নাই। তারামার চরণই তাঁর হৃদয়ের হার ছিল। সেই চরণই তাঁর আশা ভরসা, গতি মুক্তি, পরম পুরুষার্থ। তারামার শ্রীমুখ স্মরণেই তিনি

তারাই সর্ব্বস্ব

ত্রিতাপাতীত, পরমানন্দময়। তাঁর এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি যে প্রেমাভক্তি তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপীগণের পরম প্রেমাস্পদ; তারাও বামের সেইরূপ পরম প্রেমাস্পদ ছিলেন। গোপী প্রেমে যেমন কামগন্ধ ছিল না, শ্রীবামের প্রেমও তদ্রূপ।

শিশুর ন্যায় তিনি তারা মাকে অকপটে ভালবাসিয়া ছিলেন। গোপীগণের অন্তর্বাহ্য কান্ত ভাব, বামে বাহ্যতঃ মাতৃভাব আভ্যন্তরীণ অদ্বৈতভাব। সেই অদ্বৈতভাবও প্রেমময়। তিনি বার বার এ সংসারে মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় আসেন নাই। বদ্ধজীবের উদ্ধার জন্য কখন কখন মায়াধীশ হইয়া আসিয়াছেন।

ভক্তির বিগ্রহ

তারার চরণে জীবের মতি দৃঢ় করিয়া জন্ম মরণাদি ঘুচাইবার জন্য তাঁর ভক্তিময় অবতার।

৩। বিকাশ তরঙ্গ

নামজপ।

মধুরং সাধনং ভক্তেশ্চক্রভেদে সহায়কম্।
নাদসিদ্ধিকরং পুণ্যং তারানাম জগৌ গুরুঃ॥

ভক্তির সরল অথচ মধুর সাধন, ষট্‌চক্র ভেদে উপযোগি, নাদসিদ্ধিকর, পবিত্র তারানাম কলির জীবকে শিখাইবার জন্যই গুরুবাম গান করিতেন।

ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন ভক্তির প্রধান সাধন। বৈদিক যুগ হইতেই শব্দোপাসনা প্রচলিত। শব্দই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের প্রতীক। প্রণবার্থের চিন্তনের ন্যায়, প্রণবশব্দের জপও সাধন।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত

ছান্দোগ্য ১।১।১

শব্দোপাসনা

ওঁ এই অক্ষরই সামের উদ্‌গীথ। ইহার উপাসনা করিবে।

ভক্তিশাস্ত্র প্রণবজপের সহিত নামজপেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"নাম্নেতি জৈমিনিঃ সম্ভবাৎ" শাণ্ডিল্য সূত্র ৬১

জৈমিনিমতে যজ্ঞাদির ন্যায় নামজপ দ্বারা পরা ভক্তি আসে। ভাগবতে নামসংকীর্ত্তন কলির যজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১।৫।৩২

সংকীর্ত্তনযজ্ঞ

ভগবান্ কোন যুগে কোন রূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার নাম কখন কি প্রকার? নিমি নৃপতি এই প্রশ্ন করিলে শ্রীকরভাজন এই উত্তর করিলেন যে সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা-বল্কলধর, উপবীতী, কৃষ্ণাজিনবাসা ও অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধারী। তাঁহার নাম হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠপুরুষ ইত্যাদি। ভক্তগণ শম দম তপস্যা দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা করিতেন। ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্বাহু, হিরণ্যকেশ, ত্রিমেখল ও ত্রয়ীময়। তাঁর নাম বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, উরুক্রম ইত্যাদি। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার যজন। দ্বাপরে তিনি শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, শঙ্খচক্রগদাপদ্মকর এবং ছত্রচামরাদিরাজলক্ষণে লক্ষিত। তাঁর নাম বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি। বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মে তাঁর পূজন। কলিযুগে তিনি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেহকান্তিতে অকৃষ্ণ, অর্থাৎ ইন্দ্র নীলমণিবৎ উজ্জ্বল। তাঁর অঙ্গ অতি মনোহর। কৌস্তুভাদি মণি তাঁর উপাঙ্গ বা অলঙ্কার, সুদর্শনাদি তাঁহার অস্ত্র, সনক সনন্দনাদি তাঁর পার্ষদ। সুবুদ্ধি ভক্তগণ নামকীর্ত্তন দ্বারা তাঁর পূজা করেন।

আমরা স্বামিপাদ সম্মত ব্যাখ্যা লইয়াছি। তিনি ত্বিষাকৃষ্ণশব্দের কৃষ্ণাবতার এই বৈকল্পিক অর্থও ধরিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ এই শ্লোকই তাঁহার কৃষ্ণাবতারত্বের প্রমাণ বলিয়া ইহার ব্যাখ্যান্তর করেন যথা—যিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণের স্বরূপ, কিন্তু দেহকান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁহার উপাঙ্গ, অবিদ্যাচ্ছেদক ভগবন্নামাদি যাঁহার অস্ত্র, গোবিন্দগদাধরাদি যাঁহার পার্ষদ সেই গৌরচন্দ্রকে কলির সুচতুর ভক্তগণ নাম কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা প্রীত করেন।

লঘুভাগবতামৃতটীকা ও চৈতন্য ভাগব।

কলিতে সংকীর্ত্তনই চতুর্বর্গলাভের দ্বার।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোহভিলভ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।৩৬

কলিতে বহুদোষ থাকিলেও ইহার এই এক মহাগুণ যে এই কালে অল্প সাধনেই সিদ্ধিলাভ হয়।

সর্ব্বার্থপ্রাপ্তি

সেই জন্য গুণদোষজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যগণ কলির প্রশংসা করিয়া থাকেন অর্থাৎ কলিতে জন্মগ্রহণ করেন। কলিতে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারাই সকল স্বার্থলাভ হয়।

-শাক্ততন্ত্রে বাহ্যপূজার সঙ্গে স্তবকবচাদি পাঠের বিধান আছে।

পূজাকালে পঠেৎ যস্তু স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ।

এই ভণিতা প্রায় সমস্তস্তোত্রেই দেখা যায়। স্তোত্র-

পাঠই মহামায়া ভগবতীর নামগুণকীর্ত্তন। নামমহিমা অন্যত্রও ঘোষিত। শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে নামযজনের প্রাবল্য। তদ্ভক্ত হরিদাস প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বজীবের উদ্ধার কামনায় লক্ষ হরিনাম করিতেন।

নামযাজী

যতক্ষণ প্রভুর বাহ্য জ্ঞান থাকিত ততক্ষণ তিনি নামকীর্ত্তনে বা নামজপে লোকশিক্ষার জন্য রত থাকিতেন। শ্রীবাসাদি তাঁহার পার্শ্বদগণ সকলেই নামযাজী। তৎসম্প্রদায়মতে নাম ও নামী অভিন্ন। এমন কি "হরির চেয়ে হরিনামের আরও মাহাত্ম্য।"

নামযজনের প্রথম ফল ভক্ত্যুদ্রেক। শব্দ অর্থের সঙ্কেত মাত্র হইলেও যুগযুগান্তর ঐ সঙ্কেত ঐ অর্থে প্রচলিত থাকায়, শব্দবলে তদর্থ স্বতঃ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য পূর্ব্ব মীমাংসা শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করেন। কবিও বাগর্থকে পার্ব্বতীপরমেশ্বরের ন্যায় নিত্যসম্বন্ধ বলিয়াছেন।

আলঙ্কারিকের মতে শব্দে তদর্থবোধিকা অভিধাদি শক্তি নিহিত। শ্রীহরি শ্রীতারাদি শব্দ শ্রীভগবন্নামরূপে আবহমান কাল প্রসিদ্ধ। উক্ত নামাবলির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তত্তন্নামোচ্চারণে স্মৃতিপটে তত্তন্মূর্ত্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী। তদুদয়ে এবং তন্নামাবলিস্মরণে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তি অনিবার্য্য। আবার যখন মনে হয় যে ঐ নামসাধনে কত শত রত্নাকর বাল্মীকিত্বলাভ করিয়াছেন, মহাপাপী অজামিলাদিও নারায়ণনামকীর্ত্তনে মুক্তি

ভক্ত্যুদ্রেক

পাইয়াছেন তখন পাষাণ হৃদয়ও প্রেমরসে গলিয়া যায়। স্বরের মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয়। যখন মধুর স্বরে নাম স্ফুরিত হয় তখন সুরলয় সমন্বিত ঝঙ্কারে মন আনন্দহিল্লোলে তালে তালে যেন নাচিতে থাকে। সেই আনন্দে বিভোর হইলে কীর্ত্তনীয়ার দশাপ্রাপ্তি ঘটে।

নামজপ ও নামকীর্ত্তন ষট্‌চক্রভেদেরও সহায়। নামই বর্ণমালা। বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত এইরূপ—

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্ ॥
স দীর্ণো মূর্দ্ধ্ন্যভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণান্ জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা মতঃ ॥
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রমাণতঃ ॥

আত্মা বা দেহী চিচ্ছক্তি প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা পদার্থ বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হন। এই অবস্থাই ভাব নামে খ্যাত।

বর্ণোৎপত্তি

আত্মার এই ভাব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা হইলে, আত্মা মনকে প্রেরণ করেন। মন কায়াগ্নিকে অর্থাৎ শরীরের তেজকে আঘাত করিলে, ঐ তেজ বায়ুকে আলোড়িত করে। সেই বায়ু উদ্রিক্ত হইয়া মূর্দ্ধায় প্রতিহত হইলে মুখবিবরে আসিয়া বর্ণোৎপাদন করে।

স্বরকালস্থানাদিভেদে বর্ণ পঞ্চপ্রকার।

বায়ুর গতি সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধমুখীন।

সমীরিতাঃ সমীরেণ সুষুম্নাপথনির্গতাঃ

ব্যক্তিং প্রয়াস্তি বদনে কণ্ঠাদিস্থানভেদতঃ ॥ শব্দকল্পধৃত বায়ু কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রেরিত হইয়া সুষুম্নাপথ দিয়া নির্গত হইলে শব্দ মুখে প্রবেশ করতঃ কণ্ঠাদিস্থানভেদে বর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

জীবদেহে চৈতন্যশক্তি কুণ্ডলিনীতে নিহিত। তড়িৎ-কড়ারবর্ণা ভুজঙ্গরূপা কুণ্ডলিনী সুষুম্নার অধস্তন মূলাধারচক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নার সঙ্গমস্থলে মুখ রাখিয়া অর্দ্ধনিদ্রিতা। কুণ্ডলিনীর স্পন্দনেই এ দেহের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি স্পন্দন। ঐ কুণ্ডলিনীর স্পন্দনে শারীব তেজঃ বিঘট্টন ও বায়ুর উদ্রেক হয়।

কুণ্ডলিনী

কুণ্ডলিনী বর্ণের জননী অতএব মন্ত্রময়ী।

দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণাত্মা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।

গুণিতা সর্ব্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা।

বিশ্বাত্মনা প্রবুদ্ধ্যা সা সূতে মন্ত্রময়ং জগৎ ॥ সারদাতিলকে হরি, রাম, শিব, তারা, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ বর্ণময়। ঐ সকল শব্দের উচ্চারণে আত্মার, বুদ্ধির, মনের ও শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া হইয়া থাকে। ঐ সকল বর্ণকূটের বৈশিষ্ট্য এই যে সুষুম্নার ভিন্ন ভিন্ন চক্রে উহারা বিশিষ্টভাবে ঘাতপ্রতিঘাত করে। তার ফলে ষট্চক্রভেদ ও কুণ্ডলীজাগরণ। মন্ত্রজপেরও সেই ফল। মন্ত্রজপে বা নামকীর্ত্তনে সুষুম্নার স্পন্দন কল্পনামাত্র নহে। প্রণিধান করিলেই সাধক তাহা অনুভব করেন।

ষট্চক্রভেদ

নামযজ্ঞের অন্য ফল নাদসিদ্ধি। তন্ত্রে তাহা বিশদীকৃত। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। তাহার সার এই যে নির্গুণ সচ্চিদানন্দই শিব। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে শিবের অভিন্ন চিচ্ছক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। ঐ পরাশক্তির প্রেরণাই নাদ বা ক্রিয়াশক্তি। তাহা হইতে বিন্দু বা জগতের বীজরূপিণী চিজ্জড়াত্মিকা প্রকৃতি জন্মে। ঐ প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টিকর সংক্ষোভই শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত। ইহা শব্দতন্মাত্রাদি জড়ের এবং জ্ঞানাদি চিদবভাসের হেতু বলিয়া উহার নাম শব্দব্রহ্ম। শরীরে কুণ্ডলী শক্তিই শব্দব্রহ্মময়ী। তিনি ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াময়ী। ভাব প্রকাশের ইচ্ছা হইলে কুণ্ডলিনীর স্পন্দনে শরীরে শব্দতন্মাত্রার উৎপত্তি। তাহার ঘনত্বই ধ্বনি। ধ্বনির স্থূলভাব শব্দনাদ। ঐ নাদ অভিব্যক্ত হইলে শব্দনিষ্পত্তি বা প্রথম ব্যক্ত শব্দ। তাহা দ্বিধাভেদে স্বর ও বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাত্মক অনুস্বর।

শব্দব্রহ্ম

শক্তি, ধ্বনি, শব্দনাদ

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ সদানন্দো নিরাময়ঃ।
বিকাররহিতঃ সাক্ষী শিবোজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীৎ শক্তিস্ততো নাদো নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥
ক্রিয়াশক্তিপ্রধানায়াঃ শব্দশব্দার্থকারণম্।
প্রকৃতের্বিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্দব্রহ্মাভবৎ পরম্।

*　*　*　*

দ্বিচত্বারিংশতা মূলে গুণিতা বিশ্বনায়িকা।
সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ ॥
শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মাৎ নাদস্তস্মাৎ বিবোধিকা।
ততোহর্দ্ধেন্দু স্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ ॥

সারদাতিলকে

অন্যত্রও শব্দনিষ্পত্তির ক্রম যথা—প্রথমে শব্দ কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দশায় জন্মে। তাহাই শব্দের সূক্ষ্মা অনপায়িনী প্রবৃত্তি। তদনন্তর বায়ু উদীর্ণ হইয়া সুষুম্নার স্পন্দনে ঐ শব্দতরঙ্গ যোগিগম্য হয় বলিয়া তাহা দ্যোতিতার্থা, স্বয়ংপ্রকাশা বা পশ্যন্তী নাম প্রাপ্ত হয়। বায়ুতরঙ্গ হৃৎকমলে বা অনাহত চক্রে উঠিলে তাহা নাদরূপিণী হইয়া নিজশোত্রগোচরা মধ্যমা নাম ধরে। শেষে কণ্ঠাদিস্থানে বিঘট্টিত হইয়া বহির্গত হইলে তাহা বাহ্য গোচর হয়। ঐ শব্দনিষ্পত্তিপ্রবৃত্তি বৈখরী।

শব্দের চতুর্বিধ প্রবৃত্তি

সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনীমধ্যে জ্যোতির্ম্মাত্রাস্বরূপিণী।
অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাতুদ্গচ্ছন্ত্যূর্দ্ধগামিনী ॥
স্বয়ংপ্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ।
সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী ॥
ততঃ সংজল্পমাত্রা স্যাদবিভক্তোর্দ্ধগামিনী।
সৈবোরঃকণ্ঠতালুস্থা শিরোঘ্রাণরদস্থিতা ॥
জিহ্বামূলোষ্ঠনির্ধূতসর্ব্ববর্ণপরিগ্রহা ॥
শব্দ প্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী।

ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াত্মাসৌ তেজোরূপা গুণাত্মিকা।
ক্রমেণানেন সৃজতি কুণ্ডলী বর্ণমালিকাম্ ॥
বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী ॥

দ্বিতীয় নাদ বা শব্দনাদ অনাহত চক্রে বায়ুর স্পন্দন-জনিত সুতরাং নামজপে ও নামকীর্ত্তনে নাদসিদ্ধি। ষড়্জাদিস্বরসাধকও ক্রমে এই নাদসিদ্ধিলাভ করেন। শব্দব্রহ্মময় নাদ দ্বারা নামযাজী প্রতিলোমে আদিনাদেও বিলীন হইতে পারেন। শ্রীবাম এই দাসের হৃদয়ে নামতত্ত্ব নিম্নরূপে প্রতিভাত করিয়াছেন।

নাদসিদ্ধি

নীরবে বাজে তারা নাম।
ঝঙ্কারে ভরল পূরল মাতল নিখিল ধাম।
অলখ অগমে বসি বাজান শ্মশানবাসী
তারাপ্রেমে মাতোয়ারা আমার শ্রীবাম ॥
(নাম) তুরীয়ে অভিন্ন　　ত্রিশূন্যে নির্গুণ
অনুলোমে কলা　　নাদ বিন্দুগুণ
শব্দব্রহ্ম জ্ঞান　　ইন্দ্রিয়াদি মন
তন্মাত্রাদি ভূত　　ঝঙ্কারের ঠাম।
ঝঙ্কারে সৃজন ঝঙ্কারে পালন
ঝঙ্কারে সংসার বন্ধন মোচন
নামের ঝঙ্কার তোলরে চরণ
হবিরে সফল কাম ॥

তারাই চিন্ময়ী চিদভিন্না শক্তি। তাঁর প্রেরণাই তাঁর নাম বা আদি নাদ। ঐ চিন্ময়ীক্রিয়াশক্তির হিল্লোলেই জগদুৎপত্তি। অঘটনঘটনপটীয়সী নিজ শক্তির প্রেমে মাতোয়ারা শিব চৈতন্য অলক্ষ্য অগম্য স্থানে বসিয়া অর্থাৎ পঞ্চশূন্যাত্মক ভাব লইয়া সেই নামের ঝঙ্কার তুলেন অর্থাৎ শক্তির প্রেরণা করেন। চতুর্থ শূন্যাবস্থা অর্থাৎ তুরীয় দশাতেও ঐ নামী ও নাম অভিন্ন, ত্রিশূন্যে অর্থাৎ জীবগম্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ঐ নাম বা নাদ নিগুর্ণ। উহা হইতে সৃষ্টিক্রম যথা—কলা, নাদ, বিন্দু, গুণত্রয়, শব্দব্রহ্ম, বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, মনঃ, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চভূত। ঐ নামসাধনায় প্রতি-লোমে সংসার বন্ধন মোচন হয়।

শৈশব হইতেই রামের ভক্তি প্রকট সুতরাং নামকীর্ত্তন তাঁহার সহজাত। শ্রীগৌরের নামকীর্ত্তনে পদ্ধতি এইরূপ দেখা যায় যে কখন তিনি কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরি হরি রাধা রাধা বলিতেন। কখন বা ছন্দোবন্ধে—

শ্রীগৌরের নামকীর্ত্তন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্ ॥

ইত্যাদি তারকব্রহ্মনামাবলী কীর্ত্তন করিতেন।

কখন বা ভক্ত সঙ্গে তাল লয়ে "হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন" নাম গান করিতেন।

বামের বামা গতি। তাঁর নাম কীর্ত্তনেও কোন শৃঙ্খলা ছিল না। কখন জয় তারা, জয় দুর্গা বা জয় কালী নাম উচ্চৈঃস্বরে করিতেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনেও মিশিয়া হরি হরি বলিতেন। নাম করিতে করিতে চক্ষুঃ দিয়া অবিরল প্রেমধারা বিগলিত হইয়া অঙ্গ পুলকিত, মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইত। তাঁর মনোবীণায় তারানামের ঝঙ্কার অনবরতই ছিল। সে ঝঙ্কার মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইত মাত্র। তাতে তাল লয় মান না থাকিলেও তাহা অমৃতময়।

শ্রীবামের নাম কীর্ত্তন

তাহা নাদসিদ্ধ ভক্তের গুরুগম্ভীর ভক্তিধ্বনি। যখন নিস্তব্ধ নিশীথে তিনি তারামন্দিরের বিরামখানায় প্রাণের কপাট খুলিয়া"জয় তারা জয় তারা" ধ্বনি তুলিলেন, সেই স্বরলহরী "আলোড়ি চন্দ্রালোক শারদ" অসীম গগন ছাপাইয়া উঠিত। তারাপীঠ হইতে ক্রোশাধিক দূরে স্থিত খরুণ গ্রামে ঐ সিদ্ধকণ্ঠের স্নিগ্ধ মুরজনির্ঘোষ শ্রুত হইত। তাই শুনিয়া পরে খরুণবাসী রসিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুত্র-কলত্রধনৈষণাদি ত্যাগ করিয়া বামের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যিনি শ্রীমুখের তারা নাম শুনিয়াছেন তিনি এ জনমে আর সে নাম ভুলিতে পারিবেন না। কবির ভাষা পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে গেলে শ্রোতার প্রাণে এইভাব আসিয়াছে :—

(এমন) সুধামাখা তারানাম বাম কোথা হতে পেয়েছে।
(বারেক) যে নাম শুনে হৃদয়বীণে আপনি বেজে উঠেছে।

বহুবার শ্রবণে শুনেছি ও নাম কখন মোর কাঁদেনি পরাণ
এবার কি যেন কি এক আনন্দ ভুবনে আমায় নিয়ে চলেছে ।
কে যেন মোর বলিছে কাণে কাণে তোর পারের উপায় হল এতদিনে
ঐ দেখ প্রেমেরিপসরা ধরি নিজ শিরে প্রেমের ঠাকুর এসেছে
আজি হতে রাম তব দাস হলাম সকল গৌরব ও পদে সঁপিলাম
তারা তারা বলে দুবাহু তুলে নাচিতে বাসনা হতেছে ॥

১৬। নিত্যসিদ্ধ আজানদেব।

সতীব নাথং শরীরান্তরস্থং প্রভেব পর্ব্বাত্যয়লক্ষ্যমিন্দুম্।
আজানদেবং মনুজাবতারং রামং প্রপেদে স্বত এব সিদ্ধিঃ।

সতী যেমন জন্মান্তরগত পতিকে, কৌমুদী যেমন পর্ব্বাত্যয়ে অর্থাৎ অমবস্যায় নিখিলকলাক্ষয়ের পর উদীয়মান নবেন্দুকে, সিদ্ধি তদ্রূপ সেই আজানদেব রামকে মানবাবতারেও স্বতঃ আশ্রয় করিয়াছিল।

সিদ্ধি শব্দের যৌগিকার্থ সফলতা। শাস্ত্রে সিদ্ধিশব্দ যোগরূঢ়। সমাধির ফলে জীবের নানা অলৌকিক শক্তি জাগে যথা—অতীতানাগতজ্ঞান, সর্ব্বভূতরুতজ্ঞান, পূর্ব্বজাতিজ্ঞান, পরচিত্তজ্ঞান, অন্তর্ধান, ভুবনজ্ঞান, ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তি, কায়স্থৈর্য্য, কায়িকবল, মনোজবিতা, পরকায়াপ্রবেশ, উৎক্রান্তি, ভূতজয়, ইন্দ্রিয়জয়, মৈত্র্যাদিপরাকাষ্ঠা ইত্যাদি। পাতঞ্জলদর্শনাদিতে উক্ত শক্তিলাভের উপায়াদি বিবৃত। যোগশাস্ত্রোক্তসিদ্ধি অষ্টধা বিভক্ত।

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ তথা কামাবসায়িতা॥

অণিমা অর্থাৎ পরমাণুরূপতা, লঘিমা অর্থাৎ তূলাদিবৎ লঘুত্বপ্রাপ্তি, প্রাকাম্য অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত, মহিমা অর্থাৎ অতিগুরুত্ব বা অতিদীর্ঘত্ব, ঈশিত্ব অর্থাৎ শরীরান্তঃকরণাদির উপর পূর্ণাধিপত্য, বশিত্ব অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উপর প্রভাব, কামাবসায়িতা অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই ইচ্ছাপূরণ।

যে যোগী এই সমস্ত শক্তি লাভ করেন তিনিই সিদ্ধ। অষ্ট সিদ্ধি মুক্তি নহে। সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য আসিলে রাগাদিবীজ-রূপাবিদ্যাক্ষয়ে কৈবল্যলাভই যোগসম্মত পরম পুরুষার্থ। সাংখ্যের সিদ্ধি অষ্টবিধা।

উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিধা॥

সাংখ্যকারিকা ৫১

দুঃখ ত্রিবিধ ঃ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। দুঃখত্রয়ের বিঘাত অর্থাৎ আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বিনাশই মুখ্য ত্রিবিধ সিদ্ধি। অবশিষ্ট পঞ্চসিদ্ধি ত্রিবিধদুঃখবিঘাতের উপায়-মাত্র। সুতরাং তাহারা গৌণসিদ্ধি। গৌণসিদ্ধিসমূহের মধ্যেও কার্য্যকারণভাব বর্ত্তমান। অধ্যয়ন অর্থাৎ বিধিবৎগুরুমুখ হইতে অধ্যাত্মবিদ্যার অক্ষরগ্রহণই প্রথমা সিদ্ধি। ইহার নামান্তর তার। তজ্জনিত অর্থজ্ঞানই শব্দ বা সুতার নাম্নী দ্বিতীয়া সিদ্ধি। বৈদিকমতের শ্রবণই সাংখ্যেব তার ও সুতার। আগমাবিরোধি-তর্ক দ্বারা অপরোক্ষবিষয়পরীক্ষাই উহ বা তারতারনামা তৃতীয়া সিদ্ধি। ইহাই বেদের মনন। ইহা দ্বারা সংশয়নিরাকরণ-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বজ্ঞানোন্মেষ ঘটে। স্বয়ং পরীক্ষিততত্ত্বের দার্ঢ্য-হেতু গুরুশিষ্যাদির সংবাদই সুহৃৎপ্রাপ্তিরূপ চতুর্থী সিদ্ধি। তাহার নামান্তর রম্যক। দানশব্দার্থ শোধন অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের নিরন্তরদীর্ঘকালপরিশীলনফল। ইহাই সদামুদিতানাম্নী পঞ্চমী গৌণসিদ্ধি। ইহাই বেদের নিদিধ্যাসন। তদ্বারা ক্রমশঃ

দুঃখত্রয়াপঘাতরূপ মুখ্যসিদ্ধিত্রয়লাভ ঘটে। সিদ্ধিব পরিপন্থী ত্রিবিধ :—

বিপর্য্যয বা মিথ্যাজ্ঞান, অশক্তি, ও তুষ্টি। বিপর্য্যয় অবিদ্যাস্মিতাদিভেদে পঞ্চধা। ইন্দ্রিয়বৈকল্যবুদ্ধিবিপর্য্যয়ভেদে অশক্তিও অষ্টাবিংশতিবিধা এবং আধ্যাত্মিক্যাদিভেদে তুষ্টি নবধা। প্রত্যয়সর্গে সিদ্ধি উপাদেয় হইলেও তদ্দ্বারা কৈবল্যলাভ ঘটে না। নিবন্তবতত্ত্বাভ্যাস দ্বাবা "নাহং নমে" ইত্যাকার বিশুদ্ধ কেবলজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মুক্তি।

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি নমে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥

সাংখ্যকারিকা ৬৪

বেদান্তমতেও অষ্টসিদ্ধি হেয়। আত্মবিবেকই মুক্তির পথ। তাহাই উপাদেয়। তদভ্যাসেই অন্বযব্যতিরেকযুক্তি দ্বারা জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্তিত্রয়াবস্থাত্মকপ্রপঞ্চপ্রকাশককূটস্থব্রহ্মচৈতন্যেব সহিত আত্মৈক্যবোধে সর্ববন্ধ মোক্ষ।

চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।
অণিমাদিপ্রেপ্সয়ৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া॥　　২০৭॥

*　　*　　*　　*

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎপ্রকাশতে।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥　　২১২॥

পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপে

শাক্তাগমে সিদ্ধি দ্বিবিধ—মন্ত্রসিদ্ধি ও মহাসিদ্ধি। সাধনাজনিত শক্তিবিশেষের নাম মন্ত্রসিদ্ধি। তার স্তর ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও অধম।

মনোরথানামক্লেশসিদ্ধিরুত্তমলক্ষণম্।
মৃত্যূনাং হরণং তদ্বদ্দেবতাদর্শনং তথা ॥
প্রয়োগস্যাক্লেশসিদ্ধিঃ সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরম্ ॥
পরকায়প্রবেশশ্চ পুরপ্রবেশনং তথা।
ঊর্দ্ধোৎক্রমণমেবং হি চরাচরপুরে গতিঃ ॥
খেচরীমেলনঞ্চৈব তৎকথাশ্রবণাদিকম্।
ভূছিদ্রাণি প্রপশ্যেত্তু তদুত্তমস্য লক্ষণম্ ॥
খ্যাতির্বাহনভূম্যাদিলাভঃ সুচিরজীবনম্।
নৃপানাং তদ্গণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্ ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকেষু চমৎকারকরঃ সুখী।
রোগাপহরণং দৃষ্ট্যা বিষাপহরণং তথা ॥
পাণ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুর্ব্বিধমযত্নতঃ।
বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা ॥
অষ্টাঙ্গযোগাভ্যসনং ভোগেচ্ছাপরিবর্জ্জনম্।
সর্ব্বভূতেষ্বনুকম্পা সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণোদয়ঃ।
ইত্যাদিগুণসম্পত্তির্মধ্যসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ॥
সৈশ্বর্য্যং ধনিত্বং চ পুত্রদারাদিলক্ষণম্।
অধমাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রিণামাদিভূমিকা।
সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্রসংশয়ঃ ॥ তন্ত্রসারে ॥

অনায়াসে অভীষ্টসিদ্ধি মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম লক্ষণ। মৃত্যুনিবারণ, দেবতাদর্শন, এবং বিনাক্লেশে যাবতীয় প্রয়োগসিদ্ধি সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। পরশরীরে প্রবেশ, রুদ্ধপরকীয়পুরীতে প্রবেশ, শূন্যমার্গে উৎক্রামণ, সর্ব্বত্র অবাধগতি, অমরাদি-খেচরীগণের সহিত মিলন, তাহাদিগের কথাশ্রবণাদি এবং ঘন ভূভাগেও ছিদ্রদর্শন উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। খ্যাতিযানভূম্যাদি-লাভ, দীর্ঘজীবন, রাজাকে ও রাজপুরুষকে বশীকরণ, সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকের নিকট অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়া সুখে কাল-যাপন, দৃষ্টিমাত্রে রোগাপহরণ ও বিষাপহরণ, চতুর্ব্বিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা, বৈরাগ্য, মুমুক্ষা, ত্যাগ, সর্ব্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস, ভোগেচ্ছাবর্জ্জন,সর্ব্বভূতে দয়া, এবং সার্ব্বজ্ঞাদিগুণের বিকাশ ইত্যাদি মধ্যমসিদ্ধির লক্ষণ। অতুলৈশ্বর্য্য, ধনসম্পৎ, এবং পুত্রদারাদিসুখ অধমসিদ্ধি। যিনি প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তিনি সাক্ষাৎ শিব।

উক্ত সিদ্ধির জন্য যোগশাস্ত্রে এবং তন্ত্রে নানাবিধ সাধনের উল্লেখ আছে। পরাসিদ্ধি বা মুক্তি বিশিষ্টসাধনসাপেক্ষ। বামকে যোগসাধন বা তান্ত্রিকসাধন করিতে দেখা যায় নাই। অথচ অষ্টসিদ্ধির পরিচয় তাঁর যৌবন লীলায় এবং পরাসিদ্ধির পরিচয় তাঁহার প্রৌঢ়লীলায় ভূয়ো ভূয়ো সুব্যক্ত। উহার বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। প্রকাশের পর তাঁহার সিদ্ধিসম্বন্ধে আপামরজনসাধারণ কেহই সন্দিহান ছিল না। তাঁহাকে তাই কৃপাসিদ্ধ বলিয়া সকলের ধারণা। আমাদের বিশ্বাস

তিনি নিত্যসিদ্ধ আজানদেব। সিদ্ধিযোগ লইয়া তিনি জীবকল্যাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন এবং কল্যাণব্রতোদ্‌যাপনে বিনা বিশিষ্টকর্ম্মসাধনেই স্বকীয়ভাব দেবত্ব প্রাপ্ত হন। অথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোকে আনন্দাঃ "স একঃ কর্ম্ম-দেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসংপদ্যন্তে। অথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায় ৩৩ পরিচ্ছেদ। পরমানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। সেই পরমানন্দের মাত্রা হিরণ্যগর্ভ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্তজীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভোগ করেন। যিনি মনুষ্যগণের মধ্যে সমৃদ্ধ অধিপতির ভোগসম্পন্ন তিনি মনুষ্যগণের পরমানন্দস্বরূপ। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম দ্বারা যাঁহারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিয়া পিতৃলোক প্রাপ্ত হন তাঁহাদের আনন্দ উক্তরূপ অধিপতি মনুষ্যের শতগুণ। পিতৃলোকানন্দের শতগুণ আনন্দ গন্ধর্ব্বলোকে বর্ত্তমান। গন্ধর্ব্বলোকের শতগুণ আনন্দ কর্ম্মদেব লাভ করেন! যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন তিনি কর্ম্মদেব। যিনি শ্রোত্রিয় পাপরহিত এবং জিতকাম, তিনি শ্রৌত কর্ম্ম বিনা দেবত্ব লাভ করেন। তাঁহারই আখ্যা আজানদেব। তাঁর আনন্দ গন্ধর্ব্বলোকেরও শতগুণ। আজান-দেবের শতগুণ আনন্দ প্রজাপতিলোক। যে শ্রোত্রিয় নিষ্পাপ নিষ্কাম হিরণ্যগর্ভো-পাসনায় হিরণ্যগর্ভত্ব লাভ করেন তিনি প্রজাপতি। যে শ্রোত্রিয় ঊর্দ্ধগামী তিনি ব্রহ্মলোকের অধিবাসী

অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন। বাম শ্রোত্রিয়, পাপরহিত ও জিতকাম। তাঁর ব্রহ্মময় নিত্যসিদ্ধ আত্মানন্দের ভাব সুব্যক্ত।

১৭। অভিষেক

শ্মশানচারী দিবসে শ্মশানে ব্যপেতভীর্দর্শিতভীতিনাট্যঃ।
সিদ্ধোঽভিষেকগ্রহণেন শাস্ত্রং সম্বর্দ্ধয়ামাস গুরোশ্চ মিত্রম্॥

সেই নির্ভীক শ্মশানচারী সিদ্ধ মহাপুরুষ প্রকাশ্যদিবসে শ্মশানে বিভীষিকাপ্রদর্শনরূপ অভিনয় করতঃ অভিষেকস্বীকারে শাস্ত্রের ও গুরুবন্ধুর মর্য্যাদা বাড়াইলেন।

দীক্ষার পর মন্ত্রের সংস্কার আবশ্যক। তাহা দশবিধ
জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংক্রিয়াঃ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে।

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি এই দশবিধ মন্ত্রসংস্কার করণীয়।

অভিষেকের লক্ষণ—

মন্ত্রাভিষেক।

তন্ত্রমন্ত্রোক্তবিধিনাভিষেকশ্চপ্রকীর্ত্তিতঃ।
অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেন্মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া॥ বিশ্বসারে

মন্ত্রে যতগুলি বর্ণ থাকে তৎসমসংখ্যক অশ্বত্থপল্লব দ্বারা তন্ত্রমন্ত্রপ্রকরণের বিধানানুসারে শক্তিপক্ষে মধু, শৈবপক্ষে ঘৃত বা দুগ্ধ, বৈষ্ণব পক্ষে কর্পূরমিশ্রিত জল ও শুদ্ধজল

"অমুকমন্ত্রমভিষিঞ্চামি" এই মন্ত্রে প্রতি মন্ত্রাক্ষরে সেচনের নাম মন্ত্রাভিষেক। অন্যান্য মন্ত্রসংস্কার বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না।

পুরশ্চরণের অঙ্গীভূত অন্যবিধ অভিষেক আছে।

জপহোমতর্পণাভিষেকো বিপ্রভোজনম্।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমিষ্যতে॥

হংসমাহেশ্বরে।

জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক এবং ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধন ইহলোকে পুরশ্চরণনামে বিদিত। পুরশ্চরণে বিশিষ্ট মন্ত্রের বিশিষ্ট সংখ্যক জপের বিধান। সর্ব্ববিধমন্ত্রেই জপের দশমাংশ হোম, হোমদশমাংশ তর্পণ, তর্পণের দশমাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন। মন্ত্র-ভেদে হোমের উপকরণ বিভিন্ন।

তারা তর্পণের ও তারাভিষেকের বিধিঃ—

পুরশ্চরণাঙ্গীভূত অভিষেক

জলে চাবাহ্য বিধিবৎ পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ।
সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবীং পরিবাবান্ সকৃৎ সকৃৎ॥
সন্তর্প্য বিধিবদ্ভক্ত্যা দশাংশং তর্পয়েৎ ততঃ।
পুনরেকৈকং সন্তর্প্য পরিবারাংস্তথা পুনঃ॥
তারিণীমভিষিঞ্চামি নমোমূর্দ্ধ্নি বিনিক্ষিপেৎ।
অভিষেকোঽয়মাখ্যাতঃ সর্ব্বপাপনিকৃন্তনঃ॥

বৃহন্নীলতন্ত্রে ৪ পটলে

ইষ্টদেবীকে জলে বিধিবৎ আবাহন করিয়া জলরূপ পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করতঃ ঐ দেবীর পরিবারবর্গকে

প্রত্যেক দেবতার ভক্তিভরে বিধিবৎ পূজা পূর্ব্বক জপ হোমান্তে হোমের দশমাংশ বার ইষ্টদেবীর তর্পণ করিবে। তর্পণ মন্ত্র "অমুকীং দেবীং তর্পয়ামি"। পরে পুনরায় উক্ত পরিবারবর্গের প্রত্যেককে সম্যক্ তর্পণ করিয়া সাধক আপনাকে দেবীময় ভাবিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "তারিণীমভিষিঞ্চামি নমঃ" বলিয়া তর্পণের দশমাংশবার নিজ মস্তকে সেই জল সেচন করিবেন। ইহাকে অভিষেক বলে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ ধ্বংস হয়!

উক্ত দ্বিবিধ অঙ্গীভূত সংস্কার ভিন্ন অন্যবিধ সাধনার মূলীভূত সংস্কারকেও অভিষেক বলে। শাক্ততন্ত্রমতে শেষোক্ত অভিষেক প্রধানতঃ পঞ্চধা—শাক্তাভিষেক, ক্রমাভিষেক, কলাভিষেক, বিদ্যাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাভিষেক বা পুরশ্চরণাভিষেক সাধকের স্বয়ং করণীয়। শেষোক্ত শাক্তাভিষেকাদি গুরু বা গুরুকল্প পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা করণীয়।

শাক্তাভিষেকের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ—

শাক্তাভিষেক

বিরচ্য বিধিবদ্বিদ্বান্ মণ্ডলং সুমনোহরম্।
তস্মিন্ কলসমারোপ্য ক্বাথতোয়ৈঃ প্রপূরয়েৎ॥
নিক্ষিপ্য নবরত্নানি তত্র গন্ধাষ্টকং পুনঃ।
আবাহ্য পূজয়েৎ তত্র দেবীমাবরণৈঃ সহ॥
কলসাগ্রে জপেন্মন্ত্রং সংখ্যয়া পূরণাবধি।
ততঃ পূর্ণং সমাধৃত্য গুরুদেবো বিধানতঃ॥
অভিষিঞ্চেৎ শিষ্যমূর্দ্ধ্নি কলসোদরবারিণা।
ততঃ শিষ্যঃ প্রযত্নেন ধনাদ্যৈস্তোষয়েৎ গুরুম্॥

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মান্তে শিষ্য স্বস্তিবাচনাদি করতঃ সঙ্কল্প পূর্ব্বক গুরুবরণ করিলে শ্রীগুরু শিষ্যের ইষ্টদেবতানুসারে সর্ব্বতোভদ্রাদিমণ্ডলের মধ্যে কোন মনোহর মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি বিধিবৎ ঘটস্থাপনাপূর্ব্বক ঐ ঘট পঞ্চবিধকষায়জলে পরিপূর্ণ করিবেন। ঘটে নবরত্ন ও গন্ধাষ্টক নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে শিষ্যের ইষ্টদেবীকে আবাহন করতঃ তদীয় আবরণ দেবতামণ্ডলীসহ তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিবেন। হোমান্তে শিষ্যমন্ত্র পূর্ণসংখ্যায় জপ করতঃ ঐ ঘট উত্তোলন করিয়া শিষ্যের মস্তক সেই ঘটের মন্ত্রপুত জলে অভিষিক্ত করিলে শিষ্য ধনাদি দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। ঐ ঘট সপ্রণব হসকলমায়াবীজে চালিত করিতে হয়।

ঘটোত্তোলনের মন্ত্র যথা ঃ—

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।

সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন পূরয়াস্য মনোরথম্॥

কলস! উঠ। তুমি মন্ত্রপূত হইয়া এক্ষণে ব্রহ্মভাবাপন্ন। তুমি দেবতাস্বরূপ, তুমি সিদ্ধি দিতে পার। তোমার বারি এক্ষণে সর্ব্বতীর্থবারিতে পরিণত। সেই বারি দ্বারা তুমি ইহার অভিলাষ পূর্ণ কর।

পঞ্চপল্লব দ্বারা কুম্ভস্থিতজলে শিষ্যের মস্তকে অভিষেক বিহিত।

অভিষেকের মন্ত্র ঃ—

অস্য শাক্তাভিষেকমন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শক্তি-দেবতা সর্ব্বসঙ্কল্পসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

রাজরাজেশ্বরী শক্তির্ভৈরবী রুদ্রভৈরবী।
শ্মশানভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দভৈরবী ॥
ত্রিপুরা ত্রিকূটা দেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুরগালিকা ॥
ত্রিপুরানন্দিনী দেবী তথৈব ত্রিপুরাতনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥

ইত্যাদি। স্থানাভাবে অবশিষ্ট মন্ত্র উদ্ধৃত হইল না। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে দশবিধা মহাবিদ্যা, নবদুর্গা, ব্রহ্মাণ্যাদি মাতৃকা, ব্রহ্মাদিদেবত্রয়, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণ, আদিত্যাদি নবগ্রহ, প্রকৃত্যাদিতত্ত্বনিচয়, জীবাত্মাদি আত্মগণ, গঙ্গাদিসবিৎ অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম চরাচর এবং তদধিষ্ঠাতৃভূতসমূহ ও পরাপর দেবতাগণ সাধকের কল্যাণ বিধান করুন।

বিশিষ্টশক্তিমন্ত্রের সাধক তন্মন্ত্রোক্ত মন্ত্রাভিষেক করিয়া পুরশ্চরণান্তে শাক্তাভিষেকের পর ত্রিপুরা, তারা ও কালী মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তত্তন্মন্ত্রের অভিষেক ও পুরশ্চরণ করতঃ তত্তদ্দেবীরশাক্তাভিষেক ক্রমে করিলে তাহা ক্রমাভিষেক। কালী তারা ও ত্রিপুরা ত্রিবিদ্যা। তাঁদের নাম ত্রিহায়ণী। সত্ত্বরজস্তমোজয়ই ত্রিবিদ্যাসাধন। ইহা বড়ইকঠিন। চণ্ডকৌশিক নাটকে বিশ্বামিত্রের ত্রিবিদ্যাসাধনে বিঘ্ন উট্টঙ্কিত। ত্রিবিদ্যাসাধনের পর সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের জননী কলা জয় করিবার জন্য কলাভিষেক বিহিত। তৎপরে কলাতীত ব্রহ্মবিদ্যালিপ্সুর বিদ্যাভিষেক। শেষে পূর্ণত্বপ্রাপ্তিকাম ব্রহ্মমন্ত্রে:

ক্রমাভিষেকাদি

দীক্ষিত হইয়া পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করিলে শাক্তাবধূত হন। শাক্তাবধূত জ্ঞানপরিপাকে কৌলাবধূত, হংস, পরমহংসাদি নাম পান। বিস্তার ভয়ে অভিষেকসমূহের লক্ষণাদি দেওয়া হইল না। সেই সমস্ত সাধন গুরুগম্য।

শৈববৈষ্ণবাদি সর্ব্ব তন্ত্রেই অভিষেকের ব্যবস্থা। খৃষ্টধর্ম্মাদিতেও অভিষেকপ্রথা লক্ষিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইলে জর্ডননদীর জল মস্তকে সমন্ত্রক দিবার বিধান দেখা যায়। প্রভু যিশুর প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বেও মন্ত্রপূতজলে অভিষেকের উল্লেখ আছে। শ্রীগুরুর কৃপায় দীক্ষার ও অভিষেকের গূঢ়াভিসন্ধি যতদূর বুঝিয়াছি তাহার সঙ্কেত এই যে বাহ্যজগৎ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মক। উক্ত পঞ্চগুণাত্মকতত্ত্বের নাম ক্ষিতি। শব্দস্পর্শরূপরসাত্মক চতুর্গুণতত্ত্বের সংজ্ঞা অপ্, শব্দস্পর্শরূপাত্মক ত্রিগুণতত্ত্ব তেজঃ, শব্দস্পর্শাত্মক দ্বিগুণতত্ত্ব বায়ু, শব্দাত্মক একগুণতত্ত্ব আকাশ। উহারা সকলেই সেই পরমাত্মস্বরূপ মহাদেবের মূর্ত্তি। ক্ষিতির নাম সর্ব্ব, কারণ সমস্ত জগৎ পঞ্চগুণাত্মক। অপের নাম ভব কারণ অপ্ ক্ষিতির প্রভব। তেজঃ বা অগ্নি রুদ্রনামে অভিহিত কারণ তাহাই সংহারক। বায়ুর নাম উগ্র কারণ বায়ু তেজেরও পরিচালক। আকাশের নাম ভীম কারণ তাহা সর্ব্বব্যাপক আদি মহাভূত। তাই মহাদেবের নাম সর্ব্বভবরুদ্র উগ্র ভীম। জীব শব্দাদিগুণে আকৃষ্ট হইয়া তদ্ভোগাভিলাষে বদ্ধ হন। ঐ বন্ধনমোচন করিতে হইলে পঞ্চগুণে বিতৃষ্ণা আবশ্যক। তৃষ্ণার মূল রস বা আসক্তি। রসের প্রতীক অপ্।

অপ্ দ্বারা অভিষেকের উদ্দেশ্য রসতত্ত্বজয়। ইহাই বৈতরণী পার। রসজয়ে আত্মতেজঃ প্রকাশ পায়। আত্মতেজঃ-প্রোদ্দীপনই শক্তিসঞ্চার। তজ্জন্য বেধদীক্ষা। তাহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে অগ্নিদীক্ষা বলিয়াছেন। শক্তিসঞ্চারফলে সাধক রুদ্রপদবাচ্য হন। আত্মশক্তিবৃদ্ধিতে তিনি উগ্রও ভীম অর্থাৎ বায়ুজয়ী ও আকাশজয়ী হইয়া ভূতাধিপত্য পান। তৎপরে চিত্তজয়। ভীমকান্তভাব ভেদে চিত্তের নাম সূর্য্য বা সোম। জীবই যজমান।

বাম স্বয়ং সিদ্ধ হইলেও শাস্ত্রমর্য্যাদারক্ষার্থ পরমকৌল গুরুর নিকট বেধদীক্ষা লইয়া শ্রীগুরুর সেবা কয়েক বৎসর করিতেছেন। গুরুকল্প মোক্ষদানন্দ বামকে শিষ্যবৎ দেখেন। বেধদীক্ষা হইলে অভিষেক নিষ্প্রয়োজন। তথাপি লোকশিক্ষা জন্য এবং গুরুপ্রতিম মোক্ষদানন্দের সম্বর্দ্ধনার্থ বাম বিভীষিকা লীলা করিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি শ্মশান হইতে তারামন্দিরে ছুটিয়া আসিলেন ও প্রকাশ করিলেন যে শ্মশানে বিকটকায়া রাক্ষসী আছে। কেহ কেহ ভাবিলেন যে ইহা গঞ্জিকাসেবনজনিত বামের মস্তিষ্কোত্তেজনার ফল। শ্রীগুরু কৈলাসপতি বুঝিলেন যে ইহা বামের চক্ষুরুন্মীলনফলে সূক্ষ্মচ্ছায়াদর্শন। কিছুকাল পরে বাম আর একদিন জানাইলেন যে শ্মশানে এক ভীষণ ব্যাঘ্র আসিয়াছে। শ্মশান কতকটা নদীর গর্ভে বালুকাময় পুলিনে ও কতকটা নদীর পূর্ব্বদিকে পতিত জমিতে অবস্থিত। তৎপার্শ্বে সিমুলতলা তরুগুল্মাচ্ছন্ন

বটে কিন্তু তথায় কেহ কখনও ব্যাঘ্র দেখে নাই। সিমুলতলার চতুর্দ্দিকে পরিষ্কৃত স্থল। নদীর পরপারেও খোলা মাঠ। কোথাও জঙ্গল বা বন নাই। ব্যাঘ্র আসিবার সম্ভাবনা নাই এবং কখন তথায় ব্যাঘ্র আসিতে শুনাও যায় নাই। পল্লিবাসিগণ বিস্ময়ে লগুড়াদি লইয়া সাবধানে বাঘ দেখিতে গেলেন। কেহই বাঘ দেখিতে পাইলেন না। তাহারা বলিতে লাগিল ইহা "বামাক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি"। মোক্ষদানন্দের মনে হইল বাম বোধহয় সাধনব্যত্যয়ে এইরূপ বিভীষিকা দেখিতেছে। বামের মন্ত্রসংস্কার আবশ্যক এই বোধে তিনি অভিষেকের প্রস্তাব করিলেন। সিদ্ধকৌল কৈলাসপতি কোন অমত প্রকাশ না করায় মোক্ষদানন্দ বামকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। কেহ বলেন উহা শাক্তাভিষেক, কেহ বলেন উহা পূর্ণাভিষেক। কোনমতে অভিষেক আসনাধিকারের পরে ঘটে। কোনমতে ইহা পূর্ব্বে হয়। মোক্ষদানন্দ দ্বারা বামের অভিষেক সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।

১৮। আসনাধিকার।

মায়াবৃতাত্মানমচিন্ত্যতত্ত্বং বিজ্ঞায় বামং কিমুসিদ্ধনাথম্
সিদ্ধাসনং তে পরিপালয়েতিব্রুবন্ তিরোহভূদ্‌গুরুরীঙ্গিতজ্ঞঃ।

বাম মায়া দ্বারা স্বরূপ আবৃত করায় তাঁহার তত্ত্ব পূর্ব্বে গুরুও জানিতে পারেন নাই। পরে তাঁর ঈঙ্গিত পাইয়া তত্ত্ব কথঞ্চিদুপলব্ধি করতঃ তাঁহাকে সিদ্ধনাথ বশিষ্ঠ বোধে "তবে তোমার আসন তুমি রক্ষা কর" বলিয়া কি গুরু অন্তর্হিত হইলেন?

তারাপীঠ বশিষ্ঠদেবের তপোবলেই তারাপীঠ। এখানে মহাশ্মশানে বশিষ্ঠ তারাসিদ্ধিলাভ করেন। সুতরাং ঐ মহাশ্মশানে বশিষ্ঠের আসন। উহার মহিমা শাক্ততন্ত্রে উদ্‌ঘোষিত। শক্তিসাধক এখনও ঐ পীঠে সাধনার জন্য ধাবিত হন। উন্নত সাধক ব্যতীত কেহ এখানে দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন না। সিদ্ধকৌল ব্যতীত ঐ পীঠের কেহ অধিকারী নন। একমাত্র বামই আধুনিককালে সমস্তজীবন ঐ পীঠে অতিবাহিত করেন।

প্রকাশেচ্ছা

তিনি নিত্যসিদ্ধ কৌল। তিনি বশিষ্ঠাসনের অধিকারী। তাঁর ভাব এত গভীর যে সিদ্ধগুরুদেব কৈলাসপতিক্ষ্যাপাও তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। স্নেহ মহৎ আবরক। স্নেহবশতঃ নন্দ ও যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার পরিচয়েও ভগবত্তা বুঝেন নাই। কৈলাসপতি বামকে একনিষ্ঠ সাধক জ্ঞান করিতেন। বামের আজানদেবত্ব তিনিও হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। এই পীঠের মহিমা প্রদর্শন জন্য পীঠাধিকার প্রয়োজন। সুতরাং বাম শ্রীগুরুকে তদ্বিষয়ে ঈঙ্গিত করিলেন। বামের ধারা বিচিত্র। ঈঙ্গিতও বিচিত্র।

কৈলাসপতি ও মোক্ষদানন্দ উভয়ে মধ্যে মধ্যে মহানিশায় সিমুলতলার ঝোপড়ায় একত্র তত্ত্বালাপ করিতেন। গুরু পূর্ণ সিদ্ধ, উপগুরু সিদ্ধকল্প। উভয়ের ইন্দ্রিয়চয় উন্মীলিত। উভয়েরই দেবতাদর্শন ও দেবতালাপ ঘটিত। এইরূপ নিশীথে তাঁহারা অভীষ্ট দেবতাকে আবাহন করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন,

এমন সময় বাম তথায় আসিলেন। তাঁহারা কথোপকথন হইতে বিরত হইলেন। বাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাবা! কোন মার সহিত কথা কহিতেছিলেন? তাঁহারা কোন উত্তর দিলেন না। তখন বাম তাঁহাদের আহুতা দেবীর নাম বলিলেন। ইহাতে উভয়েই ভাবিলেন বাম অনুমানে ধরিয়াছেন। বামের যে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে ও দেবতাদর্শনাদি ঘটে ইহা তাঁহারা বুঝেন নাই। বাম যে বুঝিয়াছেন তাহা ঈঙ্গিত করিয়া উক্ত দেবীর রূপবর্ণনা সঙ্ক্ষেপে করিলেন তথাপি তাঁহারা উহা বামের অনুমান ভাবিলেন।

প্রথমেঙ্গিত

বাম তাঁদের কথোপকথনের আভাস দিলে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। "বাম! তুই কি করে বুঝ্‌লি" জিজ্ঞাসা করায় বাম উত্তর দিলেন—"তারা মা আমাকে বলিয়া দিলেন।" ইহাতেও বামের নিত্যসিদ্ধিবিষয়ে তাঁহাদের ধারণা হইল না। কাক-তালীয় ন্যায়ে বাম ভক্তিভরে ইহা জানিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন।

প্রথমেঙ্গিতে গুরু বুঝিলেন না দেখিয়া বাম প্রকারান্তরে অদ্ভুত ঈঙ্গিত করিলেন। গুরু প্রায় প্রতিদিন বামকে গাঁজা সাজিতে বলেন। বাম গাঁজা সাজিয়া আগুন চড়াইয়া কল্কে গুরুর সম্মুখে রাখেন। গুরু গঞ্জিকাও ইষ্টদেবকে নিবেদন না করিয়া সেবন করেন না। তাঁর ভাব গীতায় ব্যক্ত।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় কুরুষ্ব তৎ মদর্পণম্‌॥ গীতা ৯।২৭

পার্থ! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যাহা দাও, যাহা হোম কর, যে তপোনুষ্ঠান কর না কেন, সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে।

ঈশ্বরার্পণই আরাধনা। জীব ঈশ্বরের শক্তিতে চালিত। সুতরাং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরাধনা। বদ্ধ জীবের সে বোধ নাই। তাহার বোধের জন্যই ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন। কৈলাসপতির সে বোধ থাকিলেও লোক-শিক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বকর্ম্মই ইষ্টদেবকে নিবেদন করিতেন। নিবেদনের পর তিনি গঞ্জিকা সেবন করিয়া বামকে প্রসাদ দিলে বাম তাহা লইতেন। বাম কখনও শ্রীগুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই।

আসনাধিকারের দিনে গুরু শিষ্যকে গঞ্জিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছেন। শিষ্যও পূর্ব্ববৎ আদেশ পালন করিলেন। গুরু মুদ্রিত নয়নে গঞ্জিকা ইষ্টকে নিবেদন করিতেছেন। ইত্যবসরে শিষ্য সেই গঞ্জিকা সেবন করিতে লাগিলেন। নয়নোন্মীলন করিয়া গুরু ঐ মর্য্যাদাতিক্রমদৃশ্যে বিস্মিত হইলেন। তিনি ধীর। ক্রুদ্ধ হইলেন না। ইহার গভীর গূঢ় অর্থ আছে ভাবিয়া তদন্বেষণে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ক্ষণমাত্র ধ্যানস্তিমিতলোচনে সুপ্তমীনহ্রদের ন্যায় থাকিয়া জাগ্রৎ হইয়া বলিলেন"বটে! তবে তুমি পাহারা দাও, আমি চলিমাম।" সেই নিশীথে গুরু তারাপীঠ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বাম বলিতেন শ্রীগুরু আকাশে উড়িয়া গেলেন। তদবধি কেহ তাঁহার কোন সন্ধান পায় নাই।

ইঙ্গিত যেমন গূঢ় আসনাধিকারও তেমন গূঢ়ভাবেই ঘটিল। ইহার কিছুকাল পরে বাম যখন উপগুরু মোক্ষদানন্দকে নিজ পরিচয় ইঙ্গিতে জানান তখন মোক্ষদানন্দ কৈলাসপতির অন্তর্ধানের কারণ বুঝিয়া প্রকাশ করেন যে বামই বসিষ্ঠের অবতার জানিয়া কৈলাসপতি বামকে বসিষ্ঠাসন ছাড়িয়া দেন। বামকে তখন হইতে আপামর লোক বসিষ্ঠ বলিয়া চিনেন। কবির মতে বশিষ্ঠ শব্দের নির্ব্বচন বশিগণেরশ্রেষ্ঠ। উপনিষদে বসিষ্ঠ শব্দ আছে। "যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি। বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ। ছান্দোগ্যে ৫।১।২।

বসিষ্ঠাবতার

যিনি বসিষ্ঠের তত্ত্ব জানেন তিনি আত্মীয়গণের বসিষ্ঠ হন। বাক্ই বসিষ্ঠ। ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বসিষ্ঠশব্দের নিরুক্ত দিতেছেন।

"বসিষ্ঠং বসিতৃতমমাচ্ছাদয়িতৃতমং বসুমত্তমং বা"

বসিষ্ঠ বাসয়িতাগণের মধ্যে বা বসুমদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তিনি সকলের আশ্রয় ও সর্ব্বধনে ধনী! বাম বশিষ্ঠ অর্থাৎ বশিগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি বসিষ্ঠ অর্থাৎ পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী যোগীরাট। তন্ত্রমতে বসিষ্ঠ কুলনাথ-গণের অন্যতম। তাঁর নামান্তর সিদ্ধনাথ। বাম সেই কুলনাথ সিদ্ধনাথ।

কুলনাথ

আদিলহরী সমাপ্তা।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(১)-১১	মহীয়াম্	মহীয়ান্	৪৯-৫	১১৪০	১৭৪০
(১)-১৪	চতুর্দ্দশাতে	চতুর্দ্দশীতে	৫১-১	পালিদের	পালিদারের
(৪)-৫	ডাকিয়া তাপিতেক		,,-১১	ভুতাং	ভূতাং
		তাপিতকে ডাকিরা	৫২-৯	শ্যামার	শ্যামায়
(৪)-২১	উন্মষে	উন্মেষ	৫৪-২	সংসারিক	সাংসারিক
৪-৮	ধর্ম্ম, মন্ত্র ;	ধর্ম্মঃ, ব্রহ্ম	১৩৩-৪	,,	,,
৫-৪	বিশ্বসে	খিশ্বসে	,,-১৫	পরগ	পরম
৮-১১	কুটনীতে,	কূটনীতিতে	৫৫-৯	ভাবুকের	ডাবুকের
,, ,,	সমুলে	সমূলে	৫৬-১২	যোষণা	ঘোষণা
১৬-১৫	ইহা	ইহার	৫৭-১৯	স্পর্শ	স্পর্শ
১৭ ১২	হম্	হাম্	৫১-১৬	সৌম্যাচ্চি	সৌম্যার্চ্চি
১৭-২২	ঈঙ্গিতে	ইঙ্গিতে	৬৫-২২	সেকিণী	সেকিনী
২১-৫	ভুদেবা	ভূদেবা	৭৪-১১	যোগোদি	যোগাদি
২২-৬	হভূৎ	হভূৎ	,,-২১	হওয়ার	হওযায
৩২-৮	ল্লেসিত	ল্লসিত	৮১-১৭	পাঠশালার	
-১৫	ভুমিতে	ভূমিতে			পাঠশালায়
৪০-১৩	রায়ের	রামের	৮৫-১৬	অধিপত্য	আধিপত্য
৪৩-৪৩	আনুমাণিক	আনুমানিক	৮৬-১৭	কুমাব	কুমার
,,-১৭	মুলে	মূলে	৮৭-১৭	স্বার্থকর	স্বার্থপর

পৃষ্ঠা পঙক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা পঙক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৮৮-৩	আ্নুমাণিক	আনুমানিক	১১১ ১৭	স্তনিয়মঃ	স্ব নিয়মঃ
,,-৭	স্বাধ্যায়নাদি	স্বাধ্যায়াদি	১১৫-৩	কার্য্যং	কার্য্যং
৮৯-৭	সন্ধ্যোপসনা	সন্ধ্যোপাসনা	,,-১২	যজ্ঞদান	যজ্ঞোদানং
৯০-৩	আনুমাণিক	আনুমানিক	১১৭-২	আশ্রিয়েৎ	আশ্রয়েৎ
৯৩-৭	মাতুলাণীব	মাতুলানীব	,,-৬	হৃত্বা, মৃত্বী	হিত্বা, মমৃতী
৯৮-৫	কৃত্যেযু	কৃত্যেপ্যু	,,-৭	ভিক্ষুকেন	ভিক্ষুকেণ
৯৯-১৩	মেটু	ঘেঁটু	১১৮ ৭	কোপীন	কৌপীন
১০৩-১৩	বত্রিযা	বলিয়া	,,-১৯	অস্তেত্থং	অস্তেয্যং
১০৪-৬	তদেব	তস্যৈব	১১৯-১৬	ত্যোণো	তোনো
১০৫-৯	সনাপ্য	সমাপ্য	১২১-১৪	রেযাৎ	রেয়াৎ
১০৭-১৯	শান্ত্র	শাস্ত্র	,,-১৩	যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্বে	
১২১-৬।১২৮-১০	,,	,,		"প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতবচন তথা"	
১০৮-১৮	যস্ত্বগি	যস্ত্বগি	১২৪-১	অবধূত্বা	অবধূতা
১০৯-১১	য	বা	,,-৯।২২	সিন্দুব, কুর্য্যাৎ;	সিন্দূব কুর্য্যাৎ,
১১০-১২	চেত্যোৎসৃজ্য		১২৫ ১৮	প্রবজ্যান্	প্রব্রজন্
		চেত্যেতৎসর্ব্বং	১২৬-১২	মখ্যসন্ন্যাস	মুখ্যসন্ন্যাস
,,-১৬	বাস্তব্যপ্রযত্নো	বাস্থপ্রযত্নো	১২৭-৫	পদ্দতি	পদ্ধতি
,,-১৭।১১১-৫	নির্ম্মূলন	নির্ম্মূলন	১২৮ ১৮	য়েত	রেত
১১১-৮,	অমুম্মত্ত,	অমুম্মত্তাঃ,	১৩২-১৭	উপনয়নের পূর্ব্বে	
,,-২২	ন	না		"নহে বলিয়া"	
১১১-১৭।১৭৪৯৬	অবধুত	অরধূত	১৩৫-১৭।১৯	চুড়া	চূড়া

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
১৩৯-৬	চুড়ামনি	চূড়ামণি
১৪০-১১	পরবর্ত্তে	পরিবর্ত্তে
১৪-১২০	ন	না
১৪২-৭,	বিষ্ণু,	বির্ষ্ণুঃ,
,,-১৪।১৭৬ ১৯	মূর্ত্তি	মূর্ত্তি
,,-১৩	সর্ব্বদা	সর্ব্বধী
১৪৩-১	তোমায়	তোমার
১৪৭-১৫	শুলিলেম	শুনিলেন
১৪৮-২০	সমন্ধ, অল্র ;	সম্বন্ধ, অল্প
১৪৯-২২	উত্তরখণ্ডে	পূর্ব্বমেঘে
১৫১ ৮	যোৎ	জোৎ
১৫২-১১	তরে	তার
১৫৩-১১	সর্ব্বস্ব	সর্ব্বস্ব
১৫৬-৯	থুঁজিয়া	খুঁজিয়া
১৬১-২০	বিসর্জ্জব	বিসর্জ্জন
১৬৪-৪	ভক্তশ্চ	ভক্তাশ্চ
,, ১৪	৫।৮	৫।১৮
১৬৮-১০	মূর্ত্তি	মূর্ত্তি
১৬৯-৯	দুষ্পুরণীয়	দুষ্পূরণীয়
,,-১০	মুলে	মূলে
,,-১১,	ভুতেষু:	ভূতেষু,
,,-১৪	৭।-১৫	৭।১১
১৭০-৯	যথা সংলভতেরতিম্	যয়া সংলভ্যতেরতিঃ

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
১৭১-১৩,	মন,	মনঃ,
,,-১৭	মমাপ্তি	সমাপ্তি
১৭৩-১৪	শূন্যন্ত,	শূন্যস্থ,
,,-২০	১১।৩।৪৮	১১।২।৪৮
,,-২১	সনস্ত	সমস্ত
১৭৪-১১	ধর্ম্ম, কর্ত্তুব	কর্ম্ম, কর্ত্তুর
১৭৫-১০	ভস্ম,	ভস্ম,
,,-১৫	নির্দ্দেশ্যাঃ	নির্দ্দেশ্যঃ
১৭৬-১৭	ফটিন	কঠিন
১৭৯-৩	ভাংবর	ভাবের
১৭৯-২০	দুরস্তং	দুস্তরং
১৮১-২০	যোজবেৎ	যোষয়েৎ
১৮৪-১৮	ছড়না	ছাড়না
,,-১১	ক্রি=।	ক্রিয়া
১৮৭-৩	: দ্ব=রা,	দ্বারা,
,,-১২	অভিভত	অভিভূত
১৯১-৮	না	নাই
১৯২-১৪	সংখ্যা,	সংখ্যাঃ ;
,,-২০	বা পদটী থাকিবে না	
১৯৩-৯	ও দুঃখ	দুঃখ ও
১৯৪-৩	পবিণত	পরিণত
১৯৫-১	রজো,	রজো,

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৫-৪	যেষন,	যেমন
,,-১৩	তদ্যোগ	তদ্‌যোগ
,,-১৪	তদ্বোগ,	তদ্‌যোগ,
,,-১৫	অন্য	অন্যা
১৯৬-১৪	২।৮	২।১৮
১৯৭-১১	যুস্মৎ	যুষ্মৎ
,,-১৮	অনু	অণু
,,-১৯	বিজ্ঞনাৎ	বিজ্ঞানাৎ
১৯৮-৪	সত্ত্বা	সত্তা
,,-২০	নময়	নন্দময়
১৯৯-১	নিম্বর্ক	নিম্বার্ক
১৯৯-৮	আমীপ্য,	সামীপ্য,
১৯৯ ৮	লেক্য	লোক্য
,,-১৬	শেষসদ্ভণ	শেষসদ্গুণ
,,-১৭	মোহহিনী	মোহিনী
,,-২২	দ্বস্মাৎ	দযস্মাৎ
২০০-৩	বিম্বি,	বিধি,
২০১-২১	মুর্ত্তিঃ,	মুর্ত্তিঃ,
,,-,,	অষ্মাভি	অস্মাভিঃঃ
২০৩-১২	আত্মাবাম	আত্মারাম
২০৩-১৫	যোগেশ্বরোহরিঃ	যোগেশ্বরেশ্বরঃ
২০৪-২	সুধারকার	সুধাকর
২০৫-১	যাজ্ঞবক্ষ্য	যাজ্ঞবল্ক্য
২০৫ ২১	পরমাত্মা	পরমাত্ম
২০৭-৮	কল্লযম্,	কল্মষ,
,,-১৮	এয়ং	এবং
২০৮-৯	শলকৈ	শনকৈ
,,-১৩	অণ্বীক্ষতে	অন্বীক্ষতে
২০৯ ১	"দেহোপি দৈববশগঃ খলুকর্ম্মযাবৎ" এই প্রথম চরণ।	
২০৯-১২	গীত্তা	গীতা
২১১-২	ণিষেধ	নিষেধ
,,-১৭।	সমণ্বিত	সমন্বিত
২১২-১০	১।১৮	৩।১৮
,,-১১	আত্মবত্তিঃ	আত্মরত্তিঃ
২১৩-৮	চিণ্ময়ী	চিন্ময়ী
২১৫ ৬	স্বন্ধ্যান,	সন্ধ্যার,
,,-,,	সন্ধাম	সন্ধান
,,-১০	সন্ধিণী	সন্ধিনী
,,-১৩	ত্যাগা	ত্যাগী
২১৮-৯	ররিপোষক	পরিপোষক
২২১-১৫	দুগ্ধ্রেমাং	দুগ্ধেমা
,,-,,	হোষধীঃ	মোষধীঃ
২২৩-২৪	ক্ষয়ার্ত্তা	ক্ষয়ার্থা

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৪-১২	হুথ	বঃ	৪৪৮-১৫	সম্পুজ্য	সম্পূজ্যা
২২৬-৬।	দনদ,		২৪৯-১৮	ব'রণৈঃ	বরণৈঃ
		নদ,	২৫০-৯	মন্ত্র পুত	মন্ত্রপূত
,,-১২	বিকার	বি'কার	,,-২২	মূর্ত্তি	মূর্ত্তী
২৩০-২·	ন্যায়া	ন্যায়	২৫১-৬	স্ত্বাং	স্ত্বাং
২৩১-১০	ভাগব	ভাগবত	২৫২-৫	তন্ত্রে.	তন্ত্রে,
,,-১২	সম্ভাজয়ন্তি	সভাজয়ন্তি	১১	আভষেক	অভিষেক
২৩২-২০	ভক্তূদ্রেক	ভক্ত্যুদ্রেক	২৫৩-৪	গ্রন্থে,	গ্রন্থ
২৩৪-১	শব্দকল্প	শব্দকল্পদ্রুম	,,-১৭	তেজনার	ত্রেজনার
,,-২১	মাদ্র	মাত্র	২৫৪-১৮	হুভুং	হুভূং
২৩৬-১৬	উগদর্চ্ছূ	উগদচ্ছ	২৫৫-২০	উন্মীলিত	
২৪১-৯	১৬	১৭।			উন্মীলিত
২৪৩-১০	মূংপাত্রতে,	মৃংপাত্রতে,	২৫৬-৪	আহুতা	আহূতা
,,-১৭	স্বং	স্বং	২৫৬-১৭	ঈঙ্গিত	ইঙ্গিত
২৪৪-১৬	মুমুক্ষুত্বং	মুমুক্ষুত্বং			
২৪৬-১১	মনূষ্য	মনুষ্য			
২৪৭-৩	১৭	১৮			
২৪৮-৫	পূরশ্চরণ	পুরশ্চরণ			

১৯৩ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১৩ হিল্লোল হইতে হিল্লোলের সংখ্যায় ভ্রম হইয়াছে। সূচীপত্রে তাহা সংশোধিত।